বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তরমালা ২০২৫

ইসলাম শিক্ষা

ঢাকা বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 1 1**

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **হজের ফরজ কয়টি?**
ⓚ ৩ ⓛ ৫ ⓜ ৭ ⓝ ৯

২. **ইসলামের কোন নগরীকে নিরাপদ নগরী বিবেচনা করা হয়?**
ⓚ তায়েফ ⓛ জেদ্দা ⓜ মদিনা ⓝ মক্কা

৩. **মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে সম্মানিত করা হয়, তাঁর–**
i. প্রজ্ঞার জন্য ii. সচেতনতা iii. সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

৪. **কোন গ্রন্থকে চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইবেল বলা হয়?**
ⓚ আল মানসুরি ⓛ কানুন ফিত-তিব
ⓜ ইহ্ইয়া-উল উলুম ⓝ আল উসতাদ

৫. **ইমান অর্থ কী?**
ⓚ অনুগত হওয়া ⓛ শান্তির পথে চলা
ⓜ বিশ্বাস করা ⓝ প্রার্থনা করা

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব মাসুম এমন একটি উবাদত পালনের ইচ্ছা করেন, যেটাতে শারীরিক এবং অর্থনৈতিক উভয় সক্ষমতাই প্রয়োজন।

৬. **জনাব মাসুম কোন ইবাদতটি পালন করতে ইচ্ছা পোষণ করেন–**
ⓚ সালাত ⓛ সাওম ⓜ জাকাত ⓝ হজ

৭. **উক্ত ইবাদতের ফলে তিনি সক্ষম হবেন–**
i. অপরকে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির প্রতি উৎসাহিত করা
ii. ধনী গরিবের পার্থক্য নিরসনে ভূমিকা রাখা
iii. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

৮. **আইয়্যামে জাহেলিয়া যুগে নারীদেরকে –**
i. পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হতো ii. ব্যবসায়ী পণ্যসামগ্রী বিবেচনা করা হতো
iii. বিষধর সাপের সাথে তুলনা করা হতো
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

৯. **হাদিস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতাকে কী বলে?**
ⓚ মতন ⓛ সনদ ⓜ মারফু' ⓝ মাকতু

১০. **'কুদসি' অর্থ কী?**
ⓚ সম্মান ⓛ পবিত্র ⓜ মর্যাদা ⓝ পৃথককৃত

১১. **সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ বা সহীহ হাদিস সংকলন করেন কে?**
ⓚ ইমাম মালেক (রহ) ⓛ ইমাম শাফেয়ী (রহ)
ⓜ ইমাম আহমদ (রহ) ⓝ ইমাম আবু হানিফা (রহ)

১২. **যে কাজগুলো রাসুল (স.) নিজে করতেন এবং অন্যদের করার জন্য তাকিদ দিতেন সেগুলোকে বলে–**
ⓚ ওয়াজিব ⓛ সুন্নতে মুয়াককাদাহ্
ⓜ সুন্নাত যায়েদাহ ⓝ মুস্তাহাব

১৩. **রফিক ইটভাটায় কাজ করে যে বেতন পায় সেটা দিয়ে তার পরিবার চালায়। ইসলামের দৃষ্টিতে তার এই উপার্জন হলো–**
i. হালাল ii. সর্বোত্তম ও পবিত্র
iii. আল্লাহর বিধিবিধানের আওতায় পরে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

১৪. **কারা নামাজে উদাসীন?**
ⓚ মুশরিক ⓛ মুনাফিক ⓜ কাফির ⓝ ফাসিক

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব হুদা নিজ জীবনকে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চান। তিনিও তার আত্মাকে পরিশুদ্ধি করতে চান।

১৫. **জনাব হুদার লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন বইটি অধ্যয়ন করতে হবে?**
ⓚ আল কুরআন ⓛ সহীহ আল বুখারী
ⓜ সহীহ মুসলিম ⓝ তিরমিযি

১৬. **এর ফলে জনাব হুদা অর্জন করবেন–**
i. সম্মান ও মর্যাদা ii. সম্পদ ও সম্পত্তি
iii. ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

১৭. **একজন মানুষের প্রতি আরেকজন মানুষের অধিকারকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?**
ⓚ ৫ ⓛ ৬ ⓜ ৭ ⓝ ৮

১৮. **রোজা পালনের মাধ্যমে বান্দার কোন গুণকে পরীক্ষা করা হয়?**
ⓚ ধৈর্য ⓛ তাকওয়া ⓜ সততা ⓝ জ্ঞান

১৯. **কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে মন্দ বলাকে কী বলা হয়?**
ⓚ মিথ্যাবাদী ⓛ গিবত ⓜ বুহতান ⓝ ফিছ্ক

২০. **আল্লাহভীতি (তাকওয়া) মানব চরিত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলা হয়। কারণ ইহা–**
i. মর্যাদা বৃদ্ধি করে ii. সম্পদ বৃদ্ধি করে iii. সফলতা দান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

২১. **'আল জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ' গ্রন্থের রচয়িতা কে?**
ⓚ ইবনে জারির আত-তাবারি (র.) ⓛ ইমাম গাজালি (র.)
ⓜ আবু বকর আল রাযি ⓝ আল বিরুনী

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব আনিস স্বল্প বেতনের একটি সরকারি নামী-দামী অফিসে চাকরি করেন। কিন্তু তিনি তার প্রদত্ত সেবা দ্বারা গ্রাহকদের নিকট থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেন না। তিনি ধারণা করেন যে মানব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের হিসাব রাখা হয় এবং আমাদের সকলকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

২২. **জনাব আনিসের চিন্তাধারায় ইসলামের কোন বিষয়টির প্রতিফলন ঘটে–**
ⓚ শালীনতা ⓛ আমানত ⓜ তাক্ওয়া ⓝ সত্যবাদিতা

২৩. **উক্ত চিন্তাধারার ফলে তিনি–**
i. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবেন
ii. সাফল্য অর্জন করবেন iii. জান্নাতে প্রবেশ করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

২৪. **সকল ভালো গুণের মূল কোনটি?**
ⓚ তাকওয়া ⓛ আমানত ⓜ ওয়াদা পালন ⓝ সততা

২৫. **'উসওয়াতুন হাসানা' অর্থ–**
ⓚ সুন্দর গুণ ⓛ অনুকরণীয় রীতিনীতি
ⓜ উদারনীতি ⓝ গৌরব অর্জন করা

২৬. **খাদিজা (রা.) হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর আস্থা বা বিশ্বাস রেখেছিলেন কেন?**
ⓚ কারণ সে ভালো ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে
ⓛ রাসুল (স.) এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে
ⓜ রাসুল (স.) এর সম্পদের জন্য ⓝ রাসুল (স.) এর মহৎ গুণে মুগ্ধ হয়ে

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শুকবার জুময়ার নামাজের পর গ্রামের মাতুব্বর জনাব হোসাইন মসজিদে উপস্থিত অনুসারীদের বলেন যে, আল্লাহর রাস্তায় বেশি দান করুন। তার আগ্রহে সাড়া দিয়ে জনাব ইমরান তার সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করেন।

২৭. **জনাব ইমরান এর কাজটি খোলাফায়ে রাশেদার কোন খলিফার কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?**
ⓚ আবু বকর (রা.) ⓛ উমর (রা.) ⓜ উসমান (রা.) ⓝ আলী (রা.)

২৮. **উক্ত খলিফার অন্যতম কর্মকাণ্ড হলো–**
i. তিনিই ইসলামের ত্রাণকর্তা ii. আল কুরআনকে গ্রন্থাগারে প্রকাশ
iii. আরবি কাব্যগ্রন্থ রচনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

২৯. **কে সর্বপ্রথম বিশ্ব মানচিত্র অঙ্কন করেন?**
ⓚ ওমর খৈয়াম ⓛ আত তাবারি ⓜ আল মাসউদি ⓝ ইবনে খালদুন

৩০. **রসায়নের জনক কে?**
ⓚ আল বিরুনি ⓛ ইবনে সিনা
ⓜ জাবির ইবনে হাইয়ান ⓝ হাসান বিন হাইসাম

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। জনাব শামীম স্থানীয় এক মুদি দোকান থেকে বাকিতে এক বস্তা কাটারি ভোগ চাল ক্রয় করে এবং এক সপ্তাহ পরে টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ছয় মাস অতিক্রান্ত হলেও বিক্রেতা টাকা চাইলে প্রতিবার আগামী সপ্তাহে দিবে বলে আশ্বস্ত করে। তার বন্ধু জনাব শাহরিয়ার ফুসফুসে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে হযরত শাহজালালের মাজারে যায় এবং কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তার রোগ ভাল করে দেয়ার আবেদন জানায়। বিষয়টি জানতে পেরে মাওলানা শিহাব বলেন, "তুমি ক্ষমার অযোগ্য পাপ করেছ। তোমার ইমান নবায়ন করতে হবে।"

ক. 'তাওহিদ' কী? ১

খ. "রিসালাতের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের দিকে পরিচালনা করা।"–উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব শামীমের কর্মকান্ডে ইসলামে নিষিদ্ধ কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব শাহরিয়ার সম্বন্ধে মাওলানা শিহাবের উক্তি কতটুকু যথার্থ বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তোমার স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। ডায়াগ্রামটি দেখে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও :

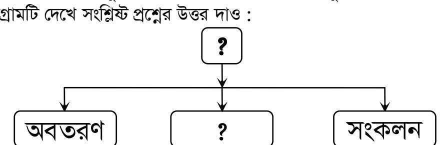

ক. 'সুন্নাহ' কী? ১

খ. "সাহাবিদের কাজে মহানবি (স.)-এর মৌনতা অবলম্বনও হাদিসস্বরূপ বিবেচিত।"–উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উপরের প্রশ্নচিহ্নিত বক্সে কোন বিষয়টি প্রয়োগ হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর যে, নিচের চিত্রের প্রশ্নচিহ্নিত বক্সের বিষয়টির জন্যই মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণী পৃথিবীর বুকে টিকে আছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

৩। উদায়ন প্রকাশনীর বই বিক্রেতা জনাব সাজু প্রতি শুক্রবার মাত্র একজন ভিক্ষুককে দশটি টাকা দান করেন। সপ্তাহের অন্য কোনো দিন কোনো ভিক্ষুক তার নিকট সাহায্য চাইলে তিনি তাদের ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেন। গত রমজানের ঈদের পরের দিন বিবাহ উপলক্ষ্যে বরপক্ষ দরিদ্র প্রতিবেশী জনাব রাজুর কন্যা দেখতে আসলে জনাব সাজুর নিকট একসেট গ্লাস-জগ ও কাপ-প্রিজ ধার চায়। কিন্তু সাজুর স্ত্রী রাহেলা বেগম তা দিতে অস্বীকার করে এবং তাকে ফিরিয়ে দেয়। এতে সমাজের জনমনে ক্ষোভ ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

ক. 'শরিয়ত' কী? ১

খ. "মহান আল্লাহ মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছেন।"–আয়াতটি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জনাব সাজুর কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট সূরার আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাহেলা বেগমের আচরণ তোমার পঠিত সূরার আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৪। জনাব আব্দুল হালিম সরকারি রাস্তার দু'পাশে এক হাজার আম ও দু'হাজার মেহগনী বৃক্ষ রোপণ করেন। তার ভাই ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব সেলিম এলাকার উচ্ছৃঙ্খল যুবক আলিমকে থানা পুলিশ হেফাজতে সোপর্দ করেন। গ্রামের মোড়ল জনাব জামিল বলেন, "একজন মুসলিম হিসেবে অপর মুসলিমদের জান মাল ও ইজ্জত রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। চেয়ারম্যান সাহেবের কাজটি সমর্থনযোগ্য নয়।"

ক. 'সহিফা-আস-সাদিকা' কী? ১

খ. "যাকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয় সমাজে তিনি সর্বোত্তম মানুষ।"– উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আব্দুল হালিমের কর্মটি হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি জনাব জামিলের বক্তব্যটি সমর্থন কর? হাদিসের আলোকে তোমার অভিমত দাও। ৪

৫। ডায়াগ্রামটি দেখে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও :

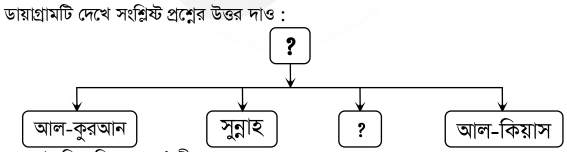

ক. 'নাযিরা তিলাওয়াত' কী? ১

খ. 'সিরাত অতিক্রম না করে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"–উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্রে প্রদর্শিত উপরের প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থানে প্রয়োগযোগ্য বিষয়টি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত নিচের প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থানের বিষয়টির কার্যকারিতা সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে জবাব দাও। ৪

৬। দশ বছরের শিশুকন্যা নাসিবা তার মায়ের সাথে প্রতিদিন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি শারীরিক কর্ম সম্পাদন করে। তার বাবা জনাব আনিস তার সম্পদ হিসেব করে বছরান্তে মোট ত্রিশ লক্ষ টাকা থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়ে একটি দুধের গাভী কিনে দরিদ্র প্রতিবেশী জনাব ফারুককে দান করেন। ফলে তার সাংসারিক অভাব-অনটন দূর হয় এবং সে পরিবারের সকলকে নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করে।

ক. 'হাক্কুল্লাহ' কী? ১

খ. "মানব জীবনে অ-অকল্যাণ সাধিত হওয়া জ্ঞান অর্জন অবশ্যই বর্জনীয়।"– উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নাসিবার পালনকৃত ইবাদতটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর যে, জনাব আনিসের পালনকৃত ইবাদতটি মানব সমাজে বৈষম্য দূরীকরণে সহায়ক? ইসলামের আলোকে তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

৭। জনাব আকন্দ সাদা চাদর পড়ে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে গিয়ে এক বিশাল প্রান্তরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসলিমদের সাথে একই ধ্বনী উচ্চারণ করেন। তার সহকর্মী জনাব চৌধুরী মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে দীর্ঘ একমাস দিনে অভুক্ত থাকেন। একদা এক ক্ষুধার্ত ভিক্ষুককে একটি হোটেলে নিয়ে ইলিশ মাছ ও গরুর মাংস দিয়ে তৃপ্তিসহকারে ভাত খাওয়ান।

ক. 'ইলম' কী? ১

খ. "প্রকৃত মানুষ হতে হলে প্রকৃত জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত হতে হয়।"– উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আকন্দের পালনকৃত ইবাদতটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামাজিক সহানুভূতি সৃষ্টিতে জনাব চৌধুরীর ইবাদতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৮। দশম শ্রেণির ছাত্র রহমত তার সহপাঠী বন্ধুর নিকট থেকে একটি অক্সফোর্ড ডিকশনারি ধার নিয়ে কথামত এক সপ্তাহ পরে ফেরত দেয়। তার অন্য আরেক বন্ধু আজমতের নিকট সে পঞ্চাশ টাকা ধার চাইলে পকেটে দুইটি পঞ্চাশ টাকার নোট থাকা সত্ত্বেও সে টাকা নাই বলে জানায়। বিষয়টি তার পিতার নজরে এলে তিনি বলেন, "নিজকে সংশোধন কর। মানসিক প্রশান্তি ও বিকাশ সাধনে অন্তরাত্মাকে নির্মল ও পবিত্র রাখতে হবে।"

ক. 'শালীনতা' বলতে কী বুঝায়? ১

খ. "জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।"– উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রহমতের চরিত্রে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আজমতের চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্যের অভাব পরিলক্ষিত হয় তা চিহ্নিতপূর্বক তার পিতার মন্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৯। আটিপাড়া গ্রামের উচ্চশিক্ষিত যুবক সালাহ উদ্দিন আপ্রাণ চেষ্টা করেও কোনো চাকরি না পেয়ে বেকার জীবন অতিবাহিত করছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার তাকে ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। কিন্তু সে এ কাজটি ছোট মনে করে বলে, "আমি কর্মহীন জীবন কাটাব তবু এ কাজ করব না।" অপরদিকে, তার সহপাঠী জামাল উদ্দিন মাত্র পাঁচ বছর বাংলাদেশ কর কমিশনে নিম্ন বেতনে চাকরি করে অনেক কালো টাকার মালিক হয়েছে। এলাকার এক বেকার যুবককে দশ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে সে বছরান্তে নিয়মিতভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে আদায় করছে। মাওলানা আযাদ বলেন, "জামাল উদ্দিন জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত করছে। তার উপার্জিত সব অর্থই অবৈধ।"

ক. 'ফিতনা-ফাসাদ' কী? ১

খ. "প্রতারণাকারী মহানবী (স.) এর দলভুক্ত নয়।"–উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সালাহ উদ্দিনের উক্তিতে আখলাকে যামিমার কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জামাল উদ্দিন সম্বন্ধে মাওলানা আযাদের মন্তব্য কতটুকু যথার্থ বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে জবাব দাও। ৪

১০। মোড়াকাঠী গ্রামের সজল পাঁচ বছর কানাডা প্রবাস জীবন কাটিয়ে এসে এখন শরীরে হাফ প্যান্ট ও মাথায় ক্রিকেট ক্যাপ পড়ে এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। একদা এক স্কুল পড়ুয়া মেয়েকে দেখে শীষ দিলে গ্রামের মোড়ল তাকে কানে ধরে উঠ-বস করায়। পক্ষান্তরে তার বন্ধু ফজল লোকাল বাসে বরিশাল যাবার সময় এক বৃদ্ধা মহিলাকে নিজের আসন ছেড়ে দেয়। বিষয় জানতে পেরে তার পিতা বলেন, "মনে রাখবে নারীদের মর্যাদা পুরুষের চেয়ে বেশি। তাদের সাথে সর্বদা সম্মানজনক আচরণ করবে।"

ক. 'খিয়ানত' কী? ১

খ. 'হিংসা কীভাবে মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে'? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সজলের আচরণে আখলাকে যামিমার কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ফজল সম্বন্ধে তার পিতার উপদেশের বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। **দৃশ্যপট-১ :** দুবলার চর এলাকার নিরক্ষর লোকেরা কারণে-অকারণে নারী নির্যাতন করে। সন্ধ্যার পরে তারা জুয়ার আসর ও চোলাই মদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

দৃশ্যপট-২ : আমতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একজন জনদরদী লোক। স্বাধীনতা যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি বিশেষ খেতাব লাভ করেন। বেতন-ভাতায় সংসার না চলায় তিনি হাঁস -মুরগি ও মৎস্য খামার গড়ে তুলেছেন। বাসায় কোনো কাজের লোক না থাকায় তার স্ত্রী সংসারের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে সম্পাদন করেন।

ক. 'আল-কানুন ফিত-তিব' কী? ১

খ. "বর্তমান বিশ্বের জাতিসংঘ মহানবি (স.)-এর হিলফুল ফুযুলের নিকট অনেকাংশে ঋণী"–উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যপট-১ এর চিত্রটি তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন সমাজ ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যপট-২ এ প্রস্ফুটিত সিরাজ চেয়ারম্যানের চরিত্রে কোন খলিফার আদর্শ ফুটে উঠেছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা (ঢাকা বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ক	২	ঘ	৩	খ	৪	খ	৫	গ	৬	ঘ	৭	খ	৮	গ	৯	খ	১০	খ	১১	ক	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ক
	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	খ	২০	খ	২১	গ	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	গ	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ জনাব শামীম স্থানীয় এক মুদি দোকান থেকে বাকিতে এক বস্তা কাটারি ভোগ চাল ক্রয় করে এবং এক সপ্তাহ পরে টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ছয় মাস অতিক্রান্ত হলেও বিক্রেতা টাকা চাইলে প্রতিবার আগামী সপ্তাহে দিবে বলে আশ্বস্ত করে। তার বন্ধু জনাব শাহরিয়ার ফুসফুসে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে হযরত শাহজালালের মাজারে যায় এবং কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তার রোগ ভাল করে দেয়ার আবেদন জানায়। বিষয়টি জানতে পেরে মাওলানা শিহাব বলেন, "তুমি ক্ষমার অযোগ্য পাপ করেছ। তোমার ইমান নবায়ন করতে হবে।"

ক. 'তাওহিদ' কী? ১

খ. "রিসালাতের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের দিকে পরিচালনা করা।"—উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব শামীমের কর্মকান্ডে ইসলামে নিষিদ্ধ কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব শাহরিয়ার সম্বন্ধে মাওলানা শিহাবের উক্তি কতটুকু যথার্থ বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তোমার স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলা হয়।

খ "রিসালাতের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের দিকে পরিচালনা করা"– নিঃসন্দেহে উক্তিটি যথার্থ। কেননা আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য অগণিত নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাদের উদ্দেশ্যহীনভাবে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়নি বরং তারা নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অর্থাৎ "আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই পথপ্রদর্শক রয়েছে"। (সূরা আর-রাদ : আয়াত-৭) তারা মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরতেন। সত্য ও সুন্দর জীবন বিধান তথা আল্লাহর দীন অনুসরণের নির্দেশ দিতেন। আর আল্লাহ তায়ালার জাত, সিফাত, ক্ষমতা, নিয়ামতসহ সকল প্রকার ইবাদত ও আদেশ-নিষেধের শিক্ষা দিতেন। অতএব উক্তিটি যথার্থ।

গ জনাব শামীমের কর্মকাডে ইসলামে নিষিদ্ধ 'নিফাক' বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

নিফাক অর্থ হলো– ভণ্ডামি, কপটতা, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থ হলো অন্তরে একরকম ভাব রেখে বাইরে এর বিপরীত অবস্থান প্রকাশ করা। যে এরূপ কাজ করে তাকে বলা হয় মুনাফিক। রাসুল (স.) মুনাফিকদের চিহ্ন বর্ণনা করে বলেন, 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোনো কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত করে।' (সহিহ বুখারি) উদ্দীপকে জনাব শামীমের চরিত্রে এরূপ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

আলোচ্য উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব শামীম স্থানীয় এক মুদি দোকান থেকে বাকিতে এক বস্তা কাটারিভোগ চাল ক্রয় করে এবং এক সপ্তাহ পরে টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ছয় মাস অতিক্রান্ত হলেও বিক্রেতা টাকা চাইলে প্রতিবার আগামী সপ্তাহে দিবে বলে আশ্বস্ত করে। এর মাধ্যমে শামীম সাহেব বার-বার ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন এবং মুদি দোকানিকে ধোকা দিয়েছেন যা নিফাক বা মুনাফিকির সর্বোচ্চ পর্যায়। অতএব বলা যায়, জনাব শামীমের কর্মকাডে নিফাক প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ জনাব শাহরিয়ার সম্বন্ধে মাওলানা শিহাবের উক্তিটি পুরোপুরি যথার্থ বলে আমি মনে করি। কেননা এখানে শিরক উন্মোচিত হয়েছে।

শিরক শব্দের অর্থ– অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়– মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। জনাব শাহরিয়ার এর চরিত্রে এ দিকটিই প্রকাশ পেয়েছে। যা ক্ষমার অযোগ্য পাপ।

আলোচ্য উদ্দীপকে দেখা যায়– জনাব শাহরিয়ার ফুসফুসে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজারে যায় এবং কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তার রোগ ভালো করে দেওয়ার আবেদন জানায়। বিষয়টি জানতে পেরে মাওলানা শিহাব বলেন, "তুমি ক্ষমার অযোগ্য পাপ করেছ। তোমার ইমান নবায়ন করতে হবে"। উক্তিটি যথার্থ। কেননা এখানে জনাব শাহরিয়ার এর আবেদনে পুরোপুরি শিরক প্রকাশ পেয়েছে, যা ক্ষমার অযোগ্য পাপ। এতে ইমান চলে যাওয়ার উপক্রম দেখা দেয়। কারণ শিরকের অপরাধ যে কত জঘন্য সে সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, এতদ্ব্যতীত যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৪৮)

উদ্দীপকে জনাব শাহরিয়ার পীরকে ভালো করার মালিক মনে করে। অথচ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ রোগমুক্ত করার ক্ষমতা রাখে না। এমর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর যখন আমি অসুস্থ হই, তিনিই আরোগ্য দান করেন।'

শিরক যে অমার্জনীয় অপরাধ শুধু তাই নয়; বরং এতে আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষের অমর্যাদাও করা হয়। মানুষকে আল্লাহ পাক তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। মানুষকে এমন সব গুণ দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা সে অন্যসব সৃষ্টিকে বশে এনে নিজের কাজে ব্যবহার করতে সক্ষম; কিন্তু মুশরিক ঐসবের সামনে মাথা নত করে। এভাবে নিজের

মর্যাদাহানির জন্য সে নিজেই দায়ী। শিরকের মাধ্যমে মানবসমাজে বিবাদ ও বিভেদ সৃষ্টি হয়। বড় ছোটো-এর পার্থক্য সৃষ্টি হয়। মুশরিক নানারকম জড় পদার্থ, দেবদেবী, প্রতিমা, প্রাকৃতিক শক্তির সামনেও মাথা নত করে। এ হচ্ছে মানবতার চরম অবমাননা। যার পরিণতি জাহান্নাম।

অতএব জনাব শাহরিয়ার সম্বন্ধে মাওলানা শিহাবের উক্তিটি নিঃসন্দেহে পুরোপুরি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০২ ডায়াগ্রামটি দেখে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও :

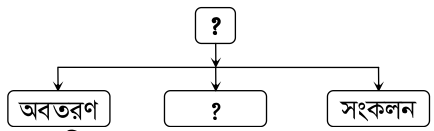

ক. 'সুন্নাহ' কী? ১

খ. "সাহাবিদের কাজে মহানবি (স.)-এর মৌনতা অবলম্বনও হাদিসস্বরূপ বিবেচিত।"—উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উপরের প্রশ্নচিহ্নিত বক্সে কোন বিষয়টি প্রয়োগ হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর যে, নিচের চিত্রের প্রশ্নচিহ্নিত বক্সের বিষয়টির জন্যই মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণী পৃথিবীর বুকে টিকে আছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৩ উদায়ন প্রকাশনীর বই বিক্রেতা জনাব সাজু প্রতি শুক্রবার মাত্র একজন ভিক্ষুককে দশটি টাকা দান করেন। সপ্তাহের অন্য কোনো দিন কোনো ভিক্ষুক তার নিকট সাহায্য চাইলে তিনি তাদের ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেন। গত রমজানের ঈদের পরের দিন বিবাহ উপলক্ষ্যে বরপক্ষ দরিদ্র প্রতিবেশী জনাব রাজুর কন্যা দেখতে আসলে জনাব সাজুর নিকট একসেট গ্লাস-জগ ও কাপ-প্রিজ ধার চায়। কিন্তু সাজুর স্ত্রী রাহেলা বেগম তা দিতে অস্বীকার করে এবং তাকে ফিরিয়ে দেয়। এতে সমাজের জনমনে ক্ষোভ ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

ক. 'শরিয়ত' কী? ১

খ. "মহান আল্লাহ মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছেন।"—আয়াতটি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জনাব সাজুর কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট সূরার আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাহেলা বেগমের আচরণ তোমার পঠিত সূরার আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি কার্যনীতি বা জীবন পদ্ধতিকে শরিয়ত বলা হয়।

খ 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি'– উক্তিটি পবিত্র কুরআনের সূরা আত-তীনের ৪ নম্বর আয়াতের অর্থ। সূরা আত-তীনের এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষের আকৃতিই সবচেয়ে সুন্দর। তবে মানুষ যদি ভালো কাজ না করে অসৎকাজে লিপ্ত হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করবেন। তাকে শাস্তি প্রদান করবেন।

গ জনাব সাজুর কর্মকাণ্ড সূরা আদ্-দুহার সাথে সংশ্লিষ্ট। যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

সূরা আদ-দুহার শিক্ষার অন্যতম বিষয় হলো– ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিত গরিব, দুঃখী, ইয়াতিম ও ভিক্ষুকদের কল্যাণ করা। অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী ও ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর না হওয়া। তাদের গালমন্দ কিংবা প্রহার করা যাবে না এবং তাদের ধমকও দেওয়া যাবে না, বরং তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। কিন্তু উদায়ন প্রকাশনীর বই বিক্রেতা জনাব সাজুর আচরণে এর বিপরীত চিত্র প্রকাশ পায়।

উদ্দীপকে উদায়ন প্রকাশনীর বই বিক্রেতা জনাব সাজু প্রতি শুক্রবার মাত্র একজন ভিক্ষুককে দশটি টাকা দান করেন। সপ্তাহের অন্য কোনোদিন কোনো ভিক্ষুক তার নিকট সাহায্য চাইলে তিনি তাদের ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেন। অথচ সূরা আদ্-দুহায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন, তাদের কল্যাণময় জীবন দান করেন। এছাড়াও বহু নিয়ামত দান করেন। তাই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিত গরিব, দুঃখী, ইয়াতিম ও ভিক্ষুকদের কল্যাণ করা। অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর না হওয়া, তাদের গালমন্দ কিংবা মারধর না করা এবং তাদের ধমকও না দেওয়া। বরং তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে।

সুতরাং বলা যায়, সূরা আদ্-দুহা আমাদেরকে নমনীয়তার শিক্ষা গ্রহণ করে কঠোরতা বর্জনের নির্দেশ দেয়। তাই সবার উচিত এ সূরার শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।

ঘ রাহেলা বেগমের আচরণ আমার পঠিত সূরা সূরা আল-মাউন এর আলোকে যথার্থ নয়। কেননা তার চরিত্রে কাফির ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

সূরা আল-মাউন মক্কায় অবতীর্ণ অন্যতম একটি সূরা। সূরা আল-মাউনের ৭টি আয়াতে যে সকল বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি হলো–

১. সালাত সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তিদের দুর্ভোগের কথা বলা আছে। এর শিক্ষা হলো সালাতে অবহেলা বা অলসতা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে।
২. গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো বস্তু অন্যকে না দান করায় দুর্ভোগের কথা বলা হয়েছে। এর শিক্ষা হলো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে অন্যকে সহযোগিতা করা।

উদ্দীপকে গত রমজানের ঈদের পরের দিন বিবাহ উপলক্ষ্যে বরপক্ষ দরিদ্র প্রতিবেশী জনাব রাজুর কন্যা দেখতে আসলে জনাব সাজুর নিকট একসেট গ্লাস-জগ ও কাপপ্রিজ ধার চায়। কিন্তু সাজুর স্ত্রী রাহেলা বেগম তা দিতে অস্বীকার করে এবং তাকে ফিরিয়ে দেয়। যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এটা নিতান্তই কাফির ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। এসব ব্যক্তিগণ সমাজ জীবনেও ঘৃণার পাত্র হন এবং মহান আল্লাহও এদের জন্য মহাদুর্ভোগের এক ভয়ঙ্কর অশনিসংকেতের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

অতএব, সূরা আল-মাউন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের এসব আচরণ পরিত্যাগ করা উচিত। যা রাহেলা বেগমের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৪ জনাব আব্দুল হালিম সরকারি রাস্তার দু'পাশে এক হাজার আম ও দু'হাজার মেহগনী বৃক্ষ রোপণ করেন। তার ভাই ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব সেলিম এলাকার উচ্ছৃঙ্খল যুবক আলিমকে থানা পুলিশ হেফাজতে সোপর্দ করেন। গ্রামের মোড়ল জনাব জামিল বলেন, "একজন মুসলিম হিসেবে অপর মুসলিমদের জান মাল ও ইজ্জত রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। চেয়ারম্যান সাহেবের কাজটি সমর্থনযোগ্য নয়।"

ক. 'সহিফা-আস-সাদিকা' কী? ১

খ. "যাকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয় সমাজে তিনি সর্বোত্তম মানুষ।"— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আব্দুল হালিমের কর্মটি হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি জনাব জামিলের বক্তব্যটি সমর্থন কর? হাদিসের আলোকে তোমার অভিমত দাও। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সহিফা-আস-সাদিকা' হলো হাদিস বিষয়ক একটি প্রাচীন গ্রন্থ। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস এই গ্রন্থ সংকলন করেন। এটিকে হাদিসের প্রথম গ্রন্থ বলা হয়।

খ যাদের দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয় তারাই সমাজে সর্বোত্তম মানুষ। এটি রাসুল (স.)-এর সর্বোত্তম মানুষ সম্পর্কিত হাদিস। এর মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুসারী ব্যক্তিদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা তাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।

সমাজে আমরা বহু লোকের সাথে চলাফেরা করি। তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা চাল-চলন, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদে ইসলামের একান্ত অনুসারী। তারা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার যিকির ও প্রশংসায় লিপ্ত থাকেন। এরূপ লোকদের দেখলেই আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। মানুষের মধ্যে এরাই সর্বোত্তম মানুষ।

গ জনাব আব্দুল হালিমের কর্মটি পাঠ্যবইয়ের ৪নং হাদিসে উল্লিখিত বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত।

বৃক্ষরোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে জনাব আব্দুল হালিম সরকারি রাস্তার দু'পাশে এক হাজার আম ও দু'হাজার মেহগনি বৃক্ষ রোপণ করেন। এতে মূলত তিনি মহানবি (সা.)-এর হাদিসের উপর আমল করেছেন। তার এ কাজটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। ফলে তিনি নিজের অজান্তেই অনেক সাওয়াব লাভ করবেন। যেমন মহানবি (সা.) বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ۔

অর্থাৎ, 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, হাদিসের আলোকে জনাব আব্দুল হালিমের কাজটি সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ না, আমি জনাব জামিলের বক্তব্যটি সমর্থন করি না। কেননা চেয়ারম্যান জনাব সেলিমের কাজটি যথার্থ হয়েছে। হাদিসের আলোকে আমার অভিমত উপস্থাপিত হলো–

উদ্দীপকে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব সেলিম এলাকার উচ্ছৃঙ্খল যুবক আলিমকে থানা পুলিশ হেফাজতে সোপর্দ করেন। গ্রামের মোড়ল জনাব জামিল বলেন, "একজন মুসলিম হিসেবে অপর মুসলিমের জান-মাল ও ইজ্জত রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। চেয়ারম্যান সাহেবের কাজটি সমর্থনযোগ্য নয়"। এখানে জনাব জামিলের মন্তব্যটি যথার্থ নয়। কেননা চেয়ারম্যান সেলিম সাহেব একজন উচ্ছৃঙ্খল যুবককে থানা-পুলিশ হেফাজতে সোপর্দ করেন। এসব উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিদ্বারা একটি সমাজ কলুষিত হয়। সবসময় ফ্যাতনা-ফাসাত লেগেই থাকে। এরা সমাজের অভিশাপ এবং সর্বদাই ঘৃণিত। সমাজে শান্তির জন্য আব্দুল আলিমের মতো যুবকদেরকে বা ব্যক্তিদেরকে ইসলাম শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে সমর্থন করে। কিন্তু যারা প্রকৃতপক্ষে দোষী বা অপরাধী নয় এমন একজন মুসলিমের জান-মাল ও ইজ্জত রক্ষা করা অপর মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য বা ইমানি দায়িত্ব। কেননা হাদিসে বলা হয়েছে– অর্থ : "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের উপর অত্যাচার করে না, তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করে না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।" (বুখারি ও মুসলিম)

অতএব, একজন সৎ ও নিরোপরাধ মুসলিম ব্যক্তি সমর্থনে হাদিসের এই ভাষ্য। অপরাধী ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়। আব্দুল আলিম যদি উচ্ছৃঙ্খল না হতো তাহলে গ্রামের মোড়ল জনাব জামিলের বক্তব্য সঠিক হতো। যেহেতু আব্দুল আলিম একজন উচ্ছৃঙ্খল যুবক সেহেতু তাকে থানা-পুলিশ হেফাজতে সোপর্দ করার সিদ্ধান্তটি সঠিক হয়েছে। তাই হাদিস অনুসারে জনাব জামিলের বক্তব্যটি আমি সমর্থন করি না।

প্রশ্ন ▶ ০৫ ডায়াগ্রামটি দেখে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও :

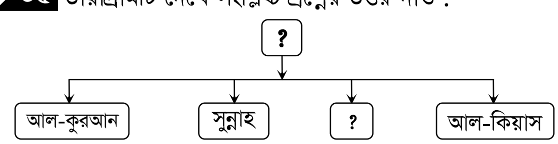

ক. 'নাযিরা তিলাওয়াত' কী? ১

খ. 'সিরাত অতিক্রম না করে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"—উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্রে প্রদর্শিত উপরের প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থানে প্রয়োগযোগ্য বিষয়টি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত নিচের প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থানের বিষয়টির কার্যকারিতা সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে জবাব দাও। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-কুরআন দেখে পড়াকে নাযিরা তিলাওয়াত বলা হয়।

খ সিরাত এর শাব্দিক অর্থ পথ, রাস্তা, পুল, সেতু ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের ভাষায় সিরাত হলো হাশরের ময়দান হতে জান্নাত পর্যন্ত জাহান্নামের উপর দিয়ে চলমান একটি উড়াল সেতু। (তিরমিযি)। এ সেতু পার হয়ে নেক আমলকারী বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আখিরাতে সকল মানুষকেই এ সেতুতে আরোহণ করে তা অতিক্রম করতে হবে। সিরাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" (সূরা মার্‌ইয়াম, আয়াত-৭১) অতএব, বুঝা গেল– "সিরাত অতিক্রম না করে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"– উক্তিটি যথার্থ।

গ চিত্রে প্রদর্শিত উপরের প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থানে প্রয়োগযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে শরিয়ত।

শরিয়ত শব্দের অর্থ পথ, রাস্তা; বিধি-বিধান ইত্যাদি। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) যেসব আদেশ-নিষেধ ও পথনির্দেশনা মানুষকে জীবন পরিচালনার জন্য প্রদান করেছেন তাকে শরিয়ত বলে। মানবজীবনে শরিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই শরিয়ত মেনে চললে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) খুশি হন। অন্যদিকে এটি অস্বীকার করা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (সা.)-কে অস্বীকার করার নামান্তর। এমনকি শরিয়তের এক অংশ পালন করা আর অন্য অংশ অস্বীকার করাও মারাত্মক পাপ। মানুষের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সকল কাজই শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত। শরিয়তের নির্দেশনার বাইরে কোনো কাজই নেই। তাই শরিয়তের কিছু অংশ স্বীকার করা আর কিছু অংশ অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। বরং তা কুফরের সমান ও মারাত্মক পাপ। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা।

ঘ চিত্রে প্রদর্শিত নিচের প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থানের বিষয়টি হচ্ছে ইজমা। যা মহানবি (সা.)-এর পরবর্তী সকল যুগেই গ্রহণযোগ্য। তবে তা কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত হওয়া আবশ্যক।

ইজমা আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ– একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে কোনো বিষয় বা কথায় ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলে। ইসলামি পরিভাষায় শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের পুণ্যবান মুজতাহিদদের (গবেষকগণের) ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। মহানবি (স.)-এর পরবর্তী সকল যুগেই ইজমা হতে পারে। তবে ইজমা কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত হওয়া আবশ্যক। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর পরবর্তী সময়ে খলিফাগণ নতুন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সর্বপ্রথম আল-কুরআনে এর সমাধান খুঁজতেন। তাতে খুঁজে না পেলে মহানবি (স.)-এর হাদিসের মাধ্যমে সমাধান করতেন। আর যদি হাদিসেও সে সমস্যার সুস্পষ্ট কোনো সমাধান না পেতেন তখন তাঁরা বিশিষ্ট সাহাবিগণের মতামত নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাধান দিতেন।

প্রশ্ন ▶ ০৬ দশ বছরের শিশুকন্যা নাসিবা তার মায়ের সাথে প্রতিদিন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি শারীরিক কর্ম সম্পাদন করে। তার বাবা জনাব আনিস তার সম্পদ হিসেব করে বছরান্তে মোট ত্রিশ লক্ষ টাকা থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়ে একটি দুধের গাভী কিনে দরিদ্র প্রতিবেশী জনাব ফারুককে দান করেন। ফলে তার সাংসারিক অভাব-অনটন দূর হয় এবং সে পরিবারের সকলকে নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করে।

ক. 'হাক্কুল্লাহ' কী? ১

খ. "মানব জীবনে অ-অকল্যাণ সাধিত হওয়া জ্ঞান অর্জন অবশ্যই বর্জনীয়।"– উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নাসিবার পালনকৃত ইবাদতটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর যে, জনাব আনিসের পালনকৃত ইবাদতটি মানব সমাজে বৈষম্য দূরীকরণে সহায়ক? ইসলামের আলোকে তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল্লাহ বলে।

খ "মানব জীবনে অ-কল্যাণ সাধিত হওয়া জ্ঞান অর্জন অবশ্যই বর্জনীয়"– উক্তিটি যথার্থ।

বর্জনীয় জ্ঞান হলো যে জ্ঞান মানুষের কোনো কল্যাণে আসে না, বরং যার দ্বারা ইহকাল ও পরকালে অকল্যাণ সাধিত হয়। যেমন– অনৈতিক জ্ঞান, চুরি, ডাকাতি, অন্যায়, জুলুম, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি। মূলত ইসলামের উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ করা। যেমন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন– "দ্বীন হলো কল্যাণ করা।" (মুসলিম) তাই যেসব ইলম মানবজীবনে কল্যাণ সাধন করে তা অর্জন করা এবং যেসব ইলম অ-কল্যাণ সাধন করে তা বর্জন করা অবশ্যই কর্তব্য।

গ নাসিবার পালনকৃত ইবাদতটি হচ্ছে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত সালাত। যা ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় ভিত্তি।

উদ্দীপকে দশ বছরের শিশুকন্যা নাসিবা তার মায়ের সাথে প্রতিদিন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি শারীরিক কর্ম সম্পাদন করে, যা সালাত হিসেবে গণ্য। ইসলামে এর গুরুত্ব অত্যাধিক। ইসলামের মূলভিত্তি ৫টি। সালাত তন্মধ্যে দ্বিতীয়। মহানবি (সা.) বলেন, সালাত দ্বীনের ভিত্তি। অন্যত্র তিনি বলেন, সালাত জান্নাতের চাবি। সালাত আদায় করতে গিয়ে বান্দা দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা হাসিল করে আল্লাহর সান্নিধ্যে যায়। এতে তার ইমান বৃদ্ধি পায়। কুফর ও ইমানের মাঝে সালাত পার্থক্য সৃষ্টি করে। কারণ যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে সে ইমানদার। আর যে নামাজ পরিত্যাগ করে তার ইমান নেই। ইমানহীন ব্যক্তি কাফির। মহানবি (সা.) বলেন, 'সালাত হলো ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী' (তিরমিযি)। সালাত মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে' (সূরা আল-আনকাবূত : আয়াত-৪৫)। সালাতের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন পাঁচবার একত্রে সালাত আদায় করার ফলে মুসলমানদের মধ্যে হৃদ্যতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মুসলমানদের জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক।

ঘ হ্যাঁ; আমি মনে করি যে, জনাব আনিসের পালনকৃত ইবাদতটি মানব সমাজে বৈষম্য দূরীকরণে সহায়ক। জনাব আনিসের পালনকৃত ইবাদতটি হচ্ছে জাকাত। যা সমাজে বৈষম্য দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

ইসলামের চতুর্থ মৌলিক ইবাদত হলো জাকাত। শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে জাকাত

বলে। জাকাত শুধু ধনী মুসলমানের উপর আদায় করা ফরজ। উদ্দীপকে যাকাতের আর্থিক গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিতসহ এর সুফলের দিক তুলে ধরা হয়েছে। জাকাত সামাজিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি সমাজের মানুষের মধ্যকার সম্পদের বৈষম্য দূর করে। সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। জাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি। জাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ফলে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। সম্পদের ভারসাম্য বজায় থাকে। ধনী-গরিব বৈষম্য দূর হয়। জাকাতব্যবস্থার ফলে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়ে দরিদ্র লোকদের হাতে যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ, যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশীলদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। (সূরা আল-হাশর : আয়াত-৭)

সুতরাং বলা যায়, জাকাত প্রদান করা দরিদ্রের প্রতি ধনী লোকের কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়; বরং জাকাত হলো দরিদ্র লোকের প্রাপ্য অধিকার। অতএব প্রত্যেক সম্পদশালী মুসলিম ব্যক্তির উচিত স্বেচ্ছায় জাকাত প্রদান করা এবং অসহায় লোকদের অভাব মোচনে ভূমিকা রাখা।

প্রশ্ন ▶ ০৭ জনাব আকন্দ সাদা চাদর পড়ে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে গিয়ে এক বিশাল প্রান্তরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসলিমদের সাথে একই ধ্বনী উচ্চারণ করেন। তার সহকর্মী জনাব চৌধুরী মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে দীর্ঘ একমাস দিনে অভুক্ত থাকেন। একদা এক ক্ষুধার্ত ভিক্ষুককে একটি হোটেলে নিয়ে ইলিশ মাছ ও গরুর মাংস দিয়ে তৃপ্তিসহকারে ভাত খাওয়ান।

ক. 'ইলম' কী? ১

খ. "প্রকৃত মানুষ হতে হলে প্রকৃত জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত হতে হয়।"– উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আকন্দের পালনকৃত ইবাদতটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামাজিক সহানুভূতি সৃষ্টিতে জনাব চৌধুরীর ইবাদতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করাই হলো ইলম।

খ ইসলামি শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। যা দ্বারা মানুষ প্রকৃত জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত হতে পারে। এ জ্ঞান অর্জনের ফলে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে এবং অজ্ঞতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে একজন পরিপূর্ণ ও প্রকৃত মানুষ গড়ে উঠে।

শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি মানুষের শরীর, মন ও আত্মার সমন্বিত বিকাশ। শিক্ষা মানবহৃদয়কে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে। শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ সৎ, চরিত্রবান, খোদাভীরু, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। অতএব, উক্তিটি যথার্থ।

গ জনাব আকন্দের পালনকৃত ইবাদতটি হচ্ছে হজ। যা ইসলামের অন্যতম একটি স্তম্ভ।

হজ এর আভিধানিক অর্থ হলো– সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। ইসলামের পরিভাষায়– আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে। জনাব আকন্দের পালনকৃত ইবাদতটি এ গুরুত্ববহ ইবাদতটির প্রতি ইঙ্গিত করে।

উদ্দীপকে জনাব আকন্দ সাদা কাপড় পড়ে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে গিয়ে এক বিশাল প্রান্তরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসলিমদের সাথে একই ধ্বনি উচ্চারণ করেন। এ কাজটি মূলত হজের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, 'মানুষের মধ্যে যার আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে, তার উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই ঘরের হজ করা অবশ্য কর্তব্য' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৯৭)। অন্যত্র তিনি এরশাদ করেন, 'একমাত্র আল্লাহর জন্য হজ ও উমরাহ পরিপূর্ণভাবে আঞ্জাম দাও' (সূরা আল বাকারা : আয়াত-১৯৬)। রাসুল (সা.) বলেন, 'যার উপর হজ ফরজ হয়েছে অথচ সে যদি হজ না করে, তবে আমি বলতে পারি না সে ইসলামের আদর্শের উপর মৃত্যুবরণ করল কি না' (বুখারি)। মহানবি (সা.) আরও বলেন, 'আল্লাহ যাকে হজ পালনের সামর্থ্য দিয়েছেন, যদি সে হজ না করে ওই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আগুনে পতিত হবে।'

সুতরাং বলা যায়, হজ একটি ফরজ ইবাদত। হজ অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যাবে। তাই সামর্থ্যবান সকল মুসলিমেরই জনাব আকন্দ সাহেবের ন্যায় যথাযথভাবে হজ পালন করা আবশ্যক।

ঘ জনাব চৌধুরীর পালনকৃত ইবাদতটি হচ্ছে সাওম। যা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। সামাজিক সহানুভূতি সৃষ্টিতে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

সাওম শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা।

ইসলামি পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা হলো সাওম। এটি ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত। জনাব চৌধুরীর কাজে এ ইবাদতটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে জনাব চৌধুরী মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে দীর্ঘ একমাস দিনে অভুক্ত থাকেন। এ কাজের মাধ্যমে তিনি সাওম পালন করেছেন। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পানাহার থেকে বিরত থেকেছেন। আর মানব সমাজে সাওমের সামাজিক শিক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সিয়াম সাধনার ফলে সমাজের লোকদের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। সাওম পালন করে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকার ফলে, সে অন্য আরেকজন অনাহারীর ক্ষুধার জ্বালা সহজে বুঝতে পারে। ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা যে কীরূপ পীড়াদায়ক হতে পারে তা সে উপলব্ধি করতে পারে। এতে অসহায় নিরন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত হয়। রাসুল (সা.) বলেন, 'এ মাস সহানুভূতির মাস।' (ইবনে খুযায়মা)

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সমাজের অসহায় ও দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও সহমর্মিতা সৃষ্টিতে সাওমের গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▸ ০৮ দশম শ্রেণির ছাত্র রহমত তার সহপাঠী বন্ধুর নিকট থেকে একটি অক্সফোর্ড ডিকশনারি ধার নিয়ে কথামত এক সপ্তাহ পরে ফেরত দেয়। তার অন্য আরেক বন্ধু আজমতের নিকট সে পঞ্চাশ টাকা ধার চাইলে পকেটে দুইটি পঞ্চাশ টাকার নোট থাকা সত্ত্বেও সে টাকা নাই বলে জানায়। বিষয়টি তার পিতার নজরে এলে তিনি বলেন, "নিজকে সংশোধন কর। মানসিক প্রশান্তি ও বিকাশ সাধনে অন্তরাত্মাকে নির্মল ও পবিত্র রাখতে হবে।"

ক. 'শালীনতা' বলতে কী বুঝায়? ১

খ. "জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।"– উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রহমতের চরিত্রে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আজমতের চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্যের অভাব পরিলক্ষিত হয় তা চিহ্নিতপূর্বক তার পিতার মন্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলে।

খ প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা বিশ্বভ্রাতৃত্বের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বের সব মানুষ পরস্পর ভাই ভাই। এতে দেশ, জাতি, ভাষা ও বর্ণের কোনো পার্থক্য নেই। এ ভ্রাতৃত্ব হলো মানুষের মৌলিক ভ্রাতৃত্ব। সৃষ্টিগতভাবে মানুষ এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। মহানবি (স.) বলেছেন, 'সব মানুষই আদম (আ.)-এর বংশধর আর আদম (আ.) মাটি থেকে সৃষ্ট' (তিরমিযি)। এ হিসেবে সব মানুষই একই বংশের, একই মর্যাদার ও পরস্পর ভাই ভাই।

গ রহমতের চরিত্রে আখলাকে হামিদার ওয়াদা পালন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।

ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে। যা দশম শ্রেণির ছাত্র রহমতের চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে সবাই তাকে ভালোবাসে। তার প্রতি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে। সমাজে সে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন– يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-১)। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে' (সূরা বনি ইসরাইল : আয়াত-৩৪)। হাশরের ময়দানে প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ওয়াদা পালন করে না, আখিরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে। এই ভয়েই রহমত কারও কাছে কোনো কথা দিলে তা পূর্ণ করার চেষ্টা করে। সে এটাকে দ্বীনের অংশ মনে করে। কারণ যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন ও দ্বীনদার হতে পারে না। একটি হাদিসে মহানবি (সা.) বলেন– لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন নেই'। (মুসনাদে আহমাদ)

উদ্দীপকে দেখা যায়, দশম শ্রেণির ছাত্র রহমত তার সহপাঠী বন্ধুর নিকট থেকে একটি অক্সফোর্ড ডিকশনারী ধার নিয়ে কথামতো এক সপ্তাহ পরে ফেরত দেয়। এটি ওয়াদা পালন এর অন্তর্ভুক্ত। যা নিঃসন্দেহে একটি ভালো গুণ।

ঘ আজমতের চরিত্রে সততা নামক বৈশিষ্ট্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। মানব জীবনে যার গুরুত্ব অত্যধিক।

সৎভাবে জীবনযাপন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সত্যবাদিতা এই কঠিন কাজই সহজ করে দেয়।

সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ। কথাবার্তা, কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণে সত্যবাদিতা ও সততা অবলম্বন করলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ـ

অর্থাৎ, হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সঠিক কথা বলো। (সূরা আল-আহযাব : আয়াত-৭০)

যে সবসময়ে সত্য কথা বলে সে পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে না। কোনো খারাপ কাজ করলে যদি লোকে জিজ্ঞাসা করে তাহলে সে মিথ্যা বলতে পারবে না। তখন তাকে লজ্জিত ও শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই ভাবনা তাকে সব পাপ কাজ থেকে দূরে রাখে।

সত্যবাদিতার বিপরীত হলো মিথ্যা বলা। মিথ্যা বলার প্রভাব ও পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

উদ্দীপকে রহমতের বন্ধু আজমত মিথ্যা কথা বলেছে। তাই তার বাবা যথার্থই বলেছেন– "নিজেকে সংশোধন করো। মানসিক প্রশান্তি ও বিকাশ সাধনে অন্তরাত্মাকে নির্মল ও পবিত্র রাখতে হবে"।

কেননা, এ আচরণটি মানুষের জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে।' মানসিক প্রশান্তির বিকাশ সাধনে এবং অন্তরাত্মাকে নির্মল ও পবিত্র রাখতে সত্যের বিকল্প নেই। অতএব, আজমতের বাবার মন্তব্য যথার্থ।

পরিশেষে বলা যায়, মিথ্যা বলা মহাপাপ। এটি সব পাপের মূল বা জননী। বলা হয়– اَلصِّدْقُ يُنْجِىْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ অর্থাৎ, সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে।

প্রশ্ন ▸ ০৯ আটিপাড়া গ্রামের উচ্চশিক্ষিত যুবক সালাহ উদ্দিন আপ্রাণ চেষ্টা করেও কোনো চাকরি না পেয়ে বেকার জীবন অতিবাহিত করছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার তাকে ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। কিন্তু সে এ কাজটি ছোট মনে করে বলে, "আমি কর্মহীন জীবন কাটাব তবু এ কাজ করব না।" অপরদিকে, তার সহপাঠী জামাল উদ্দিন মাত্র পাঁচ বছর বাংলাদেশ কর কমিশনে নিম্ন বেতনে চাকরি করে অনেক কালো টাকার মালিক হয়েছে। এলাকার এক বেকার যুবককে দশ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে সে বছরান্তে নিয়মিতভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে আদায় করছে। মাওলানা আযাদ বলেন, "জামাল উদ্দিন জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত করছে। তার উপার্জিত সব অর্থই অবৈধ।"

ক. 'ফিতনা-ফাসাদ' কী? ১

খ. "প্রতারণাকারী মহানবী (স.) এর দলভুক্ত নয়।"–উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সালাহ উদ্দিনের উক্তিতে আখলাকে যামিমার কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জামাল উদ্দিন সম্বন্ধে মাওলানা আযাদের মন্তব্য কতটুকু যথার্থ বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে জবাব দাও। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফিতনা-ফাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টিকে বোঝায়।

খ প্রতারণা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি মিথ্যাচারের শামিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা মিথ্যা অপেক্ষাও জঘন্য। কেননা প্রতারণা করার দ্বারা দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। সুতরাং সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে প্রকৃত মুমিন নয়।

রাসুলুল্লাহ (স.) অন্য হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا অর্থ " "যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (তিরমিযি)

ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-ব্যবহার ও আর্থ-সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে কোনো অবস্থাতেই প্রতারণা জায়েজ নয়।

গ সালাহ উদ্দিনের উক্তিতে আখলাকে যামিমার কর্মবিমুখতার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজ না করে অলস বা বেকার বসে থাকাকে কর্মবিমুখতা বলে। কর্মবিমুখতা একটি জাতির জন্য দুর্ভোগ ও কলঙ্কস্বরূপ। এ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাটিই উচ্চশিক্ষিত যুবক সালাহউদ্দিনের মধ্যে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আটিপাড়া গ্রামের উচ্চশিক্ষিত যুবক সালাহ উদ্দিন আপ্রাণ চেষ্টা করেও কোনো চাকরি না পেয়ে বেকার জীবন অতিবাহিত করছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার তাকে ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। কিন্তু সে এ কাজটি ছোট মনে করে বলে, "আমি কর্মহীন জীবন কাটাব তবু এ কাজ করব না"। আমরা জানি, যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অলসতা বা অন্য যেকোনো কারণে স্বেচ্ছায় কোনো কাজ না করে বসে থাকা হলো কর্মবিমুখতা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সালাহ উদ্দিনের কাজটি কর্মবিমুখতার আওতাভুক্ত এবং ইসলামে এর কোনো সুযোগ নেই। ইসলামে মানুষকে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর' (সূরা আল-জুমুআ : আয়াত-১০)। হাদিসে হালাল জীবিকা অর্জনকে ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হয়, উচ্চশিক্ষিত যুবক সালাহউদ্দিনের কাজ অর্থাৎ কর্মবিমুখতা ইসলামে সমর্থনযোগ্য নয়।

ঘ জামাল উদ্দিন সম্বন্ধে মাওলানা আজাদের মন্তব্য নিঃসন্দেহে যথার্থ। কেননা সে অতি উচ্চহারে সুদ গ্রহণ করেছে।

ঋণের মূল পরিমাণের ওপর অতিরিক্ত আদায় করাকে রিবা বা সুদ বলে। এ সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেন, 'যে ঋণ কোনো লাভ নিয়ে আসে তাই রিবা (সুদ)।' (জামি সগির) উদ্দীপকে জামালউদ্দিনের কার্যক্রমে এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে জামাল উদ্দিন মাত্র পাঁচ বছর বাংলাদেশ কর কমিশনে নিম্ন বেতনে চাকরি করে অনেক কালো টাকার মালিক হয়েছে। এলাকার এক বেকার যুবককে দশ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে সে বছরান্তে নিয়মিতভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে আদায় করছে। যা সুদ হিসেবে বিবেচিত। সুদ অত্যন্ত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধ। এর কুফল ও অপকারিতা অত্যন্ত ভয়াবহ। সুদ মানবসমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। ধনী আরও ধনী হয়। গরিব আরও গরিব হয়। ফলে সমাজের মধ্যে শ্রেণিভেদ গড়ে উঠে। পারস্পরিক মায়া-মমতা, ভালোবাসা ও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুদের কারণে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। লোকেরা বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না; বরং সম্পদ অনুৎপাদনশীলভাবে সুদি কারবারে লাগায়। ফলে দেশের বিনিয়োগ কমে যায়, জাতীয় উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।

আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সুদ ও ঘুষের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। ধর্মীয় দিক থেকেও এর কুফল অত্যন্ত ব্যাপক। সুদ-ঘুষের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম বা অবৈধ। আর হারাম কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। যার শরীর হারাম খাদ্যে গঠিত, যার পোশাক পরিচ্ছদ হারাম টাকায় অর্জিত এরূপ ব্যক্তির কোনো ইবাদত কবুল হয় না, এমনকি তার কোনো দোয়াও আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারী যেমন মানুষের নিকট ঘৃণিত তেমনি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর নিকটও ঘৃণিত। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীকে অভিসম্পাত করেন, লানত দেন।

সুতরাং বলা যায়, সুদ জঘন্যতম সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ। এটি জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দারুণভাবে ব্যহত করে। অতএব, মাওলানা আজাদের মন্তব্য যথার্থ। এ সুদ থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ১০ মোড়াকাঠী গ্রামের সজল পাঁচ বছর কানাডা প্রবাস জীবন কাটিয়ে এসে এখন শরীরে হাফ প্যান্ট ও মাথায় ক্রিকেট ক্যাপ পড়ে এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। একদা এক স্কুল পড়ুয়া মেয়েকে দেখে শীষ দিলে গ্রামের মোড়ল তাকে কানে ধরে উঠ-বস করায়। পক্ষান্তরে তার বন্ধু ফজল লোকাল বাসে বরিশাল যাবার সময় এক বৃদ্ধা মহিলাকে নিজের আসন ছেড়ে দেয়। বিষয় জানতে পেরে তার পিতা বলেন, "মনে রাখবে নারীদের মর্যাদা পুরুষের চেয়ে বেশি। তাদের সাথে সর্বদা সম্মানজনক আচরণ করবে।"

ক. 'খিয়ানত' কী? ১

খ. 'হিংসা কীভাবে মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে'? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সজলের আচরণে আখলাকে যামিমার কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ফজল সম্বন্ধে তার পিতার উপদেশের বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ১১ **দৃশ্যপট-১ :** দুবলার চর এলাকার নিরক্ষর লোকেরা কারণে-অকারণে নারী নির্যাতন করে। সন্ধ্যার পরে তারা জুয়ার আসর ও চোলাই মদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

দৃশ্যপট-২ : আমতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একজন জনদরদী লোক। স্বাধীনতা যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি বিশেষ খেতাব লাভ করেন। বেতন-ভাতায় সংসার না চলায় তিনি হাঁস -মুরগি ও মৎস্য খামার গড়ে তুলেছেন। বাসায় কোনো কাজের লোক না থাকায় তার স্ত্রী সংসারের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে সম্পাদন করেন।

ক. 'আল-কানুন ফিত-তিব্ব' কী? ১

খ. "বর্তমান বিশ্বের জাতিসংঘ মহানবি (স.)-এর হিলফুল ফুযুলের নিকট অনেকাংশে ঋণী"—উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যপট-১ এর চিত্রটি তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন সমাজ ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যপট-২ এ প্রস্ফুটিত সিরাজ চেয়ারম্যানের চরিত্রে কোন খলিফার আদর্শ ফুটে উঠেছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আল-কানুন ফিত-তিব্ব'– হচ্ছে ইবনে সিনা রচিত চিকিৎসাবিষয়ক একটি অমর গ্রন্থ। যাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলা হয়।

খ হিলফুল ফুযুলের উদ্দেশ্য ছিল আর্তের সেবা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে গোত্রে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখা। বর্তমান আধুনিক বিশ্বের জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শান্তিসংঘ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐ হিলফুল ফুযুলের কাছে অনেকাংশে ঋণী। তারাও হিলফুল ফুযুলের মতো যুদ্ধ বন্ধ করে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট।

গ দৃশ্যপট-১ এর চিত্রটি আমার পাঠ্যবইয়ের আইয়্যামে জাহেলিয়া যুগের সমাজ ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ছিল। তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে সভ্য সমাজের কোনো মিল ছিল না। বলা যায়, সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। মানুষের জানমাল, ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। নরহত্যা, রাহাজানি, খুন-খারাবি, ডাকাতি, মারামারি, কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, জুয়াখেলা, মদপান, সুদ, ব্যভিচার ছিল তখনকার প্রচলিত ব্যাপার। তৎকালীন সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। তাদেরকে সামাজিক জীব মনে করা হতো না; বরং দাসী হিসেবে বিক্রি করা হতো, ভোগবিলাসের বস্তু মনে করা হতো। তারা গোত্রে গোত্রে বিভক্ত ছিল এবং যাযাবর জীবনযাপন করত। এক কথায়, তাদের সামাজিক অবস্থা ছিল বর্বরতায় পরিপূর্ণ।

উদ্দীপকে দুবলার চর এলাকার নিরক্ষর লোকেরা কারণে-অকারণে নারী নির্যাতন করে। সন্ধ্যার পর তারা জুয়ার আসর ও চোলাই মদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যা জাহেলি যুগের সমাজ ব্যবস্থার নামান্তর।

পরিশেষে বলা যায়, দুবলার চর এলাকার মানুষের অবস্থা প্রাক-ইসলামি যুগের আরবের সমাজব্যবস্থার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ দৃশ্যপট-২ এ প্রস্ফুটিত সিরাজ চেয়ারম্যানের চরিত্রে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলি (রা.)-এর আদর্শ ফুটে উঠেছে।

হযরত আলি (রা.) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তিনি মহানবি (সা.)-এর চাচা আবু তালিবের পুত্র তথা চাচাতো ভাই এবং জামাতা ছিলেন। তিনি খলিফা হয়েও অত্যন্ত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন এবং পারিবারিক যাবতীয় কাজকর্ম নিজ হাতে করতেন। উদ্দীপকে আমতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের মধ্যেও এই গুণগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আমতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একজন জনদরদী লোক। স্বাধীনতা যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি বিশেষ খেতাব লাভ করেন। বেতন-ভাতায় সংসার না চলায় তিনি হাঁস-মুরগি ও মৎস্য খামার গড়ে তুলেছেন। বাসায় কোনো কাজের লোক না থাকায় তার স্ত্রী সংসারের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে সম্পাদন করেন। তার এরূপ জীবনযাপনের সাথে খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর সাথে মিল রয়েছে। হযরত আলি (রা.) খলিফা হওয়ার পরও অনাড়ম্বর ও সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন। কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বাসায় কোনো কাজের লোক ছিল না। তাঁর স্ত্রী রাসুল (সা.)-এর আদরের কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) নিজ হাতে জাঁতা পিষে গম গুঁড়ো করতেন এবং রুটি তৈরি করতেন। মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েও তিনি বাসায় কাজের লোক রাখেননি।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আমতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডে হজরত আলি (রা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

রাজশাহী বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 1 1**

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **শরিয়তের অকাট্য দলিল কোনটি?**
ক আল-কুরআন খ আস-সুন্নাহ গ আল-ইজমা ঘ আল-কিয়াস

২. **আল্লাহ তায়ালা কাকে মিথ্যাবাদি বলেছেন?**
ক কাফির খ মুশরিক গ মুনাফিক ঘ ফাসিক

৩. **ইসলামের দ্বিতীয় রুকন কোনটি?**
ক সালাত খ সাওম গ হজ ঘ জাকাত

৪. **"কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়" কোন সূরার আয়াত?**
ক আল-বাকারা খ আল-ইখলাস গ আদ্-দুহা ঘ আশ-শূরা

৫. **মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য হলো–**
i. এতে শিরক-কুফর সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে
ii. ফরজ ও ওয়াজিব সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ আছে
iii. এগুলো আকারে ছোট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. **নিচের কোনটি হজের ফরজ?**
ক তাওয়াফে কুদুম খ তাওয়াফে যিয়ারত
গ তাওয়াফে সুদুর ঘ তাওয়াফে বিদা

৭. **কোনটিকে সকল সৎগুণের মূল বলা হয়?**
ক ইমান খ তাওহিদ গ তাকওয়া ঘ সত্যবাদিতা

৮. **জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কে?**
ক আল্লাহ তায়ালা খ হযরত মুহাম্মদ (স.)
গ হযরত আবু বকর (রা.) ঘ হযরত ওমর (রা.)

৯. **তিলাওয়াত অর্থ হল–**
i. পাঠ করা
ii. আবৃত্তি করা
iii. অনুসরণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. **ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি কোনটি?**
ক ইমান খ সালাত গ সাওম ঘ জাকাত

১১. **কোন কারণে কবরে সবচেয়ে বেশি শাস্তি হবে?**
ক মিথ্যা বলা খ প্রস্রাব করে পবিত্র না হওয়া
গ নামাজ ত্যাগ করা ঘ সুদ খাওয়া

১২. **মহানবী (স.) কোনটিকে ইবাদত বলেছেন?**
ক স্বদেশপ্রেম খ মিতব্যয় গ শালীনতা ঘ সত্যবাদিতা

১৩. **কীসের দ্বারা সকল অন্যায়-অপকর্মের দরজা খুলে যায়?**
ক হিংসা খ গিবত
গ প্রতারণা ঘ ফিতনা-ফাসাদ

১৪. **হিংসুক ব্যক্তি–**
i. অন্যকে ঘৃণা করে
ii. অন্যের ক্ষতি কামনা করে
iii. নিজেকে বড় মনে করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. **কোন্ সময় থেকে মহানবি (স.) এর মাঝে ইনসাফের লক্ষণ দেখা যায়?**
ক শৈশব খ কৈশোর
গ যৌবন ঘ নবুয়তের পর

১৬. **যে হাদিসের সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে কী হাদিস বলে?**
ক মারফু খ মাকতু গ মাওকুফ ঘ কাওলি

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ থেকে ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
নাছিমার বাবা আজ সকালে পবিত্র কুরআনের একটি সূরা পড়েছিল। সূরার একটি আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন– "নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে"।

১৭. **নাছিমার বাবা পবিত্র কুরআনের কোন সূরা পড়ছিলেন?**
ক আদ-দুহা খ আল-ইনশিরাহ গ আত-তীন ঘ আশ-শামস

১৮. **এই সূরার শিক্ষা হল–**
i. দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া যাবে না
ii. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সম্মান-মর্যাদা দান করেন
iii. আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. **সর্বোত্তম মানুষ হলো সেই ব্যক্তি–**
ক যে নিয়মিত সালাত আদায় করে
খ যে সঠিকভাবে হজ পালন করে
গ যে আল্লাহর পথে জিহাদ করে
ঘ যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়

২০. **"দারুল আরকাম" কি ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল?**
ক রাজনৈতিক খ সামাজিক গ শিক্ষামূলক ঘ অর্থনৈতিক

২১. **কোনটি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ?**
ক কুফর খ নিফাক গ ফিতনা ঘ শিরক

২২. **শাফায়াত শব্দের অর্থ কী?**
ক মহা সমাবেশ খ মহাপ্রলয় গ অনুরোধ করা ঘ উদ্যান

২৩. **আল-মাসুদি ছিলেন একজন–**
i. ঐতিহাসিক
ii. জ্যোতির্বিদ
iii. ভূগোলবেত্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. **কীসে মানুষের আত্মসম্মানবোধ লোপ পায়?**
ক হিংসা খ কর্মবিমুখতা গ গিবত ঘ প্রতারণা

২৫. **"আমাকে শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করা হয়েছে।"– ইহা কোন গ্রন্থের হাদিস?**
ক বুখারী খ মুসলিম
গ ইবনে মাজাহ ঘ মুসনাদে আহমদ

২৬. **রোজা মানুষকে কী হতে বিরত রাখে–**
i. কাম-ক্রোধ
ii. লোভ-লালসা
iii. পাপাচার ও অনাচার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. **'মিসকিন' অর্থ হল–**
ক নিঃস্ব খ উদাসীন গ অনাথ ঘ অসহায়

২৮. **হযরত আলীর (রা.) ডাক নাম ছিল–**
ক আসাদুল্লাহ খ যুলফিকার
গ আবু তোরাব ঘ আবু আব্দুল্লাহ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ থেকে ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
"রফিক ১০ম শ্রেণিতে পড়ে। সে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ, আনুগত্য ও ইবাদত ব্যতীত খারাপ কথা ও কাজ থেকে সর্বদা নিজের অন্তরকে পবিত্র রাখে।"

২৯. **রফিকের আচরণে আখলাকের কোন বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে?**
ক তাকওয়া খ আত্মশুদ্ধি গ মিতব্যয়িতা ঘ সত্যবাদিতা

৩০. **এই কাজের ফলে রফিক–**
i. সকলের শ্রদ্ধা লাভ করবে
ii. পরকালে মুক্তি লাভ করবে
iii. সমাজের নেতৃত্ব লাভ করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। সাদিক ও হাবিব দু'বন্ধু। তারা দু'জনে সিলেট ভ্রমণে গেল। হাবিব শাহজালাল (র.) এর মাজারে গিয়ে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দোয়া-দরুদ পাঠ করল। এরপর মোনাজাতে বলল, "হে আমার রব তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।" তুমি আমার একমাত্র প্রভু। অপরদিকে তার বন্ধু সাদিক বলে, "হে আল্লাহর ওলি! আমাকে সরকারী মেডিকেলে চান্স পাইয়ে দাও। তোমার অনেক ক্ষমতা।

ক. ইসলাম কী? ১
খ. ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
গ. হাবিবের কর্মকাণ্ডে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সাদিকের কর্মকাণ্ড আকাইদের আলোকে চিহ্নিতপূর্বক তার পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

২। মি. রফিক একজন বয়স্ক মানুষ। লিবাসে এবং কথায় খাঁটি মুমিন এর ভাব দেখায়। কিন্তু কথার সাথে কাজের মিল নেই। অন্যের সম্পদ তার নিকট সুরক্ষিত নয়। অপরদিকে মি. রহিম মনে করেন যে, মুমিনপুর গ্রামের পীর মি. 'ক' যামানার পথ প্রদর্শক। তিনি শেষ যামানার সংবাদ বাহক। তার মতো আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি দুনিয়াতে আর আসবে না।

ক. রিসালাত কী? ১
খ. "তকদীরে বিশ্বাস জরুরি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. রফিকের কাজের মাধ্যমে কোন্ বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. রহিমের ধারণা আকাইদের কোন বিষয়ের পরিপন্থি তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। মোর্শেদ সাহেব একজন স্বল্প বেতনের চাকুরীজীবী। তার একমাত্র সন্তান সাহেদ হার্টের রোগে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার জন্য আত্মীয় স্বজনের কাছে সাহায্যের হাত বাড়ান। তাতে ব্যর্থ হলে মোর্শেদ সাহেব হতাশ হয়ে পড়েন। তার স্ত্রী নার্গিস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া যাবে না। নার্গিস বেগম চিড়িয়াখানায় চাকুরী করেন। মানব সেবার পাশাপাশি তিনি জীবজন্তুকে ভালবাসেন। একদিন তিনি অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পথে একটি আহত পাখি দেখতে পান। পাখিটিকে বাড়ীতে নিয়ে এসে স্বযত্নে সুস্থ করে তোলেন। নার্গিস বেগমের বাবা রিফাত সাহেব তার কাজের প্রশংসা করে বলেন "তুমি আল্লাহর ভালবাসা লাভ করবে।"

ক. হাদিসে কুদসি কী? ১
খ. ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মোর্শেদ সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নার্গিস বেগমের কাজটি হাদিসের আলোকে চিহ্নিত করে তার সম্পর্কে বাবা রিফাত সাহেবের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। জনাব সাকিব একজন ধার্মিক ও ধনী ব্যক্তি। ইসলামের বিধিবিধান পালনের পাশাপাশি তিনি প্রচুর দান খয়রাত করেন। তার বাড়িতে ইয়াতিম ও ভিক্ষুক আসলে তিনি তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করেন এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। সাকিবের ভাই রজব আলী তার বাড়ীর সামনের রাস্তার দুইপাশে ও স্কুল আজিনায় কিছুসংখ্যক ফলদ, বনজ ও ঔষধী গাছ রোপণ করেন। তা জেনে শরীফ স্যার তাকে মহানবি (সা.) এর একটি হাদিস শুনিয়ে উৎসাহ দান করেন এবং বলেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও পরিবেশ রক্ষায় এ ধরনের মহৎ কাজ প্রশংসনীয়।

ক. লাওহে মাহফুজ কী? ১
খ. হারাম বর্জনীয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব সাকিবের কর্মকাণ্ডে কোন সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রজব আলীর কাজটি চিহ্নিত করে শরীফ স্যারের বক্তব্যটি সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। রুবিনা খাতুন একজন স্কুল শিক্ষিকা। তার ব্যাংকে দুই লক্ষ টাকা এবং ছয় লক্ষ টাকার স্বর্ণের অলংকার আছে। বছর শেষে তিনি অসহায় গরিবদের মাঝে ১৫ হাজার টাকা বিতরণ করেন। অপরদিকে রুবিনার ছেলে রাশেদ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে কিন্তু কষ্টকর ভেবে এমন একটি ফরজ ইবাদত পালনে অবহেলা করে যেটা রমজান মাসের সাথে সম্পৃক্ত। বিষয়টি জানতে পেরে তার বাবা বলেন, এ মাসের ইবাদত পালন করা অত্যাবশ্যক। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়।

ক. ইজমা কী? ১
খ. হাক্কুল ইবাদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রুবিনা খাতুন এর ইবাদতটি কি সঠিক হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাশেদের অবহেলা করা ইবাদতটি চিহ্নিত করে তার বাবার বক্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। আরাফাত ও সাজু দুই বন্ধু। সাজু গার্মেন্টসে চাকুরী করে। তাদের আলোচনার একপর্যায়ে সাজু আরাফাতকে বলে, আমাদের গার্মেন্টসে অনেক গন্ডগোল হচ্ছে। আমি ৩ মাস বেতন পাইনি। গার্মেন্টস এর মালিক জনাব 'ক' সাহেব শ্রমিকদের পাওনা প্রদানে প্রায়ই গড়িমসি করেন। এতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। অপরদিকে আরাফাত ও তার স্ত্রী ফাতেমা যৌথভাবে একটি কারখানা পরিচালনা করেন। তাদের কারখানায় মহিলা শ্রমিকদের জন্য আলাদা মহিলা কর্মকর্তা ও পরিবেশ বিরাজমান। নেই কোনো শ্রমিক অসন্তোষ। ইহা শুনে জনাব সাজু বলেন, আসলে ইসলাম নারীকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছে।

ক. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কী? ১
খ. "মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'ক' সাহেবের আচরণে কার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আরাফাত ও তার স্ত্রী ফাতেমার উদ্যোগটি চিহ্নিত করে জনাব সাজুর বক্তব্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। আরমান দশম শ্রেণির ছাত্র। শিক্ষা সফরে এক মিউজিয়ামের গেটম্যানের নিকট ব্যাগটি রাখতে গিয়ে ভিতরে গেল। ফিরে এসে ব্যাগটি নিয়ে দেখলো তাতে টাকা নেই। গেটম্যানকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, টাকার ব্যাপারে কিছু জানিনা। অন্যদিকে আরমানের বাবা ইউছুফ স্বপরিবারে বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আরমান বিনয়ের সাথে তার বাবাকে জানায় জন্মভূমি ছেড়ে সে অন্য দেশে যেতে চায় না। আরমানের মা জানায় আমিও তোমার সাথে একমত। আমিও বিদেশে যেতে চাই না।

ক. আখলাক কী? ১
খ. "নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. গেটম্যান এর কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন গুণটির অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আরমানের সিদ্ধান্তটি কি যৌক্তিক? তার মায়ের মন্তব্যের যথার্থতাসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। রায়হান একজন সৎ ব্যবসায়ী। তার সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকে। রায়হানের স্ত্রী মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে অতিরিক্ত আয়ের জন্য তাকে মিথ্যা বলতে, ওজনে কম দিতে এবং দ্রব্যে ভেজাল মেশাতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু রায়হান তাকে বুঝিয়ে বলে, মানুষকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। অপরদিকে শরিফুল বিদেশ থেকে গ্রামের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে বন্যা কবলিত মানুষের দুর্দশা দেখে ব্যথিত হন। তিনি উক্ত এলাকার একটি দরিদ্র পরিবারকে তার বাড়ীতে নিয়ে এসে আশ্রয় দেন এবং তাদেরকে পুনর্বাসিত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক. গিবত কী? ১
খ. "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রায়হানের স্ত্রীর মনোভাবে আখলাকে যামিমার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে– তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শরিফুলের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। জনাব 'ক' একজন কাপড় ব্যবসায়ী। কোনো কারণে গুদামসহ দোকানে আগুন লেগে দোকানের সমস্ত কাপড় পুড়ে যাওয়ায় তিনি অসহায় হয়ে পড়েন। অভাব অনটনের সংসারে তিনি দোকানের মেরামত ও পুনরায় চালু করার জন্য তার ভাই জনাব 'খ' এর কাছে দুই লক্ষ টাকা ধার চাইলে বছরান্তে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার শর্তে তাকে ধার দেন। জনাব 'খ' এর মেয়ে 'গ' অশালীন পোষাক পরে কোচিং সেন্টারে যাওয়া আসা করে। পথে কিছু বখাটে যুবক তাকে দেখে আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গি করে। 'গ' কোচিং থেকে ফিরে এসে দাদা 'ঘ' কে বিষয়টি জানালে তিনি পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি তুলে ধরেন– "তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলি যুগের মতো নিজেকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।"

ক. সত্যবাদিতা কী? ১
খ. "ইসলামে কর্মবিমুখতার সুযোগ নেই" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'খ' এর মধ্যে আখলাকে যামীমাহ এর কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'গ' এর আচরণ চিহ্নিতপূর্বক তার দাদার উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব তোরাব আলী ও তার বন্ধু সজিব রাতের অন্ধকারে এলাকার জনগণের অবস্থা দেখার জন্য ঘুরতে বের হন। জনাব তোরাব আলী এক রাতে একটি বাড়ী থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। সেখানে গিয়ে দেখতে পান যে, একজন অসুস্থ মানুষ অর্থের অভাবে চিকিৎসা করতে পারতেছে না এবং রোগ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তখন তিনি পরিষদ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে এসে তাকে দেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।
অপরদিকে তার বন্ধু সজিবের এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে বাড়িঘর, রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে নিজের অর্থ দিয়ে তা মেরামতের ব্যবস্থা করেন এবং জনগণকে সাহায্য সহযোগিতা করেন।

ক. মদিনার সনদ কী? ১
খ. হযরত আবু বকর (রা.) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব তোরাব আলীর কাজের মাধ্যমে কোন খলিফার আদর্শের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সজিব এর কর্মকাণ্ডের দ্বারা কোন খলিফার মানব সেবার সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। শেখ পাড়া গ্রামে যুবকেরা প্রায়ই মারামারি ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হত। তারা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করত। এ অবস্থা দেখে সালেহীন গ্রামের যুবকদেরকে ডেকে সমবেত করে বলে, এভাবে সমাজে অশান্তি সৃষ্টিকরা সমীচীন নয়। বরং আমরা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সকলে মিলে একটি ক্লাব তৈরি করি। একথা শুনে সকলে ঐক্যমত পোষণ করে শান্তি ক্লাব তৈরি করে। অপরদিকে তাদের গ্রামে ফরহাদের বাসায় একটি ইয়াতিম মেয়ে কাজ করে। ফরহাদ মেয়েটিকে নিজের সন্তানের মতো আদর করে এবং নিজেরা যা খায় ও পরে, তাকেও তা খেতে দেয় ও পরতে দেয়। তার সাথে পরিবারের কেউই খারাপ ব্যবহার করে না।

ক. আত্মশুদ্ধি কী? ১
খ. হযরত আলি (রা.) কে "আসাদুল্লাহ" বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সালেহীনের কর্মকাণ্ড মহানবি (স.) এর জীবনের কোন মহৎ উদ্যোগটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ফরহাদ ও তার পরিবারের আচরণে মহানবি (সঃ) এঁর কোন ভাষণের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা (রাজশাহী বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ক	২	গ	৩	ক	৪	ঘ	৫	খ	৬	খ	৭	গ	৮	গ	৯	ঘ	১০	ক	১১	খ	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ক
	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	গ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	খ	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ সাদিক ও হাবিব দু'বন্ধু। তারা দু'জনে সিলেট ভ্রমণে গেল। হাবিব শাহজালাল (র.) এর মাজারে গিয়ে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দোয়া-দরুদ পাঠ করল। এরপর মোনাজাতে বলল, "হে আমার রব তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।" তুমি আমার একমাত্র প্রভু। অপরদিকে তার বন্ধু সাদিক বলে, "হে আল্লাহর ওলি! আমাকে সরকারী মেডিকেলে চান্স পাইয়ে দাও। তোমার অনেক ক্ষমতা।

ক. ইসলাম কী? ১

খ. ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হাবিবের কর্মকাণ্ডে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাদিকের কর্মকাণ্ড আকাইদের আলোকে চিহ্নিতপূর্বক তার পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলাম হলো মহান আল্লাহর মনোনীত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

খ ইমান ও ইসলাম গাছের মূল ও শাখা-প্রশাখার মতো। ইমান হলো গাছের শিকড় বা মূল আর ইসলাম তার শাখা-প্রশাখা। মূল না থাকলে শাখা-প্রশাখা হয় না। আর শাখা-প্রশাখা ছাড়া মূল বা শিকড় মূল্যহীন। ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ। ইমান হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। আর ইসলাম বাহ্যিক আচার-আচরণ ও কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত। তাই ইমান ও ইসলাম একে অন্যের পরিপূরক।

গ হাবিবের কর্মকাণ্ডে তাওহিদ তথা মহান আল্লাহর একত্ববাদ বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

তাওহিদ অর্থ– একত্ববাদ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়– আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলে। তাওহিদ হলো ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয়। যা হাবিবের মোনাজাত প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে হাবিব হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজারে গিয়ে কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে দোয়া-দরুদ পাঠ করলো। এরপর মোনাজাতে বলল, "হে আমার রব! তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।" তুমি আমার একমাত্র প্রভু। যাতে তাওহিদ প্রকাশ পেয়েছে। মানবজীবনে তাওহিদে বিশ্বাসের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবান করে। মানুষকে সচ্চরিত্রবান করে। ইবাদত ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে। এ বিশ্বাসের ফলে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্মে ব্রতী হয়। অসৎ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। ফলে মানবসমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাওহিদে বিশ্বাস পরকালীন জীবনেও মানুষকে সফলতা দান করে। বস্তুত মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাওহিদে বিশ্বাস মুক্তি ও সফলতার দ্বার উন্মুক্ত করে।

সুতরাং বলা যায়, হাবিবের মোনাজাতে বা কর্মকাণ্ডে তাওহিদ তথা মহান আল্লাহর একত্ববাদের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

ঘ সাদিকের কর্মকাণ্ড আকাইদের আলোকে শিরক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। এটি একটি জঘন্য অপরাধ। সাদিকের মোনাজাত এ জঘন্য অপরাধ করার দৃষ্টান্তই চোখে পড়ে।

উদ্দীপকে সাদিক বলে, "হে আল্লাহর ওলি! আমাকে সরকারি মেডিকেলে চান্স পাইয়ে দাও। তোমার অনেক ক্ষমতা।" যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ধরনের কাজ যারা করে তারা মুশরিক। তাদেরকে আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করেন না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৪৮)। শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তার প্রদত্ত নিয়ামত আমরা ভোগ করি। এরপর যদি কেউ আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে তবে তা অপেক্ষা বড় জুলুম আর হতে পারে না। এজন্য আল্লাহ মুশরিকদের উপর অসন্তুষ্ট হন। পরকালেও মুশরিকদের জন্য রয়েছে শাস্তি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তার জন্য অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম।'

(সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-৭২)

সুতরাং বলা যায়, সাদিকের কাজটি হলো শিরক। যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এই শিরক থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

প্রশ্ন ▸ ০২ মি. রফিক একজন বয়স্ক মানুষ। লিবাসে এবং কথায় খাঁটি মুমিন এর ভাব দেখায়। কিন্তু কথার সাথে কাজের মিল নেই। অন্যের সম্পদ তার নিকট সুরক্ষিত নয়। অপরদিকে মি. রহিম মনে করেন যে, মুমিনপুর গ্রামের পীর মি. 'ক' যামানার পথ প্রদর্শক। তিনি শেষ যামানার সংবাদ বাহক। তার মতো আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি দুনিয়াতে আর আসবে না।

ক. রিসালাত কী? ১

খ. "তকদীরে বিশ্বাস জরুরি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. রফিকের কাজের মাধ্যমে কোন্ বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. রহিমের ধারণা আকাইদের কোন বিষয়ের পরিপন্থি তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে রিসালাত বলা হয়।

খ তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস অত্যন্ত জরুরি। কারণ তকদির হলো নির্ধারিত পরিমাণ, ভাগ্য বা নিয়তি। আল্লাহ তায়ালা মানুষের তাকদিরের নিয়ন্ত্রক। তিনিই তাকদিরের ভালো মন্দ নির্ধারণকারী। মানুষ যা চায় তাই-ই করতে পারবে না; বরং মানুষ শুধু তার কাজের জন্য চেষ্টা সাধনা করবে। অতঃপর ফলাফলের জন্য আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করবে। যদি চেষ্টা করার পরও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পায় তবে হতাশ হবে না। আর যদি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে যায়, তবে আনন্দে আত্মহারা হবে না; বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞশীল হবে।

গ মি. রফিকের কাজের মাধ্যমে নিফাক বিষয়টি ফুটে উঠেছে।
নিফাক অর্থ হলো– ভণ্ডামি, কপটতা, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থ হলো অন্তরে একরকম ভাব রেখে বাইরে এর বিপরীত অবস্থান প্রকাশ করা। যে এরূপ কাজ করে তাকে বলা হয় মুনাফিক। উদ্দীপক মি. রফিকের চরিত্রে এরূপ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।
উদ্দীপকে মি. রফিক একজন বয়স্ক মানুষ। লিবাসে এবং কথায় খাঁটি মুমিনের ভাব দেখায়। কিন্তু কথার সাথে কাজের মিল নেই। অন্যের সম্পদ তার নিকট সুরক্ষিত নয়। মি. রফিকের এহেন আচরণে মুনাফিকির স্পষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যা রাসুল (সা.)-এর ভাষায় প্রমাণিত হয়েছে। রাসুল (স.) মুনাফিকদের চিহ্ন বর্ণনা করে বলেন, 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোনো কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত করে।' (সহিহ বুখারি)
এরূপ চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি স্তরকে কলুষিত করে। যার দরুণ একটি সমাজ বা রাষ্ট্রে সর্বদা অশান্তি বিরাজ করে।ফলে এরা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে অভিশপ্ত। মুনাফেকের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। একজন মুনাফেক জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে।
অতএব বলা যায়, মি. রফিকের কাজের মাধ্যমে নিফাক ফুটে উঠেছে।

ঘ মি. রহিমের ধারণা আকাইদের অন্যতম একটি বিষয় খতমে নবুয়তের পরিপন্থি।

খতমে নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস বলতে নবুয়তের পরিসমাপ্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে বোঝায়। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে এ ধারা শুরু হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন; কিন্তু মি. রহিমের ধারণায় এর বিপরীত বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়।
উদ্দীপকে মি. রহিম মনে করেন যে, মুমিনপুর গ্রামের পির মি. 'ক' যামানার পথ-প্রদর্শক। তিনি শেষ যামানার সংবাদ বাহক। তার মতো আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি দুনিয়াতে আর আসবে না।
কিন্তু তার এ মনোভাব ঠিক নয়। কারণ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হলেন শেষ নবি। তিনি খাতামুন নাবিয়্যিন। তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবি আসবেন না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'রিসালাত ও নবুয়তের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার পর আর কোনো নবি আসবে না' (জামি তিরমিযি)। একজন ইমানদার হিসেবে এ বিষয়টির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।
সুতরাং কুরআন-হাদিসের আলোকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, মি. রহিমের বক্তব্যটি ভ্রান্ত।

প্রশ্ন ▸ ০৩ মোর্শেদ সাহেব একজন স্বল্প বেতনের চাকুরীজীবী। তার একমাত্র সন্তান সাহেদ হার্টের রোগে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার জন্য আত্মীয় স্বজনের কাছে সাহায্যের হাত বাড়ান। তাতে ব্যর্থ হলে মোর্শেদ সাহেব হতাশ হয়ে পড়েন। তার স্ত্রী নার্গিস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া যাবে না। নার্গিস বেগম চিড়িয়াখানায় চাকুরী করেন। মানব সেবার পাশাপাশি তিনি জীবজন্তুকে ভালবাসেন। একদিন তিনি অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পথে একটি আহত পাখি দেখতে পান। পাখিটিকে বাড়ীতে নিয়ে এসে স্বযত্নে সুস্থ করে তোলেন। নার্গিস বেগমের বাবা রিফাত সাহেব তার কাজের প্রশংসা করে বলেন "তুমি আল্লাহর ভালবাসা লাভ করবে।"

ক. হাদিসে কুদ্সি কী? ১
খ. ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মোর্শেদ সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নার্গিস বেগমের কাজটি হাদিসের আলোকে চিহ্নিত করে তার সম্পর্কে বাবা রিফাত সাহেবের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হাদিসের শব্দ ও ভাষা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিজস্ব; কিন্তু তার অর্থ, ভাব ও মূলকথা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত, তাকে হাদিসে কুদসি বলে।

খ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে সাধারণভাবে হাদিস বলা হয়। সুতরাং রাসুলুল্লাহ (স.) নিজেই হাদিসের উৎপত্তি। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় আল-কুরআন নাজিল হচ্ছিল। এ অবস্থায় মহানবি (স.)-এর হাদিস লিখে রাখলে তা আল-কুরআনের বাণীর সাথে সংমিশ্রণের আশঙ্কা ছিল। তাই হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল।

গ মোর্শেদ সাহেবের কর্মকাণ্ডে সূরা আল-ইনশিরাহ এর শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।
সূরা আল-ইনশিরাহ মাক্কি সূরাসমূহের অন্যতম। এর আয়াত সংখ্যা ৮টি। এটি কুরআনের ৯৪তম সূরা। এ সূরায় মহান আল্লাহ দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদের সময় ধৈর্যধারণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। যা মোর্শেদ সাহেবের সাথে সামঞ্জস্য।
উদ্দীপকে মোর্শেদ সাহেব একজন স্বল্প বেতনের চাকুরীজীবী। তার একমাত্র সন্তান সাহেদ হার্টের রোগে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার জন্য আত্মীয় স্বজনের কাছে সাহায্যের হাত বাড়ান। তাতে ব্যর্থ হলে মোর্শেদ সাহেব হতাশ হয়ে পড়েন। তার স্ত্রী নার্গিস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া যাবে না। অর্থাৎ তার স্ত্রী নার্গিস বলতে চেয়েছেন জীবন কখনো চিরসুখের হয় না; বরং সুখ-দুঃখ

নিয়েই মানুষের জীবন। তাই দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না; বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে। সেই সাথে সময়কে কাজে লাগিয়ে নিজের করণীয় কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, সুখ-দুঃখ মেনে নিয়েই জীবনকে এগিয়ে নিতে হবে। হতাশ হয়ে বসে থাকা চলবে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। তাই সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

ঘ পাঠ্যবইয়ের ৬ নং হাদিস তথা 'মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা' সম্পর্কিত হাদিসের আলোকে নার্গিস বেগমের কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তার বাবা রিফাত সাহেবের মন্তব্যটি যথার্থ।

আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি বা মাখলুক। মানুষ যেমন তাঁর সৃষ্টি, তেমনি পশুপাখি, কীটপতঙ্গও তাঁর সৃষ্টি। এসব মাখলুকের প্রতি অনুগ্রহ করা হলো সৃষ্টির সেবা। নার্গিস বেগমের কাজটিতে এ সেবার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপকে নার্গিস বেগম চিড়িয়াখানায় চাকুরী করেন। মানব সেবার পাশাপাশি তিনি জীবজন্তুকে ভালবাসেন। একদিন তিনি অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পথে একটি আহত পাখি দেখতে পান। পাখিটিকে বাড়ীতে নিয়ে এসে স্বযত্নে সুস্থ করে তোলেন। নার্গিস বেগমের বাবা রিফাত সাহেব তার কাজের প্রশংসা করে বলেন "তুমি আল্লাহর ভালবাসা লাভ করবে।"

তার বাবার এ মন্তব্যটি সঠিক। কেননা, মহান আল্লাহ এ জগৎ-সংসারের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবকিছুর লালনকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও নিয়ন্ত্রক। তবে তিনি সকল সৃষ্টিকে একরকম করে সৃষ্টি করেননি। এটা তাঁর পরীক্ষা। তিনি সৃষ্টিকুলকে নানাভাবে ভাগ করেছেন এবং সবকিছুকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। তাই মানুষের উচিত আল্লাহ তায়ালার সকল সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ করা। মহানবি (সা.) বলেছেন, "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে।" (বায়হাকি) আল্লাহর সৃষ্টি জীবের প্রতি অনুগ্রহ করলে আল্লাহ খুশি হন ও তাদের বেশি ভালোবাসেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, নার্গিস বেগমের কাজটি সৃষ্টির সেবার অন্তর্ভুক্ত। আর এ সম্পর্কে তার বাবার মন্তব্যটিও যথার্থ। এ কাজের মাধ্যমে নার্গিস বেগম মহান আল্লাহর অধিক ভালোবাসা অর্জন করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ জনাব সাকিব একজন ধার্মিক ও ধনী ব্যক্তি। ইসলামের বিধিবিধান পালনের পাশাপাশি তিনি প্রচুর দান খয়রাত করেন। তার বাড়িতে ইয়াতিম ও ভিক্ষুক আসলে তিনি তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করেন এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। সাকিবের ভাই রজব আলী তার বাড়ীর সামনের রাস্তার দুইপাশে ও স্কুল আঙ্গিনায় কিছুসংখ্যক ফলদ, বনজ ও ঔষধী গাছ রোপণ করেন। তা জেনে শরীফ স্যার তাকে মহানবি (সা.) এর একটি হাদিস শুনিয়ে উৎসাহ দান করেন এবং বলেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও পরিবেশ রক্ষায় এ ধরনের মহৎ কাজ প্রশংসনীয়।

ক. লাওহে মাহফুজ কী? ১

খ. হারাম বর্জনীয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব সাকিবের কর্মকাণ্ডে কোন সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রজব আলীর কাজটি চিহ্নিত করে শরীফ স্যারের বক্তব্যটি সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'লাওহে মাহফুজ' অর্থ সংরক্ষিত ফলক। এটি এমন একটি ফলক যেখানে আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির সকল কার্যক্রম ও ঘটনা, ভাগ্য বা তাকদির লিখে রেখেছেন।

খ হারাম অর্থ নিষিদ্ধ, মন্দ, অসংগত, অপবিত্র ইত্যাদি। মানব জীবনে হারাম বস্তু, কথা ও কাজের পরিণাম ও কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। কোনো কোনো হারাম দ্রব্যের মধ্যে এমন উপাদান বিদ্যমান থাকে যা মানুষের মন, মস্তিষ্ক ও শরীরের জন্য চরম ক্ষতিকর। হারাম কাজ মানবসমাজেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। সর্বোপরি, হারাম মানুষকে অকল্যাণ ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, তাই হারাম বর্জনীয়।

গ জনাব সাকিবের কর্মকাণ্ডে সূরা আল-মাউন এর শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

সূরা আল-মাউন আমাদের যেসব শিক্ষা দেয় তন্মধ্যে অন্যতম কয়েকটি শিক্ষা হলো– ১. ইয়াতিম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে; ২. ইয়াতিম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে; ৩. বিচার দিবস বা হাশরের দিনকে স্বীকার করতে হবে। যা সাকিবের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে জনাব সাকিব একজন ধার্মিক ও ধনী ব্যক্তি। ইসলামের বিধিবিধান পালনের পাশাপাশি তিনি প্রচুর দান খয়রাত করেন। তার বাড়িতে ইয়াতিম ও ভিক্ষুক আসলে তিনি তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করেন এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। কেননা সাহায্যকারী মুসলিম মহান আল্লাহর নিকট প্রিয়। মহান আল্লাহ সাহায্যকারী ব্যক্তিকে পরকালে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন।

জনাব সাকিব সূরা মাউন থেকে শিক্ষা নিয়ে উপরিউক্ত কাজগুলো করেন।

সুতরাং জনাব সাকিবের মধ্যে সূরা মাউন এর শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ পাঠ্যবইয়ের ৪নং হাদিস তথা বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিসের আলোকে সাকিবের ভাই রজব আলির কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব শরিফ স্যারের বক্তব্যটি যথার্থ।

বৃক্ষরোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে সাকিবের ভাই রজব আলী তার বাড়ীর সামনের রাস্তার দুইপাশে ও স্কুল আঙ্গিনায় কিছুসংখ্যক ফলদ, বনজ ও ঔষধী গাছ রোপণ করেন। তা জেনে শরীফ স্যার তাকে মহানবি (সা.) এর একটি হাদিস শুনিয়ে উৎসাহ দান করেন এবং বলেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও পরিবেশ রক্ষায় এ ধরনের মহৎ কাজ প্রশংসনীয়। এতে মূলত তিনি মহানবি (সা.)-এর হাদিসের উপর আমল করেছেন। তার এ কাজটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। ফলে তিনি নিজের অজান্তেই অনেক সাওয়াব লাভ করবেন। যেমন মহানবি (সা.) বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ بِهٖ صَدَقَةٌ۔

অর্থাৎ, 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, হাদিসের আলোকে শরিফ স্যারের বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০৫ রুবিনা খাতুন একজন স্কুল শিক্ষিকা। তার ব্যাংকে দুই লক্ষ টাকা এবং ছয় লক্ষ টাকার স্বর্ণের অলংকার আছে। বছর শেষে তিনি অসহায় গরিবদের মাঝে ১৫ হাজার টাকা বিতরণ করেন। অপরদিকে রুবিনার ছেলে রাশেদ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে কিন্তু কষ্টকর ভেবে এমন একটি ফরজ ইবাদত পালনে অবহেলা করে যেটা রমজান মাসের সাথে সম্পৃক্ত। বিষয়টি জানতে পেরে তার বাবা বলেন, এ মাসের ইবাদত পালন করা অত্যাবশ্যক। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়।

ক. ইজমা কী? ১

খ. হাক্কুল ইবাদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রুবিনা খাতুন এর ইবাদতটি কি সঠিক হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাশেদের অবহেলা করা ইবাদতটি চিহ্নিত করে তার বাবার বক্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের পুণ্যবান মুজতাহিদগণের (গবেষক) ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়।

খ আমরা আল্লাহর বান্দা। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেছেন –

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ۔

অর্থ : "জিন ও মানবজাতিকে আমি (আল্লাহ) আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয্-যারিয়াত, আয়াত : ৫৬)

আমরা পৃথিবীতে যত ইবাদতই করি না কেন, সকল ইবদাতের মূল উদ্দেশ্যই হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এ ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য না হলে আল্লাহ তা কবুল করবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন– "তারাতো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে।" (সূরা আল-বাইয়্যিনা, আয়াত : ০৫)

গ না, রুবিনা খাতুনের ইবাদতটি সঠিক হয়নি। রুবিনা খাতুনের ইবাদতটি জাকাত হিসেবে গণ্য। যা সঠিকভাবে আদায় করা হয়নি।

জাকাত অর্থ পবিত্রতা। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫% হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে জাকাত বলে। যা রুবিনা খাতুনের কর্মকাণ্ডে অনুপস্থিত।

উদ্দীপকে রুবিনা খাতুন একজন স্কুল শিক্ষিকা। তার ব্যাংকে দুই লক্ষ টাকা এবং ছয় লক্ষ টাকার স্বর্ণের অলংকার আছে। বছর শেষে তিনি অসহায় গরিবদের মাঝে ১৫ হাজার টাকা বিতরণ করেন। রুবিনা খাতুনের এই কাজটি দান হিসেবে গণ্য হবে জাকাত হিসেবে নয়। কেননা তিনি তার সম্পদের হিসাব না করেই নিজের ইচ্ছামতো কিছু অংশ দান করেছেন। ফলে তার এ কাজটি দ্বারা যাকাতের শর্ত পূরণ হয়নি। যাকাতের শর্ত পূরণ তখনি হতো যদি তিনি ২.৫০% হারে সম্পদের হিসাব করতেন। যা ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে।

অতএব, রুবিনা খাতুনের জাকাত ইবাদতটি সঠিক হয়নি।

ঘ রাশেদের অবহেলা করা ইবাদতটি হচ্ছে সাওম। সামাজিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টিতে যার গুরুত্ব অপরিসীম। রাশেদের কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তার বাবার ব্যক্তব্য যথার্থ।

সাওম শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা।

ইসলামি পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা হলো সাওম। এটি ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত। যে ইবাদতকে রাশেদ অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে।

উদ্দীপকে রুবিনার ছেলে রাশেদ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে কিন্তু কষ্টকর ভেবে এমন একটি ফরজ ইবাদত পালনে অবহেলা করে যেটা রমজান মাসের সাথে সম্পৃক্ত। বিষয়টি জানতে পেরে তার বাবা বলেন, এ মাসের ইবাদত পালন করা অত্যাবশ্যক। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। এখানে সাওম ইবাদতটির প্রতি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মানব সমাজে সাওমের সামাজিক শিক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সিয়াম সাধনার ফলে সমাজের লোকদের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। সাওম পালন করে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকার ফলে, সে অন্য আরেকজন অনাহারীর ক্ষুধার জ্বালা সহজে বুঝতে পারে। ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা যে কীরূপ পীড়াদায়ক হতে পারে তা সে উপলব্ধি করতে পারে। এতে অসহায় নিরন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত হয়। রাসুল (সা.) বলেন, 'এ মাস সহানুভূতির মাস।' (ইবনে খুযায়মা)

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সমাজের অসহায় ও দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও সহমর্মিতা সৃষ্টিতে সাওমের গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

অতএব, রাশেদের বাবার বক্তব্য যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৬ আরাফাত ও সাজু দুই বন্ধু। সাজু গার্মেন্টসে চাকুরী করে। তাদের আলোচনার একপর্যায়ে সাজু আরাফাতকে বলে, আমাদের গার্মেন্টসে অনেক গন্ডগোল হচ্ছে। আমি ৩ মাস বেতন পাইনি। গার্মেন্টস এর মালিক জনাব 'ক' সাহেব শ্রমিকদের পাওনা প্রদানে প্রায়ই গড়িমসি করেন। এতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। অপরদিকে আরাফাত ও তার স্ত্রী ফাতেমা যৌথভাবে একটি কারখানা পরিচালনা করেন। তাদের কারখানায় মহিলা শ্রমিকদের জন্য আলাদা মহিলা কর্মকর্তা ও পরিবেশ বিরাজমান। নেই কোনো শ্রমিক অসন্তোষ। ইহা শুনে জনাব সাজু বলেন, আসলে ইসলাম নারীকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছে।

ক. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কী? ১

খ. "মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' সাহেবের আচরণে কার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আরাফাত ও তার স্ত্রী ফাতেমার উদ্যোগটি চিহ্নিত করে জনাব সাজুর বক্তব্য বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শনই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

খ 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত'–এ হাদিসটিতে নারীর মর্যাদা বা নারীর প্রতি সম্মানবোধ প্রকাশ করা হয়েছে।

ইসলামে নারীদের প্রভূত সম্মান দেওয়া হয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও ইসলাম নারীদের মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে। মা হিসেবে নারীকে সন্তানের কাছে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করেছে। এ কারণে রাসুল (স) ঘোষণা করেন– 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত'। (মুসনাদে শিহাব আল-কাযায়ি)

গ জনাব 'ক' সাহেবের আচরণে শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।

জীবন ধারণের জন্য প্রত্যেক মানুষকেই একে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। মালিক-শ্রমিকের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি সত্য। তাই তাদের মধ্যকার সম্পর্ক হওয়া উচিত পারস্পরিক সহানুভূতিপূর্ণ ও দায়িত্বশীল। জনাব 'ক' সাহেবের আচরণে এ বিষয়টি অনুপস্থিত।

উদ্দীপকে গার্মেন্টস-এর মালিক জনাব 'ক' সাহেব ৩ মাস তার শ্রমিকদের বেতন দেন না। শ্রমিকদের পাওনা প্রদানে প্রায়ই গড়িমসি করেন। এতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তার এরূপ কর্মকাণ্ডে শ্রমিকের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। অথচ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' (ইবনে মাজাহ)। হাদিস দ্বারা শ্রমিকের পাওনা যত দ্রুত সম্ভব পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা শ্রমিকরা সাধারণত গরিব ও নিঃস্ব শ্রেণির হয়ে থাকে। তারা তাদের শ্রমের মজুরি দিয়ে চাল, ডাল, তরিতরকারি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে জীবনধারণ করে। তাই তার পাওনা পেতে দেরি হলে শ্রমিক ও তার পরিবার অভুক্ত থেকে কষ্ট পাবে। ফলে শ্রমিকের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিবে এবং এ অসন্তোষ থেকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর যদি শ্রমিক তার ন্যায্য পাওনা যথাসময়ে পায়, তাহলে তার মনে আনন্দ থাকবে এবং সে উৎসাহের সাথে কাজ করবে। ফলে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

উদ্দীপকের জনাব 'ক' সাহেব মুসলিম হয়েও নবি (সা.)-এর আদেশ লঙ্ঘন করেছেন। তার এ কাজ দ্বারা হাক্কুল ইবাদ বিঘ্নিত হয়েছে। শ্রমিকের পাওনা সঠিকভাবে দেওয়া উচিত। সুতরাং শ্রমিকদের পাওনা হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার। হাক্কুল ইবাদ পালনে আল্লাহ তায়ালা কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, জনাব 'ক' সাহেবের আচরণ সংশোধন হওয়া অপরিহার্য।

ঘ আরাফাত ও তার স্ত্রী ফাতেমার উদ্যোগটিতে আখলাক হামিদার 'নারীর প্রতি সম্মানবোধ' বিষয়টিই চিহ্নিত হয়েছে। আর ইসলামের আলোকে জনাব সাজুর বক্তব্যটি অত্যন্ত যথার্থ।

ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। মহানবি (স.) তাঁর কথা ও কাজ-এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। রাসুল (স.)-এর আমলে গোটা বিশ্বে নারীদের কোনো সম্মান ও মর্যাদা ছিল না। তারা ছিল ভোগ্যপণ্যের ন্যায় এবং পুরুষদের ক্রীতদাসী বা যৌনদাসী। রাসুল (স.)-ই সর্বপ্রথম তাদের মায়ের মর্যাদা দিলেন। রাসুল (স.) ঘোষণা করলেন, 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর হকের পরেই মায়ের হক এবং মায়ের হক পিতার হকের তিনগুণ।' তিনি বাস্তবে তা করলেন। হযরত হালিমা (রা.)-কে যেভাবে তিনি সম্মান দিয়েছেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। তিনি কন্যাসন্তানকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করলেন। স্ত্রী ও দাসীদের সুনির্দিষ্ট মর্যাদা ঘোষণা করলেন। বিবাহের মাধ্যমে পবিত্র জীবনযাপনের পদ্ধতি বলে দিলেন। পুরুষ জাতিকে স্ত্রীদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করার জন্য এবং তাদের খোরপোষের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে সম্পদের উত্তরাধিকারী বানালেন এবং সম্পদে তাদের প্রাপ্য অংশ ঘোষণা করলেন। এমনিভাবে রাসুল (স.) নারীদের সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করলেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আরাফাত ও তার স্ত্রী ফাতেমা যৌথভাবে একটি কারখানা পরিচালনা করেন। তাদের কারখানায় মহিলা শ্রমিকদের জন্য আলাদা মহিলা কর্মকর্তা ও পরিবেশ বিরাজমান। নেই কোনো শ্রমিক অসন্তোষ। ইহা শুনে জনাব সাজু বলেন, আসলে ইসলাম নারীকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছে। তাদের এ কাজে নারী জাতিকে সম্মান দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আরাফাত ও তার স্ত্রী রাসুল (সা.) এরই অনুসরণ করেছেন। এ সংবাদ শুনে জনাব সাজু বলেন, "আসলে ইসলাম নারীকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছে।" তার এ উক্তিটি যথার্থ। কারণ রাসুল (সা.) কন্যাসন্তানকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করলেন। স্ত্রী ও দাসীদের সুনির্দিষ্ট মর্যাদা ঘোষণা করলেন। বিবাহের মাধ্যমে পবিত্র জীবনযাপনের পদ্ধতি বলে দিলেন। পুরুষ জাতিকে স্ত্রীদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করার জন্য এবং তাদের খোরপোষের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে সম্পদের উত্তরাধিকারী বানালেন এবং সম্পদে তাদের প্রাপ্য অংশ ঘোষণা করলেন। এমনিভাবে রাসুল (স.) নারীদের সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করলেন। সুতরাং জনাব সাজুর বক্তব্য যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৭ আরমান দশম শ্রেণির ছাত্র। শিক্ষা সফরে এক মিউজিয়ামের গেটম্যানের নিকট ব্যাগটি রাখতে গিয়ে ভিতরে গেল। ফিরে এসে ব্যাগটি নিয়ে দেখলো তাতে টাকা নেই। গেটম্যানকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, টাকার ব্যাপারে কিছু জানিনা। অন্যদিকে আরমানের বাবা ইউছুফ স্বপরিবারে বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আরমান বিনয়ের সাথে তার বাবাকে জানায় জন্মভূমি ছেড়ে সে অন্য দেশে যেতে চায় না। আরমানের মা জানায় আমিও তোমার সাথে একমত। আমিও বিদেশে যেতে চাই না।

ক. আখলাক কী? ১
খ. "নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. গেটম্যান এর কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন গুণটির অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আরমানের সিদ্ধান্তটি কি যৌক্তিক? তার মায়ের মন্তব্যের যথার্থতাসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখলাক হলো মানুষের স্বভাবসমূহের সমন্বিত রূপ। এককথায়, মানুষের সকল কাজ ও নীতির সমষ্টিকেই আখলাক বলা হয়।

খ তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানবজীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাকওয়া মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনকেই সম্মান-মর্যাদা ও সফলতা দান করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান (সূরা আল-হুজুরাত : আয়াত-১৩)। ধন-সম্পদ, শক্তি-ক্ষমতা, গাড়ি-বাড়ি থাকলেই মানুষ আল্লাহ তায়ালার নিকট মর্যাদা লাভ করতে পারে না। বরং যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে সেই আল্লাহ তায়ালার নিকট বেশি মর্যাদাবান।

গ গেটম্যান এর কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার 'আমানত' গুণটির অভাব রয়েছে।

সাধারণত কারও নিকট কোনো অর্থ-সম্পদ, কথা গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। তবে ব্যাপকার্থে শুধু ধন-সম্পদ নয়; বরং যেকোনো জিনিস গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। যা গেটম্যান এর কর্মকাণ্ডে অনুপস্থিত।

উদ্দীপকে দেখা যায় আরমান দশম শ্রেণির ছাত্র। শিক্ষা সফরে এক মিউজিয়ামের গেটম্যানের নিকট ব্যাগটি রাখতে গিয়ে ভিতরে গেল। ফিরে এসে ব্যাগটি নিয়ে দেখলো তাতে টাকা নেই। গেটম্যানকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, টাকার ব্যাপারে কিছু জানিনা। যা আমানত খিয়ানতের শামিল। আমানত রক্ষা করা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। সচ্চরিত্র ব্যক্তির মধ্যে আমানতদারি বিদ্যমান থাকা জরুরি। আমানত রক্ষা করা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করতে।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৫৮) আর আমানত রক্ষা করা একজন মুমিনের আবশ্যক গুণ। মহানবি (সা.) বলেন– لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ অর্থাৎ, 'যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই' (মুসনাদে আহমাদ)। আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের আলামত। খিয়ানতকারী মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস ভঙ্গ করে। লোকেরা তাকে ঘৃণা করে। ব্যবসায় বাণিজ্যে, লেনদেনের ক্ষেত্রে কেউ আগ্রহী হয় না। আমানতদারিতার অভাব অর্থাৎ খিয়ানত পার্থিব জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। রাসুল (সা.) বলেছেন, আমানতদারি সচ্ছলতা ও খিয়ানত দারিদ্র্য ডেকে আনে।

সুতরাং গেটম্যান এর কর্মকাণ্ডে আমানত গুণটি অভাব রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আরমানের সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক। অপরদিকে আরমানের মায়ের মন্তব্যটিও যথার্থ। কেননা স্বদেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।

আখলাকে হামিদাহর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ হচ্ছে স্বদেশপ্রেম। স্বদেশের প্রতি মায়া-মমতা, আকর্ষণই হলো দেশপ্রেম। নিজদেশ ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা মানুষের সহজাত স্বভাব। কেননা মানুষ স্বদেশে জন্ম নেয়, সেখানে আলো-বাতাস গ্রহণ করে, সেখানের ফল-ফসল, খাদ্য-পানীয় দ্বারা তার দেহের পুষ্টি হয়। সেখানকার পরিবেশ, পাহাড়, পর্বত, সাগর, নদী, আবহাওয়া, ঋতুবৈচিত্র্য দেখে সে বড় হয়। এ কারণে স্বভাবগতভাবেই স্বদেশের প্রতি একধরনের মায়া-মমতা, ভালোবাসা জন্ম নেয়। এ আকর্ষণ মানুষের অন্তর থেকে উৎসারিত। আজীবন এ আকর্ষণ ও ভালোবাসা অনুভব করা যায়। দেশপ্রেমের এ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উদ্দীপকে আরমান ও তার মায়ের কর্মকাণ্ডে ফুটে উঠেছে। আরমানের বাবা ইউসুফ সাহেব স্বপরিবারে বিদেশে যাওয়ার উদ্যোগ নিলেও আরমান ও তার মা যেতে রাজি হননি। তারা নিজেদের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যা একটি দেশের জন্য কল্যাণকর। এরকম সবাই দেশের স্বার্থ বিবেচনা করলে স্বদেশপ্রেমের স্বার্থকতা বজায় থাকবে।

অতএব, আরমানের সিদ্ধান্ত ও তার মায়ের মন্তব্য অত্যন্ত যৌক্তিক ও যর্থাথ।

প্রশ্ন ▶ ০৮ রায়হান একজন সৎ ব্যবসায়ী। তার সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকে। রায়হানের স্ত্রী মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে অতিরিক্ত আয়ের জন্য তাকে মিথ্যা বলতে, ওজনে কম দিতে এবং দ্রব্যে ভেজাল মেশাতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু রায়হান তাকে বুঝিয়ে বলে, মানুষকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। অপরদিকে শরিফুল বিদেশ থেকে গ্রামের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে বন্যা কবলিত মানুষের দুর্দশা দেখে ব্যথিত হন। তিনি উক্ত এলাকার একটি দরিদ্র পরিবারকে তার বাড়ীতে নিয়ে এসে আশ্রয় দেন এবং তাদেরকে পুনর্বাসিত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক. গিবত কী? ১
খ. "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রায়হানের স্ত্রীর মনোভাবে আখলাকে যামিমার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে– তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শরিফুলের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ জনাব 'ক' একজন কাপড় ব্যবসায়ী। কোনো কারণে গুদামসহ দোকানে আগুন লেগে দোকানের সমস্ত কাপড় পুড়ে যাওয়ায় তিনি অসহায় হয়ে পড়েন। অভাব অনটনের সংসারে তিনি দোকানের মেরামত ও পুনরায় চালু করার জন্য তার ভাই জনাব 'খ' এর কাছে দুই লক্ষ টাকা ধার চাইলে বছরান্তে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার শর্তে তাকে ধার দেন। জনাব 'খ' এর মেয়ে 'গ' অশালীন পোষাক পরে কোচিং সেন্টারে যাওয়া আসা করে। পথে কিছু বখাটে যুবক তাকে দেখে আপত্তিকর অঙ্গাভঙ্গি করে। 'গ' কোচিং থেকে ফিরে এসে দাদা 'ঘ' কে বিষয়টি জানালে তিনি পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি তুলে ধরেন– "তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলি যুগের মতো নিজেকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।"

ক. সত্যবাদিতা কী? ১
খ. "ইসলামে কর্মবিমুখতার সুযোগ নেই" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'খ' এর মধ্যে আখলাকে যামীমাহ এর কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'গ' এর আচরণ চিহ্নিতপূর্বক তার দাদার উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় প্রকাশ করাই হলো সত্যবাদিতা।

খ কর্মবিমুখতা পরিহারের গুরুত্ব অপরিসীম।

কর্মবিমুখতা মানবজীবনে অভিশাপস্বরূপ। ইসলামে এর কোনো স্থান নেই। আল্লাহ তায়ালা ইবাদত পালনের পরপরই কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিসে জীবিকা অর্জনের জন্য কাজকেও ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে। জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই কর্মবিমুখতা পরিহার করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

গ জনাব 'খ' এর মধ্যে আখলাকে যামীমাহ এর সুদ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

সুদ ফারসি শব্দ। এর আরবি প্রতিশব্দ রিবা (اَلرِّبٰوا)। কাউকে প্রদত্ত ঋণের মূল পরিমাণের উপর অতিরিক্ত আদায় করাকে রিবা (اَلرِّبٰوا) বা সুদ বলা হয়। ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতা থেকে মূলধনের অতিরিক্ত কোনো লাভ নেওয়াই হলো সুদ। যেমন কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ১০০ টাকা এ শর্তে ঋণ দিল যে গ্রহীতা ১১০ টাকা পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে ১০০ টাকার অতিরিক্ত ১০ টাকা হলো সুদ। কেননা এর কোনো বিনিময় মূল্য নেই। জনাব 'খ'-এর কর্মকাণ্ডে অনুরূপ অবস্থা বিদ্যমান।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব 'ক' একজন কাপড় ব্যবসায়ী। কোনো কারণে গুদামসহ দোকানে আগুন লেগে দোকানের সমস্ত কাপড় পুড়ে যাওয়ায় তিনি অসহায় হয়ে পড়েন। অভাব অনটনের সংসারে তিনি দোকানের মেরামত ও পুনরায় চালু করার জন্য তার ভাই জনাব 'খ' এর কাছে দুই লক্ষ টাকা ধার চাইলে বছরান্তে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার শর্তে তাকে ধার দেন। এটা নিতান্তই সুদ হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামে সুদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড হারাম। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 'আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২৭৫)। মহান আল্লাহ ও রাসুল (সা.) সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীকে অভিসম্পাত করেছেন। কেননা এটা সর্বাবস্থায় দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর। এর শেষ পরিণাম হলো ধ্বংস।

ঘ 'গ' এর আচরণে শালীনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। আর 'গ'-এর দাদার উক্তিটি যথার্থ। কেননা তিনি পবিত্র কুরআনের বাণী উপস্থাপন করেছেন।

'শালীনতা' অর্থ মার্জিত, সুন্দর ও শোভন হওয়া। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলে। শালীনতাই হলো মানব চরিত্রের অন্যতম ভূষণ, যা 'গ'-এর মধ্যে অনুপস্থিত।

উদ্দীপকে দেখা যায় জনাব 'খ' এর মেয়ে 'গ' অশালীন পোষাক পরে কোচিং সেন্টারে যাওয়া আসা করে। পথে কিছু বখাটে যুবক তাকে দেখে আপত্তিকর অঙ্গাভঙ্গি করে। 'গ' কোচিং থেকে ফিরে এসে দাদা 'ঘ' কে বিষয়টি জানালে তিনি পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি তুলে ধরেন– "তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলি যুগের মতো নিজেকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।" অশালীন কর্মকাণ্ড আখলাকে হামিদাহর পরিপন্থি। কেননা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চলাফেরায় শালীনতার অভাব অনেক সময় সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটায়, ইভটিজিং, ব্যভিচার ইত্যাদির জন্ম হয়। অশালীন পোশাকের কারণে একদল যুবক তাকে উত্ত্যক্ত করে। সে শালীন পোশাক পরিধান করলে এ ধরনের উত্ত্যক্তের শিকার হতো না। এজন্যই ইসলাম সকল মানুষকেই নম্র, ভদ্র ও শালীন হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। অশ্লীল ও অশালীন কাজকর্ম মানুষের মানবিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করে দেয়। মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বের অভ্যাস গ্রহণ করে। ফলে সমাজে অনাচার, ব্যভিচার, অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ভেঙে দেয়। যার কারণে সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

শালীনতার অভাব অনেক সময় সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটায়। যৌন হয়রানি, ব্যভিচার ইত্যাদির জন্ম হয়। এজন্য ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়কে পর্দা রক্ষা ও শালীনতা বজায় রাখার জন্য জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "আর তোমরা (নারীরা) নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলি যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত-৩৩)

অতএব, বিনা প্রয়োজনে অশালীনভাবে নারীদের বাইরে ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়। বরং প্রয়োজনে বাইরে গেলে পর্দা ও শালীনতা অবলম্বন করে যেতে হবে। পুরুষদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। তাদেরকেও অবশ্যই শালীনভাবে সমাজে বিচরণ করতে হবে।

অতএব, 'গ' এর দাদা 'ঘ' এর উক্তিটি নিঃসন্দেহে যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১০ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব তোরাব আলী ও তার বন্ধু সজিব রাতের অন্ধকারে এলাকার জনগণের অবস্থা দেখার জন্য ঘুরতে বের হন। জনাব তোরাব আলী এক রাতে একটি বাড়ী থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। সেখানে গিয়ে দেখতে পান যে, একজন অসুস্থ মানুষ অর্থের অভাবে চিকিৎসা করতে পারতেছে না এবং রোগ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তখন তিনি পরিষদ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে এসে তাকে দেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

অপরদিকে তার বন্ধু সজিবের এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে বাড়িঘর, রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে নিজের অর্থ দিয়ে তা মেরামতের ব্যবস্থা করেন এবং জনগণকে সাহায্য সহযোগিতা করেন।

ক. মদিনার সনদ কী? ১

খ. হযরত আবু বকর (রা.) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব তোরাব আলীর কাজের মাধ্যমে কোন খলিফার আদর্শের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সজিব এর কর্মকাণ্ডের দ্বারা কোন খলিফার মানব সেবার সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১১ শেখ পাড়া গ্রামে যুবকেরা প্রায়ই মারামারি ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হত। তারা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করত। এ অবস্থা দেখে সালেহীন গ্রামের যুবকদেরকে ডেকে সমবেত করে বলে, এভাবে সমাজে অশান্তি সৃষ্টিকরা সমীচীন নয়। বরং আমরা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সকলে মিলে একটি ক্লাব তৈরি করি। একথা শুনে সকলে ঐক্যমত পোষণ করে শান্তি ক্লাব তৈরি করে। অপরদিকে তাদের গ্রামে ফরহাদের বাসায় একটি ইয়াতিম মেয়ে কাজ করে। ফরহাদ মেয়েটিকে নিজের সন্তানের মতো আদর করে এবং নিজেরা যা খায় ও পরে, তাকেও তা খেতে দেয় ও পরতে দেয়। তার সাথে পরিবারের কেউই খারাপ ব্যবহার করে না।

ক. আত্মশুদ্ধি কী? ১

খ. হযরত আলি (রা.) কে "আসাদুল্লাহ" বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সালেহীনের কর্মকাণ্ড মহানবি (স.) এর জীবনের কোন মহৎ উদ্যোগটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফরহাদ ও তার পরিবারের আচরণে মহানবি (সঃ) এঁর কোন ভাষণের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মশুদ্ধি হলো সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখা।

খ হযরত আলি (রা.) শৌর্য-বীর্যে ছিলেন অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তাঁর নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হতো। খায়বারে কামুস দুর্গ জয় করলে হযরত মুহাম্মাদ (স.) তাকে আসাদুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ) উপাধি প্রদান করেন।

গ সালেহীনের কর্মকাণ্ড মহানবি (সা.)-এর জীবনের 'হিলফুল ফুযুল' নামক শান্তি সংঘ গঠনের মতো মহৎ উদ্যোগটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

রাসুল (সা.)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন তিনি 'হিলফুল ফুযুল' গঠন করেন। এটি গঠনের প্রত্যক্ষ কারণ হলো– ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা তাঁর কোমল মনকে আন্দোলিত করে। তাই তিনি শান্তির লক্ষ্যে ৫টি উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে এ শান্তিসংঘ গঠন করেন। ৫টি উদ্দেশ্য হলো– ১. আর্তের সেবা করা, ২. অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা, ৩. অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, ৪. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং ৫. গোত্রে গোত্রে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখা।

উদ্দীপকে শেখ পাড়া গ্রামে যুবকেরা প্রায়ই মারামারি ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হত। তারা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করত। এ অবস্থা দেখে সালেহীন গ্রামের যুবকদেরকে ডেকে সমবেত করে বলে, এভাবে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করা সমীচীন নয়। বরং আমরা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সকলে মিলে একটি ক্লাব তৈরি করি। একথা শুনে সকলে ঐক্যমত পোষণ করে শান্তি ক্লাব তৈরি করে। যা রাসুল (সা.)-এর 'হিলফুল ফুযুল' এর অনুরূপ।

সুতরাং বলা যায়, রাসূল (সা.)-এর হিলফুল ফুযুল এর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জনাব সালেহীন একটি শান্তি ক্লাব তৈরি করেন। যার সাংগঠনিক কাঠামো ও উদ্দেশ্যের সাথে উভয়েরই মিল রয়েছে।

ঘ ফরহাদ ও তার পরিবারের আচরণে মহানবি (সা.)-এর বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

দশম হিজরির জিলহজ মাসের নয় তারিখ (৬৩২ খ্রি.) মহানবি (সা.) বিশ্বমানবতার জীবন পরিচালনার সার্বিক নির্দেশনাস্বরূপ মক্কার আরাফাতের ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। মহানবি (সা.)-এর জীবনের শেষ তথা একমাত্র হজ বলে তা 'বিদায় হজের ভাষণ' নামে খ্যাত। এ ভাষণে তিনি মুসলিমদের তথা মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার সার্বিক উপদেশ প্রদান করেন। অধীন বা দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা, স্ত্রীদের প্রতি সদয় আচরণ ছিল এ ভাষণের অন্যতম কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। জনাব ফরহাদ ও তার পরিবারের কর্ম বা আচরণ এই উপদেশগুলোরই বাস্তব প্রতিফলন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শেখপাড়া গ্রামে ফরহাদের বাসায় একটি ইয়াতিম মেয়ে কাজ করে। ফরহাদ মেয়েটিকে নিজের সন্তানের মতো আদর করে এবং নিজেরা যা খায় ও পরে, তাকেও তা খেতে দেয় ও পরতে দেয়। তার সাথে পরিবারের কেউই খারাপ ব্যবহার করে না। তাদের এ ধরনের কর্ম মহানবি (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণের আদর্শের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। মহানবি (সা.) বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন, 'দাস-দাসীদের সাথে সদয় ব্যবহার কর। তাদের উপর কোনোরূপ অত্যাচার করবে না। তোমরা যা খাবে, তাদেরও তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে, তাদেরও তাই পরাবে। তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, তবুও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সব মুসলিম একে অন্যের ভাই এবং তোমরা একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।' তিনি আরও বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।' এ ভাষণে তিনি আরও ঘোষণা দেন, 'ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না; আগের অনেক জাতি এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে।'

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা হয় যে, বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (সা.) মানবজাতির জীবন পরিচালনার সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ ভাষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক জনাব ফরহাদ ও তার পরিবারের কর্মে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং বিদায় হজের ভাষণের আলোকে জনাব ফরহাদ ও তার পরিবারের আচরণ যথার্থ।

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 1 1**

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. আল-ফুরকান শব্দের অর্থ কী?
ক জ্ঞান খ উপদেশ গ সত্য ঘ পার্থক্যকারী

☐ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সুজলপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাঁদের একদিনের বেতনের টাকা ফেনীর বন্যাকবলিত মানুষের সাহায্যে দান করেন। জনাব সালেহীন একই বিদ্যালয়ের আইসিটি বিষয়ের শিক্ষক। তাঁর পুত্র শাহিন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্য বিদ্যালয় ল্যাব থেকে একটি ল্যাপটপ বাসায় নিয়ে আসার জন্য বাবাকে অনুরোধ জানায়। জনাব সালেহীন পুত্রকে না করে দেন।

২. সুজলপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকায় আখলাকে হামিদাহ এর কোন গুণটি প্রকাশ পায়?
ক তাকওয়া খ মানবসেবা গ আত্মশুদ্ধি ঘ কর্তব্যপরায়ণতা

৩. জনাব সালেহীনের ভূমিকায়–
i. তাঁর ইমান মজবুত হয়
ii. সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে
iii. আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. রাসুলুল্লাহ (স.) কাকে দৈনিক সত্তরবার ক্ষমা করার জন্য উৎসাহিত করেছেন?
ক মালিক খ শ্রমিক গ ছাত্র ঘ শিক্ষক

৫. ইসলামি জীবন পদ্ধতিকে কী বলা হয়?
ক শরিয়ত খ তাওহিদ গ রিসালাত ঘ আকাইদ

৬. রাশেদ একজন সৌখিন লোক। তিনি দামি পোশাক ও সুগন্ধি ব্যবহার করেন। এবছর তিনি সৌদি আরব গিয়ে একটি বিশেষ ইবাদত পালন করেন। এরপর থেকে রাশেদ সাধারণ কাপড় ব্যবহার শুরু করেন। এখন তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেন। রাশেদের জীবনপদ্ধতি পরিবর্তনে কোন ইবাদতের প্রভাব কাজ করেছে?
ক সালাত খ জাকাত গ সাওম ঘ হজ

৭. কোন সূরায় ইয়াতিমের প্রতি কঠোর হতে নিষেধ করা হয়েছে?
ক আশ-শামস খ আল-ইনশিরাহ গ আত-তীন ঘ আদ-দুহা

৮. আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে?
ক আমানতদার খ সিদ্দিক গ মুত্তাকি ঘ মানবসেবক

৯. "তারা (নারীগণ) তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ"– আয়াতের প্রতিপাদ্য কোনটি?
ক নারী-পুরুষ পরস্পর সহযোগী খ নারীর সম্মান ও মর্যাদা
গ নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ঘ নারীর ধর্মীয় অধিকার

১০. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষার সর্বোত্তম আদর্শ কোনটি?
ক স্বদেশপ্রেম খ আত্মশুদ্ধি গ বিশ্বভ্রাতৃত্ব ঘ কর্তব্যপরায়ণতা

☐ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব সেলিম মিরগঞ্জ বাজারের সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। এবারের সিলেটের বন্যার সময় বাজারের প্রত্যেক ব্যবসায়ী একলক্ষ টাকা করে দান করেন। কিন্তু সেলিম দান করেন ৫০০ টাকা। বাজারের অপর ব্যবসায়ী শাকিল একজন বাগানপ্রেমী। তাঁর একটি কাঠালের বাগান আছে। বাগানের কিছু কাঁঠাল মানুষজন নিয়ে খায়, কিন্তু শাকিল তাতে মন খারাপ করেন না।

১১. সেলিমের ভূমিকায় কোন হাদিসের শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়?
ক দানশীলতা খ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা
গ ইসলামের ভিত্তি ঘ ব্যবসায়ে সততা

১২. শাকিলের মানসিকতায়–
i. মানুষ ও জীবের কল্যাণ সাধিত হবে
ii. তিনি সদকায় সমান সওয়াব পাবেন
iii. শহিদগণের সাথে তাঁর হাশর হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. 'ইজমা' শব্দের অর্থ কী?
ক পঠিত খ একমত হওয়া গ তুলনা করা ঘ উপদেশ

১৪. হুকুম বিবেচনায় কোন কাজটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি?
ক সালাম দেয়া খ মৃতব্যক্তির জানাযা পড়া
গ রমজান মাসে রোজা রাখা ঘ দুই ঈদের সালাত আদায় করা

১৫. কোন ইবাদত অশ্লীলতা বর্জন করতে শেখায়?
ক হজ খ জাকাত গ সাওম ঘ সালাত

১৬. জনাব 'ক' করোনার সময় রোগীদের থেকে টাকা নিয়ে রক্ত সংগ্রহ করে কোনো ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই নেগেটিভ কিংবা পজেটিভ রিপোর্ট দিতেন। জনাব 'ক' এর কর্মটি কীসের শামিল?
ক ঘুষ খ সুদ গ প্রতারণা ঘ ফাসাদ

১৭. কুরআন অবতরণের পটভূমিকে কী বলে?
ক মাক্কি সূরা খ মাদানি সূরা গ শানেনুযুল ঘ তিলাওয়াত

১৮. গণিতশাস্ত্রের জনক বলা হয় কাকে?
ক আল-মাসুদি খ উমর খৈয়াম
গ আল-মুকাদ্দেসি ঘ আল-খাওয়ারেযমি

১৯. প্রাক ইসলামি যুগকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয় কেন?
ক বর্বর লোকাচার খ তাওহিদ ও রিসালাত শিক্ষার অভাব
গ মানুষ বেচাকেনা ঘ গোত্রে-গোত্রে বিবাদ ও সংঘাত

২০. এবারের বন্যার সময় লক্ষ্মীপুরের মানুষের মধ্যে খাদ্যসংকট দেখা দেয়। দিশারী নামক একটি সংগঠন পুরো বন্যার সময় লক্ষ্মীপুরের দুর্গত মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করে। দিশারীর কাজে কোন খলিফার আদর্শ অনুসৃত হয়?
ক হযরত আবু বকর (রা.) খ হযরত উমর (রা.)
গ হযরত উসমান (রা.) ঘ হযরত উসমান (রা.)

২১. কোনটি হত্যার চেয়েও জঘন্য?
ক হিংসা খ বিশৃঙ্খলা গ প্রতারণা ঘ সুদ

২২. 'আদ-দুহা' শব্দের অর্থ কী?
ক সূর্য খ আজির
গ নিত্যব্যবহার্য বস্তু ঘ দিনের প্রথম ভাগ

২৩. ইমানের মূল বিষয় কয়টি?
ক ৪ খ ৫ গ ৬ ঘ ৭

২৪. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে কী বলে?
ক ইমান খ তাওহিদ গ রিসালাত ঘ আকাইদ

২৫. কোনটি চিরস্থায়ী জীবনের সূচনাপর্ব?
ক জান্নাত খ জাহান্নাম গ মৃত্যু ঘ কবর

☐ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
হাসনাবাদ গ্রামে সমর নামে একজন লোক সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন, 'আমার নিকট স্রষ্টার পক্ষ থেকে অহি আসে'। কিন্তু মানুষ তার কথায় বিশ্বাস করে তার অনুসারী হয়ে যায়। একই গ্রামের হাসমত একজন ধনী মানুষ। তার জনৈক বন্ধু তাকে বছর শেষে মোট সম্পদ হিসেব করে জাকাত দেয়ার পরামর্শ দেন। হাসমত তাকে বলেন, এটি এক ধরনের জরিমানা। আমি জাকাত দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনা।

২৬. সময় ও তার অনুসারীদের কর্মকাণ্ডে কী লঙ্ঘিত হয়?
ক তাওহিদ খ খতমে নবুয়ত গ তাকদির ঘ আখিরাত

২৭. হাসমতের কর্মকাণ্ডের ফলে–
i. সমাজে অনৈতিকতা ও পাপাচার বৃদ্ধি পাবে
ii. তিনি জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত হবেন
iii. তিনি ইমানহারা খোদাদ্রোহী বলে গণ্য হবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. আল্লাহ তায়ালা কোন অপরাধ ক্ষমা করবেন না?
ক শিরক খ নিফাক গ কুফর ঘ ফাসাদ

২৯. রিসালাত ও নবুয়ত মানুষের কল্যাণ সাধন করে–
i. স্রষ্টার সত্তা ও গুণাবলির পরিচয় জানা ও মানায়
ii. নবি ও রাসুলগণের অনুগত আদর্শ অনুসরণে
iii. বিশ্বব্যাপী একটি কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. 'আল-কানুন ফিত-তিব্ব'– গ্রন্থটি কার রচিত?
ক ইবনে রুশদ খ আলরাজি গ ইবনে সিনা ঘ আলবিরুনি

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। ফাহিম বিশ্বাস করে, আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। এটি শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সে আল-কুরআনের আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে চলার চেষ্টা করে। অপরদিকে ফাহিমের বন্ধু নাঈম তার এলাকার খতিবের নিকট অভিমত ব্যক্ত করেন, আমি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তবে এ মহাবিশ্ব পরিচালনার জন্য অনেক সহযোগী দরকার। খতিব সাহেব নাঈমকে সতর্ক করে বলেন, আপনার এরূপ মানসিকতা পরিহার করা উচিত অন্যথায় আপনার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে।

ক. ইসলাম কী? ১

খ. তুমি কেনো তকদিরে বিশ্বাস কর? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ফাহিমের মানসিকতায় ঈমানের কোন মৌলিক বিষয়টি প্রকাশ পায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নাঈমের মানসিকতা চিহ্নিতপূর্বক তার সম্পর্কে খতিব সাহেবের উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২। সামিন একজন ব্যবসায়ী। তার প্রতিবেশী মাহিন তার কাছ থেকে এক সপ্তাহের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ধার নেয়। সামিন এক মাসেও টাকা ফেরত না পেয়ে মাহিনকে চাপ দেয়। হঠাৎ করে মাহিন সামিনকে বলে, তোমার টাকা তো কবেই ফেরত দিয়েছি। অপরদিকে মাহিনের বন্ধু পলাশ সাধারণত নামাজ--কালাম আদায় করে না। পলাশের স্ত্রী স্বামীকে নামাজ পড়ার জন্য তাকিদ দেন। জবাবে পলাশ বলে, "মন ভালো থাকলে নামাজ লাগে না।" এক সময়ে পলাশ অবৈধ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায় লোকসান হওয়ায় সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

ক. আখিরাত কী? ১

খ. "ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক গাছের শিকড় ও শাখার মতো।"—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মাহিনের চরিত্র কীসের শামিল? আকাইদের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পলাশের মানসিকতা চিহ্নিত করে আকাইদের আলোকে এর পরিণতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। আল হেরা বিদ্যালয়ে শিক্ষক পরিষদের সভায় দুটি বিষয় আলোচনা হয়। একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ের ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি মনোনয়নের জন্য ড. জাহাঙ্গীরের নাম প্রস্তাব করেন। তখন সকল শিক্ষক উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। অপরদিকে ইসলাম শিক্ষার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আমির প্রস্তাব করেন— বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে কোনো শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় ৯৫% নম্বর পেলে তাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়, এ বছর থেকে ইসলাম শিক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়ে পুরস্কার প্রদান করা হোক। প্রধান শিক্ষক মহোদয় দুটি প্রস্তাবই পাশ হলো মর্মে ঘোষণা প্রদান করেন। পরবর্তী বছর আল হেরা বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার অনেক বৃদ্ধি পায়।

ক. 'মাউন' বলতে কী বোঝ? ১

খ. শানেনুযুল জানতে হবে কেন? ২

গ. ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি মনোনয়নের সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়াটি ইসলামি শরিয়তের কোন উৎসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞানের ন্যায় ইসলাম শিক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়ে ৯৫% নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়াটি চিহ্নিত করে এর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। হাবিব ও লাবিব দুই সহপাঠি। পরীক্ষার হলে এক সময় হাবিব তার কলম হারিয়ে ফেললে লাবিবের কাছে একটি কলম ধার চায়। লাবিবের নিকট অতিরিক্ত কলম থাকলেও সে হাবিবকে তা দেয়নি। লাবিবের পিতা শাকিল সাহেব এ বছর জাকাত বিতরণের দিন কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দাওয়াত দেন। সাংবাদিকদের উপস্থিত হতে দেরি হওয়ায় তিনি বিতরণের কার্যক্রম দুই ঘণ্টা পিছিয়ে দেন। তিনি সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন তার জাকাত বিতরণ অনুষ্ঠানটি যেন সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

ক. ফরজে আইন কাকে বলে? ১

খ. আল্লাহর পরিজন কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. লাবিবের আচরণটি কোন সূরার শিক্ষার পরিপন্থি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শাকিল সাহেবের জাকাত দান তার জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে কি? সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। নাসির সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ধনসম্পদকে আল্লাহর দেয়া নেয়ামত মনে করেন। এর শুকরিয়াস্বরূপ ইয়াতিম ও ভিক্ষুকদেরকে ব্যাপকভাবে দান করেন। অপরদিকে তার ভাই মশিউর একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। একজন প্রতিবেশীর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে তার বাসার চেয়ার-টেবিল, হাড়ি-পাতিল ধার দেন। তবে তার ইয়াতিম ভাতিজা মারুফ এসএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপ ও হোস্টেলের খরচের জন্য এক হাজার টাকা সাহায্য চাইলে মশিউর তাকে ফিরিয়ে দেন।

ক. মাকতু হাদিস কাকে বলে? ১

খ. কুরআন তেলাওয়াত কেনো উত্তম ইবাদত? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নাসির সাহেবের আচরণে কোন সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মশিউরের কর্মকাণ্ডে কোনো একটি সূরার শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় কি? সূরাটি চিহ্নিত করে তোমার যুক্তি দাও। ৪

৬। ডাঃ রফিক একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক। তিনি প্রতি শুক্রবার বিনামূল্যে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেন। অতি দরিদ্র রোগীদের কিছু ঔষধও কিনে দেন। ডাঃ রফিকের শিশুপুত্র তামিমের বয়স নয় বছর। সে দৈনিক পাঁচবার রুকু-সিজদাবিশিষ্ট একটি ইবাদত করে। সে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করে। প্রতি শুক্রবার নিজের নখ নিজেই কাটে। আগের মতো সকাল বেলা ঘুমিয়ে না থেকে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেয়।

ক. ইলম কী? ১

খ. জাকাত কীভাবে মুসলমানদের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ডাঃ রফিকের কর্মকাণ্ড কোন প্রকারের ইবাদত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তামিমের ইবাদতটি চিহ্নিতপূর্বক চরিত্র গঠনে এর গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৪

৭। সিফাত গত রাতে সুবহে সাদিকের পূর্বেই খানাপিনা শেষ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সারাদিন উপোস থাকে। মাগরিবের আজান শুনে সে আবার নাস্তা গ্রহণ করল। সিফাতের ভাই রাফি তার কারখানায় একজন কর্মচারী নিয়োগ করেন। নিয়োগের সময় বেতন নিয়ে কোনো কথা হয়নি। মাস শেষে কর্মচারীকে দশ হাজার টাকা দেয়া হলে সে পনেরো হাজার টাকা দাবি করে। এই নিয়ে কারখানায় চরম অসন্তোষ দেখা দেয়।

ক. দম কী? ১

খ. জাকাত কেন ধনীর দয়া নয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সিফাতের কাজে কোন ইবাদত পালিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার কি মনে হয় কারখানার ঘটনায় রাফি ও কর্মচারী উভয়েই দায়ী? ইবাদতের আলোকে চিহ্নিত করে তোমার মতামত দাও। ৪

৮। হামিম শনিবার মনসুরের নিকট থেকে একটি ল্যাপটপ ধার নেয়। সে মনসুরকে কথা দেয়, শুক্রবার এটি ফেরত দেবে। কিন্তু শুক্রবার হঠাৎ করে আবহাওয়া খুব খারাপ হয়ে যায়। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও হামিম শুক্রবারেই মনসুরের ল্যাপটপটি অক্ষতভাবে পৌঁছে দেয়। অপরদিকে মনসুরের মা হাবিবা টেলিফোনে প্রতিদিন মা-বাবা ও ভাই-বোনের খোঁজখবর নেন। তবে বিগত ছয় মাসেও তিনি শ্বশুর-শাশুড়িকে ফোন করেননি।

ক. সিদক কাকে বলে? ১

খ. প্রতারক কীভাবে মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. হামিমের ভূমিকায় আখলাকে হামিদাহ্‌র কোন গুণটি পালিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. হাবিবার কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদাহ্‌র কোনো একটি গুণ কি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯। সবুজ হাফপ্যান্ট পরে দিনের বেলা মহল্লায় ঘুরে বেড়ায়। তার স্ত্রী জেবা স্বামীর সাথে আলাপচারিতায় জানায়, তার অফিসে একজন নতুন সহকর্মী যোগদান করেছে। সে মানুষের সাথে সবসময় খারাপ ব্যবহার করে। জেবা তার গত মাসের বেতনের ৫০,০০০/- টাকা একজন সহকর্মীকে এই মর্মে ধার দিয়েছে যে, ফেরত দেয়ার সময় তাকে মোট ৬০,০০০/- টাকা দিতে হবে।

ক. তাকওয়া কী? ১

খ. ফিতনা কেন হত্যার চেয়েও জঘন্য? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সবুজের আচরণে আখলাকে হামিদাহ্‌র কোন গুণটি লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জেবার কোন কাজটি মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সমতুল্য অপরাধ? তার কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১০। রসুলপুর গ্রামে আব্দুল মুনিম নামে এক কিশোর দেখল, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লোকেরা মারামারি পর্যন্ত করেছে। তাই শান্তি স্থাপনের জন্য সে সমমনা কয়েকজন সহপাঠীকে সাথে নিয়ে 'আহবাব' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলে। অপরদিকে তার ভাই আব্দুল করিম একজন জনপ্রতিনিধি। তিনি বন্যার্তদের জন্য নিজ হাতে ত্রাণ বিতরণ করেছেন এবং তার অধীনস্তদের সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালনা করেছেন। তবে তার ভাতিজা একটি চুরি মামলায় আটক হলে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি তাকে ছাড়িয়ে আনেন।

ক. আইয়ামে জাহিলিয়া বলতে কী বোঝ? ১

খ. হযরত আবু বকর (রা.)-কে 'ইসলামের ত্রাণকর্তা' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আব্দুল মুনিম কর্তৃক 'আহবাব' সংস্থা প্রতিষ্ঠা মহানবি (স.)-এর কোন বিষয়টির অনুসরণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আব্দুল করিমের কর্মকাণ্ডে কি কোনো একজন খলিফার সার্বিক চরিত্র ফুটে উঠেছে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। **তথ্য-১ :** ইমাম মুসলিম (র.) 'সহিহ মুসলিম' নামে একখানা হাদিস গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি তিন লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে ৩০৩৩টি হাদিস সহিহ মুসলিম শরিফে লিপিবদ্ধ করেন।

তথ্য-২ : জনাব এহসান একটি সংস্থার নির্বাচিত চেয়ারম্যান। তিনি ছোট একটি মুরগি খামারের আয়ে সংসার পরিচালনা করেন। গৃহস্থালি কাজে স্ত্রী মাইমুনাকে সাহায্য করেন। তবে তিনি সংস্থা কর্তৃক বরাদ্দকৃত একটি বাড়িতে বসবাস করেন।

ক. মদিনা সনদ কী? ১

খ. উসমান (রা.) কে যুননুরাইন বলা হয় কেন? ২

গ. ইমাম মুসলিম (র.)-এর ভূমিকাটি কোন মুসলিম মনীষীর অবদানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব এহসানের জীবনযাপনে কোনো একজন খলীফার আদর্শ সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় কি? উক্ত খলিফাকে চিহ্নিত করে তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা (কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ঘ	২	খ	৩	ঘ	৪	খ	৫	ক	৬	ঘ	৭	ঘ	৮	গ	৯	ক	১০	গ	১১	ক	১২	ক	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ঘ
	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	গ	২১	খ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	খ	২৭	খ	২৮	ক	২৯	ক	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ ফাহিম বিশ্বাস করে, আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। এটি শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সে আল-কুরআনের আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে চলার চেষ্টা করে। অপরদিকে ফাহিমের বন্ধু নাঈম তার এলাকার খতিবের নিকট অভিমত ব্যক্ত করেন, আমি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তবে এ মহাবিশ্ব পরিচালনার জন্য অনেক সহযোগী দরকার। খতিব সাহেব নাঈমকে সতর্ক করে বলেন, আপনার এরূপ মানসিকতা পরিহার করা উচিত অন্যথায় আপনার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে।

ক. ইসলাম কী? ১

খ. তুমি কেনো তকদিরে বিশ্বাস কর? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ফাহিমের মানসিকতায় ঈমানের কোন মৌলিক বিষয়টি প্রকাশ পায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নাঈমের মানসিকতা চিহ্নিতপূর্বক তার সম্পর্কে খতিব সাহেবের উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলাম হলো মহান আল্লাহর মনোনীত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

খ তকদিরের প্রতি বিশ্বাস অত্যন্ত জরুরি। কারণ তকদির হলো নির্ধারিত পরিমাণ, ভাগ্য বা নিয়তি। আল্লাহ তায়ালা মানুষের তাকদিরের নিয়ন্ত্রক। তিনিই তাকদিরের ভালো মন্দ নির্ধারণকারী। মানুষ যা চায় তাই-ই করতে পারবে না; বরং মানুষ শুধু তার কাজের জন্য চেষ্টা সাধনা করবে। অতঃপর ফলাফলের জন্য আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করবে। যদি চেষ্টা করার পরও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পায় তবে হতাশ হবে না। আর যদি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে যায়, তবে আনন্দে আত্মহারা হবে না; বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞশীল হবে।

গ ফাহিমের মানসিকতায় 'আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস' নামক ইমানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

আসমানি কিতাবসমূহ আল্লাহ তায়ালার বাণী। যেসব কিতাব মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে দিকনির্দেশনাস্বরূপ নাজিল করেছেন তাকে আসমানি কিতাব বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর বাণী রাসুলগণের নিকট প্রেরণ করেছেন। নবি-রাসুলগণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেন। নানা আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, সুসংবাদ, সতর্কবাণী ইত্যাদি আসমানি কিতাবের মধ্যে রয়েছে। আমরা আল্লাহ তায়ালার পরিচয় এর মাধ্যমেই পেয়েছি। পৃথিবীতে মোট ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাজিল করা হয়েছে। সর্বশেষ আসমানি কিতাব হলো আল-কুরআন।

উদ্দীপকে ফাহিম বিশ্বাস করে, আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। এটি শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সে আল-কুরআনের আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে চলার চেষ্টা করে। যা দ্বারা আসমানি কিতাব আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।

সুতরাং ফাহিমের মানসিকতায় ইমানের মৌলিক বিষয় 'আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস' বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ নাঈমের মানসিকতায় 'শিরক' চিহ্নিত হয়েছে। আর নাঈমের মানসিকতার ব্যাপার খতিব সাহেবের উক্তিটি নিঃসন্দেহে যথার্থ।

শিরক শব্দের অর্থ– অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়– মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে বলা হয় মুশরিক। শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। যা নাঈমের মানসিকতায় প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফাহিমের বন্ধু নাঈম তার এলাকার খতিবের নিকট অভিমত ব্যক্ত করেন, আমি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তবে এ মহাবিশ্ব পরিচালনার জন্য অনেক সহযোগী দরকার। খতিব সাহেব নাঈমকে সতর্ক করে বলেন, আপনার এরূপ মানসিকতা পরিহার করা উচিত অন্যথায় আপনার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। এখানে ফাহিমের বন্ধু নাঈম আল্লাহর একক সত্তাকে অস্বীকার করে "মহাবিশ্ব পরিচালনার জন্য অনেক সহযোগী দরকার" মন্তব্য করার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। এ ধরনের কাজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। জনাব নাঈমের এরূপ মানসিকতাকে সতর্ক করে খতিব সাহেব যে উক্তির অবতারণা ঘটিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে যথার্থ। কেননা আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ط

অর্থ : "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তার জন্য অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দেবেন। এবং তার আবাস জাহান্নাম।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৭২)

প্রকৃতপক্ষে শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এরূপ কাজ থেকে সকলেরই সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। ভুলক্রমে আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক করে ফেললে সাথে সাথে পুনরায় ইমান আনতে হবে। অতঃপর বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সাথে সাথে ভবিষ্যতে এরূপ পাপ না করার শপথ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা স্বীয় দয়া ও করুণার মাধ্যমে পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

আমরা অবশ্যই শিরক থেকে বেঁচে থাকব এবং আল্লাহর উপর সুদৃঢ় ইমান এনে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হব। তাহরেই আমাদের ইহকাল ও পরকাল মঙ্গলময় হবে।

অতএব, নাঈমের মানসিকতা সম্পর্কে খতিব সাহেবের উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০২ সামিন একজন ব্যবসায়ী। তার প্রতিবেশী মাহিন তার কাছ থেকে এক সপ্তাহের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ধার নেয়। সামিন এক মাসেও টাকা ফেরত না পেয়ে মাহিনকে চাপ দেয়। হঠাৎ করে মাহিন সামিনকে বলে, তোমার টাকা তো কবেই ফেরত দিয়েছি। অপরদিকে মাহিনের বন্ধু পলাশ সাধারণত নামাজ--কালাম আদায় করে না। পলাশের স্ত্রী স্বামীকে নামাজ পড়ার জন্য তাকিদ দেন। জবাবে পলাশ বলে, "মন ভালো থাকলে নামাজ লাগে না।" এক সময়ে পলাশ অবৈধ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায় লোকসান হওয়ায় সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

ক. আখিরাত কী? ১
খ. "ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক গাছের শিকড় ও শাখার মতো।"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মাহিনের চরিত্র কীসের শামিল? আকাইদের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পলাশের মানসিকতা চিহ্নিত করে আকাইদের আলোকে এর পরিণতি বিশ্লেষণ করো। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়।

খ ইমান ও ইসলাম গাছের মূল ও শাখা-প্রশাখার মতো। ইমান হলো গাছের শিকড় বা মূল আর ইসলাম তার শাখা-প্রশাখা। মূল না থাকলে শাখা-প্রশাখা হয় না। আর শাখা-প্রশাখা ছাড়া মূল বা শিকড় মূল্যহীন। ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ। ইমান হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। আর ইসলাম বাহ্যিক আচার-আচরণ ও কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত। তাই ইমান ও ইসলাম একে অন্যের পরিপূরক।

গ মাহিনের চরিত্র নিফাকের শামিল।

নিফাক শব্দের আভিধানিক অর্থ– ভণ্ডামি, কপটতা, প্রতারণা, দ্বিমুখীভাব ইত্যাদি। অন্তরে বিরোধিতা গোপন রেখে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করাই হলো নিফাক। মাহিনের চরিত্র এ বিষয়টিকে ধারণ করে।

উদ্দীপকে সামিন একজন ব্যবসায়ী। তার প্রতিবেশী মাহিন তার কাছ থেকে এক সপ্তাহের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ধার নেয়। সামিন এক মাসেও টাকা ফেরত না পেয়ে মাহিনকে চাপ দেয়। হঠাৎ করে মাহিন সামিনকে বলে, তোমার টাকা তো কবেই ফেরত দিয়েছি। অর্থাৎ মাহিন অস্বীকার করে, মিথ্যা বলে এবং আমানতের খিয়ানত করে। আর এ তিনটি বৈশিষ্ট্যই মুনাফিকদের মধ্যে বিদ্যমান। মহানবি (সা.) বলেন, 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোনো কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয়, তখন তার খিয়ানত করে (সহিহ বুখারি)। এ ধরনের ব্যক্তি মিথ্যুক হওয়ার কারণে নানা ধরনের অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। পার্থিব লোভ-লালসা ও স্বার্থ রক্ষায় তারা মানুষের সব ধরনের অকল্যাণ করতে পারে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পরকালীন জীবনে মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-১৪৫)

সুতরাং, পরিশেষে বলা যায়, মাহিনের কাজটি হলো নিফাকের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ধরনের কাজের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ঘ পলাশের মানসিকতা কুফর এর অন্তর্ভুক্ত। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

কুফর শব্দের অর্থ– অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকেই কুফর বলা হয়। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে– আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণাবলিকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা, ইমানের মৌলিক সাতটি বিষয়কে অস্বীকার করা, ইসলামের মৌলিক ইবাদতকে অস্বীকার করা, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা, ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অনুকরণ করা, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা প্রভৃতি। এগুলোর মধ্যে পলাশ ইসলামের মৌলিক ইবাদত সালাতকে অস্বীকার করাসহ অবৈধ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে, যা কুফরের শামিল। এর কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

উদ্দীপকে মাহিনের বন্ধু পলাশ সাধারণত নামাজ--কালাম আদায় করে না। পলাশের স্ত্রী স্বামীকে নামাজ পড়ার জন্য তাকিদ দেন। জবাবে পলাশ বলে, "মন ভালো থাকলে নামাজ লাগে না।" এক সময়ে পলাশ অবৈধ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায় লোকসান হওয়ায় সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তার এরূপ মনোভাব কুফরের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে মৌলিক ইবাদত সালাতকে অস্বীকার করেছে এবং হারাম ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে। তার এমন মনোভাবের ফলে দুনিয়াতে অনৈতিকতার প্রসার ঘটবে এবং তাকে অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে যারা কুফরি করবে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় স্থানেই তাদেরকে করুণ পরিণতি বরণ করতে হবে। কুফর মানবসমাজে পাপাচার বৃদ্ধি করে এবং অনৈতিকতার প্রসার ঘটায়। কাফিরদের কাছে দুনিয়ার জীবনই সবকিছু বলে মনে হয়। তাই তারা হালাল-হারাম, নীতি-নৈতিকতা বিবেচনা না করে যা খুশি তাই করে বেড়ায়। ফলে সমাজে মিথ্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি পাপ কাজ প্রসার লাভ করে। এ ধরনের কাজের জন্য কাফিররা জাহান্নামে অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ বলেন, 'যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৩৯)

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, পলাশের মনোভাবে কুফরির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এর কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্রশ্ন ▶ ০৩ আল হেরা বিদ্যালয়ে শিক্ষক পরিষদের সভায় দুটি বিষয় আলোচনা হয়। একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ের ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি মনোনয়নের জন্য ড. জাহাঙ্গীরের নাম প্রস্তাব করেন। তখন সকল শিক্ষক উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। অপরদিকে ইসলাম শিক্ষার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আমির প্রস্তাব করেন– বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে কোনো শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় ৯৫% নম্বর পেলে তাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়, এ বছর থেকে ইসলাম শিক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়ে পুরস্কার প্রদান করা হোক। প্রধান শিক্ষক মহোদয় দুটি প্রস্তাবই পাশ হলো মর্মে ঘোষণা প্রদান করেন। পরবর্তী বছর আল হেরা বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার অনেক বৃদ্ধি পায়।

ক. 'মাউন' বলতে কী বোঝ? ১
খ. শানেনুযুল জানতে হবে কেন? ২
গ. ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি মনোনয়নের সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়াটি ইসলামি শরিয়তের কোন উৎসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞানের ন্যায় ইসলাম শিক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়ে ৯৫% নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়াটি চিহ্নিত করে এর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তুকে মাউন বলা হয়।

খ শানে নুযুল জানার মাধ্যমে আমরা আল-কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারি।

নানা প্রয়োজন ও উপলক্ষে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে অল্প অল্প করে কুরআন নাজিল হয়েছে। যে অবস্থা বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল-কুরআনের আয়াত বা সূরা নাজিল হয়েছে তা না জানলে সেই সূরা বা আয়াত ভালোভাবে বোঝা যায় না। বরং শানে নুযুল জানা থাকলে শরিয়তের বিধান প্রবর্তনের রহস্য জানা যায়। আয়াতের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সঠিক মর্মার্থ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

গ ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি মনোনয়নের সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়াটি ইসলামি শরিয়তের তৃতীয় উৎস ইজমা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যার গুরুত্ব অত্যধিক।

ইজমা আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ– একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে কোনো বিষয় বা কথায় ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলে। কুরআন ও হাদিসের পর ইসলামি শরিয়তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো ইজমা। উদ্দীপকেও এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আল হেরা বিদ্যালয়ে শিক্ষক পরিষদের সভায় দুটি বিষয় আলোচনা হয়। একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ের ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি মনোনয়নের জন্য ড. জাহাঙ্গীরের নাম প্রস্তাব করেন। তখন সকল শিক্ষক উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। এতে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামি শরিয়তে ইজমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আল-কুরআন ও হাদিসের পরই এর স্থান। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস দ্বারা ইজমার বৈধতা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ অর্থাৎ, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১১০)। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থি জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষ্যদাতা হতে পার' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-১৪৩)। এ আয়াতদ্বয়ে উম্মতে মুহাম্মদি তথা মুসলিম জাতিকে শ্রেষ্ঠ ও মধ্যপন্থি উম্মত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইজমার পরোক্ষ দলিলস্বরূপ। হাদিসেও ইজমার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন মহানবি (স) বলেন– مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ অর্থাৎ, 'মুসলমানগণ যা ভালো বলে মনে করে তা আল্লাহ তায়ালার কাছেও ভালো' (তাবারানি)। এ হাদিস দ্বারাও ইজমা তথা মুসলমানদের ঐকমত্যের গুরুত্ব প্রমাণিত।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইজমা শরিয়তের অন্যতম দলিল। এর বৈধতা কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তাই আমাদের উচিত ইজমাকে শরিয়তের উৎস হিসেবে মানা এবং এর উপর আমল করা।

ঘ বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞানের ন্যায় ইসলাম শিক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়ে ৯৫% নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়াটি 'ইনসাফ' বা ন্যায়নীতি এর অন্তর্ভুক্ত। যার গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইসলাম শিক্ষার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আমির প্রস্তাব করেন– বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে কোনো শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় ৯৫% নম্বর পেলে তাদের পুরস্কার প্রদান করা হোক। প্রধান শিক্ষক মহোদয় দুটি প্রস্তাবই পাশ হলো মর্শে ঘোষণা প্রদান করেন। যা ইনসাফ বা ন্যায়নীতির শামিল। ইসলাম ধর্মে ইনসাফকে একটি মৌলিক নীতি হিসেবে ধরা হয়। তাই এ ধর্ম ইনসাফের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সব বিষয়ে সমান গুরুত্ব দেওয়া এবং সব শিক্ষার্থীর প্রতি সমান সুযোগ সৃষ্টি করা ইসলামি শিক্ষার মূল শিক্ষা। কেবলমাত্র ইংরেজি, বাংলা বা বিজ্ঞান নয়; ইসলাম শিক্ষাসহ অন্য বিষয়েও ভালো ফল করা শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত ইনসাফ প্রতিষ্ঠার একটি দৃষ্টান্ত।

এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায় সাম্য ও ন্যায়ের বাস্তবায়ন হয় এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে সব বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ও গুরুত্ব বাড়ে, যা ইসলামি মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অতএব আমাদের জীবন চলার পথে ইনসাফকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। ইসলামে এর প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৪ হাবিব ও লাবিব দুই সহপাঠি। পরীক্ষার হলে এক সময় হাবিব তার কলম হারিয়ে ফেললে লাবিবের কাছে একটি কলম ধার চায়। লাবিবের নিকট অতিরিক্ত কলম থাকলেও সে হাবিবকে তা দেয়নি। লাবিবের পিতা শাকিল সাহেব এ বছর জাকাত বিতরণের দিন কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দাওয়াত দেন। সাংবাদিকদের উপস্থিত হতে দেরি হওয়ায় তিনি বিতরণের কার্যক্রম দুই ঘন্টা পিছিয়ে দেন। তিনি সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন তার জাকাত বিতরণ অনুষ্ঠানটি যেন সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

ক. ফরজে আইন কাকে বলে? ১

খ. আল্লাহর পরিজন কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. লাবিবের আচরণটি কোন সূরার শিক্ষার পরিপন্থি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শাকিল সাহেবের জাকাত দান তার জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে কি? সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল ফরজ বিধান সবার উপর পালন করা অত্যাবশ্যক তাকে ফরজে আইন বলে।

খ মহান আল্লাহ তায়ালা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি ব্যতীত আর যা কিছু আছে সবই তার মাখলুক। মহান আল্লাহ সবকিছুর পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও নিয়ন্ত্রক। মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টিই মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। মহান আল্লাহর গুণগান করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন।

গ লাবিবের আচরণটি পবিত্র কুরআনের অন্যতম সূরা সূরা আল-মাউন এর শিক্ষার পরিপন্থি।

সূরা আল মাউন আল কুরআনের ১০৭তম সূরা। এ সূরায় সালাতের প্রতি উদাসীন না হওয়া, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, গৃহস্থালির উপকরণ অন্যদের দান করা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লাবিবের মধ্যে এ শিক্ষার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হাবিব ও লাবিব দুই সহপাঠি। পরীক্ষার হলে এক সময় হাবিব তার কলম হারিয়ে ফেললে লাবিবের কাছে একটি কলম ধার চায়। লাবিবের নিকট অতিরিক্ত কলম থাকলেও সে হাবিবকে তা দেয়নি। যাতে সূরা আল মাউন এর শিক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হয়। আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা আল-মাউনে আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো– বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ; ইয়াতিম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। ইয়াতিম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে; কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। আর ব্যক্তিগত বা গৃহস্থালির ছোটখাটো কোনো জিনিস কেউ ধার চাইলে তা দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কার্পণ্য করা মোটেও সমীচীন নয়। এসব বিষয়গুলোর প্রতি প্রত্যেক মুসলিমের সতর্ক থাকা উচিত। নতুবা তাদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

সুতরাং, লাবিবের অচরণে সূরা আল-মাউন এর শিক্ষার অভাব রয়েছে।

ঘ না, শাকিল সাহেবের জাকাত দান নিঃসন্দেহে তার জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না।

শাকিল সাহেবের কর্মকাণ্ডে পাঠ্যবইয়ের ১নং হাদিস তথা নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসের বিপরীতমুখী আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

পাঠ্যবইয়ের ১ নং হাদিসে কাজের সাথে উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কাজের ফলাফল তাই হবে, যে উদ্দেশ্যে কাজটি করা হবে। কিন্তু উদ্দীপকে শাকিল সাহেবের কর্মকাণ্ডে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাচ্ছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, লাবিবের পিতা শাকিল সাহেব এ বছর জাকাত বিতরণের দিন কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দাওয়াত দেন। সাংবাদিকদের উপস্থিত হতে দেরি হওয়ায় তিনি বিতরণের কার্যক্রম দুই ঘন্টা পিছিয়ে দেন। তিনি সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন তার জাকাত বিতরণ অনুষ্ঠানটি যেন সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। মূলত তার কাজগুলো ভালো হলেও উদ্দেশ্য সৎ নয়। কারণ তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়; বরং তিনি লোক দেখানো বা পার্থিব উদ্দেশ্যে এ কাজ করছেন। পাঠ্যবইয়ের ১নং হাদিসে বলা হয়েছে– إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ, 'প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ (এর ফলাফল) নিয়তের উপর নির্ভরশীল' (বুখারি)। উল্লিখিত হাদিসটিতে কাজের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত বা এর গুরুত্ব কী সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি সৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে ব্যর্থও হয় তবুও সে তার পুরস্কার লাভ করবে। আর যদি মন্দ বা অসৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে, তবে শাস্তি ভোগ করবে। এমনকি খারাপ উদ্দেশ্যে কেউ ভালো কাজ বা ইবাদত করলেও তাতে কোনো সাওয়াব হয় না। নিয়ত সৎ না হলে ভালো কাজও মন্দ হিসেবে পরিগণিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে জনাব শাকিল সাহেব অসৎ উদ্দেশ্যে ভালো কাজ করেছেন। আর পাঠ্যবইয়ের ১ নং হাদিস বা নিয়ত সম্পর্কিত হাদিস অনুসারে মহান আল্লাহর কাছে এ ধরনের কাজ অগ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন ▸ ০৫ নাসির সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ধনসম্পদকে আল্লাহর দেয়া নেয়ামত মনে করেন। এর শুকরিয়াস্বরূপ ইয়াতিম ও ভিক্ষুকদেরকে ব্যাপকভাবে দান করেন। অপরদিকে তার ভাই মশিউর একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। একজন প্রতিবেশীর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে তার বাসার চেয়ার-টেবিল, হাড়ি-পাতিল ধার দেন। তবে তার ইয়াতিম ভাতিজা মারুফ এসএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপ ও হোস্টেলের খরচের জন্য এক হাজার টাকা সাহায্য চাইলে মশিউর তাকে ফিরিয়ে দেন।

ক. মাকতু হাদিস কাকে বলে? ১

খ. কুরআন তেলাওয়াত কেনো উত্তম ইবাদত? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নাসির সাহেবের আচরণে কোন সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মশিউরের কর্মকাণ্ডে কোনো একটি সূরার শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় কি? সূরাটি চিহ্নিত করে তোমার যুক্তি দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হাদিসের সনদ তাবেঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাকতু হাদিস বলে।

খ 'আমার উম্মতের উত্তম ইবাদত হলো কুরআন তিলাওয়াত' হাদিসটির মর্মার্থ হলো– কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত। কুরআন হলো আল্লাহর নুর বা জ্যোতি। এটি তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা সমুন্নত করে। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। মানুষ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিতে উদ্ভাসিত হয়।

গ নাসির সাহেবের আচরণে সূরা আদ্-দুহা এর শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

সূরা আদ-দুহা আল-কুরআনের ৯৩ম সূরা। এ সূরায় আল্লাহ তায়ালা মহানবি (সা.)-কে প্রদত্ত নানা নিয়ামতের কথা বর্ণনা করেন। আবার এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করারও নির্দেশ দেন। উদ্দীপকেও এ সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নাসির সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ধনসম্পদকে আল্লাহর দেয়া নেয়ামত মনে করেন। এর শুকরিয়াস্বরূপ ইয়াতিম ও ভিক্ষুকদেরকে ব্যাপকভাবে দান করেন। যা সূরা আদ-দুহার আলোকে যথার্থ। কেননা সূরা আদ-দুহা থেকেই আমরা এ শিক্ষা পেয়ে থাকি। এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদেরকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন, তাদের কল্যাণময় জীবন দান করেন। এছাড়াও বহু নিয়ামত দান করেন। তাই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিত গরিব, দুঃখী, ইয়াতিম ও ভিক্ষুকদের যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা করা। অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর না হওয়া, তাদের গালমন্দ কিংবা মারধর না করা এবং তাদের ধমক না দেওয়া; বরং তাদের সাথে সদাচরণ করা।

পরিশেষে বলা যায়, নাসির সাহেবের আচরণে সূরা আদ-দুহার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। আর আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত এ সূরার শিক্ষাগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা।

ঘ মশিউরের কর্মকাণ্ডের সাথে সূরা আল মাউন এর শিক্ষার সামঞ্জস্য রয়েছে। তবে তার আচরণে এ সূরাটির শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়নি।

আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা আল-মাউনে আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো– বিচার দিবসকে অস্বীকার করা

খুবই জঘন্য কাজ; ইয়াতিম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। ইয়াতিম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে; কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে। সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস। আর গৃহাস্থলির ব্যবহার্য ছোটখাটো জিনিসপত্র কেউ ধার চাইলে তা দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কার্পণ্য করা সমীচীন হবে না মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মশিউর একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। একজন প্রতিবেশীর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে তার বাসার চেয়ার-টেবিল, হাড়ি-পাতিল ধার দেন। তবে তার ইয়াতিম ভাতিজা মারুফ এসএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপ ও হোস্টেলের খরচের জন্য এক হাজার টাকা সাহায্য চাইলে মশিউর তাকে ফিরিয়ে দেন। যা সূরা আল-মাউন এর শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা তিনি এ সূরার শিক্ষা থেকে কিছু গ্রহণ করেছেন আর কিছু গ্রহণ করেননি, যা কাফির-মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। একজন মুমিনের পক্ষে এরূপ আচরণ কখনও সমীচীন নয়। এ সাংঘর্ষিক অবস্থা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।

অতএব, মশিউরের কর্মকাণ্ডে সূরা আল-মাউন এর শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ০৬ ডাঃ রফিক একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক। তিনি প্রতি শুক্রবার বিনামূল্যে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেন। অতি দরিদ্র রোগীদের কিছু ঔষধও কিনে দেন। ডাঃ রফিকের শিশুপুত্র তামিমের বয়স নয় বছর। সে দৈনিক পাঁচবার রুকু-সিজদাবিশিষ্ট একটি ইবাদত করে। সে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করে। প্রতি শুক্রবার নিজের নখ নিজেই কাটে। আগের মতো সকাল বেলা ঘুমিয়ে না থেকে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেয়।

ক. ইলম কী? ১

খ. জাকাত কীভাবে মুসলমানদের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ডাঃ রফিকের কর্মকাণ্ড কোন প্রকারের ইবাদত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তামিমের ইবাদতটি চিহ্নিতপূর্বক চরিত্র গঠনে এর গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা।

খ জাকাত ইসলামের সেতুবন্ধন। কেননা জাকাত আদায়ে ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধিত হয়। জাকাত আদায় করলে সমাজের দরিদ্র লোকেরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়। এতে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আর্থিক ব্যবধান কমে আসে। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে। এর ফলে ধনী ও গরিবের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি হয়।

গ ডা. রফিকের কর্মকাণ্ড হাক্কুল ইবাদের অন্তর্ভুক্ত।

ইবাদত দুই প্রকার। যথা : হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ। হাক্কুল ইবাদ বলতে মানুষের প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব বা কর্তব্য রয়েছে তাকেই বোঝায়। যা ডা. রফিক এর কর্মে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ডাঃ রফিক একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক। তিনি প্রতি শুক্রবার বিনামূল্যে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেন। অতি দরিদ্র রোগীদের কিছু ঔষধও কিনে দেন। যা হাক্কুল ইবাদ এর নামান্তর। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়েই মানুষকে বসবাস করতে হয়। পিতা-মাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে আমরা বসবাস করি। একজন অন্যজনের দুঃখ-কষ্টে সাড়া দিই। বিপদে-আপদে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করি। পরস্পরের প্রতি এই সহানুভূতি ও দায়িত্বই হলো হাক্কুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকার। ইসলাম হাক্কুল ইবাদ আদায়ের জন্য অনেক তাগিদ দিয়েছে। যেমন রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যেমন : সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ, দাওয়াত কবুল করা, মজলুমকে সাহায্য করা ও হাঁচির জবাব দেওয়া।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং, উদ্দীপকে বর্ণিত ডা. রফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডে দ্বিতীয় প্রকার ইবাদত তথা হাক্কুল ইবাদ প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ তামিমের ইবাদতটি ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত সালাত হিসেবে চিহ্নিত। চরিত্র গঠনে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামের মূলভিত্তি ৫টি। সালাত তন্মধ্যে দ্বিতীয়। মহানবি (সা.) বলেন, সালাত দ্বীনের ভিত্তি। অন্যত্র তিনি বলেন, সালাত জান্নাতের চাবি। সালাত আদায় করতে গিয়ে বান্দা দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা হাসিল করে আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়া যায়। এতে তার ইমান বৃদ্ধি পায়। কুফর ও ইমানের মাঝে সালাত পার্থক্য সৃষ্টি করে। কারণ যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে সে ইমানদার। আর যে নামাজ পরিত্যাগ করে তার ইমান নেই। ইমানহীন ব্যক্তি কাফির। মহানবি (সা.) বলেন, 'সালাত হলো ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী' (তিরমিযি)। সালাত মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন− إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে' (সূরা আল-আনকাবূত : আয়াত-৪৫)। সালাতের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন পাঁচবার একত্রে সালাত আদায় করার ফলে মুসলমানদের মধ্যে হৃদ্যতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মুসলমানদের জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক এবং চরিত্র গঠনে অনন্য ভূমিকা পালনে সচেষ্ট।

প্রশ্ন ▶ ০৭ সিফাত গত রাতে সুবহে সাদিকের পূর্বেই খানাপিনা শেষ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সারাদিন উপোস থাকে। মাগরিবের আজান শুনে সে আবার নাস্তা গ্রহণ করল। সিফাতের ভাই রাফি তার কারখানায় একজন কর্মচারী নিয়োগ করেন। নিয়োগের সময় বেতন নিয়ে কোনো কথা হয়নি। মাস শেষে কর্মচারীকে দশ হাজার টাকা দেয়া হলে সে পনেরো হাজার টাকা দাবি করে। এই নিয়ে কারখানায় চরম অসন্তোষ দেখা দেয়।

ক. দম কী? ১

খ. জাকাত কেন ধনীর দয়া নয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সিফাতের কাজে কোন ইবাদত পালিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার কি মনে হয় কারখানার ঘটনায় রাফি ও কর্মচারী উভয়েই দায়ী? ইবাদতের আলোকে চিহ্নিত করে তোমার মতামত দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভুলে বা স্বেচ্ছায় হজের কোনো ওয়াজিব বাদ পড়লে তার কাফফারা হিসেবে পশু জবাই করা হলো দম।

খ জাকাত প্রদান করা দরিদ্রের প্রতি ধনী লোকের কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়। বরং জাকাত হলো দরিদ্র লোকের প্রাপ্য বা অধিকার। কেউ ইসলামের অনুসারী হলে তার উচিত স্বেচ্ছায় জাকাত প্রদান করা এবং অসহায় লোকদের নিকট তা পৌঁছে দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন–

وَفِیْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

অর্থ : "আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।" (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ১৯)

তাই সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদ ভোগ করার পূর্বে চিন্তা করবে যে, এতে অসহায়দের অধিকার আছে। তাদের অধিকার অবশ্যই দিতে হবে। অন্যথায় সমুদয় সম্পদ তার জন্য অপবিত্র হয়ে যাবে। পরিণামে তাকে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

গ সিফাতের কাজে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ এবং অন্যতম ইবাদত সাওম পালিত হয়েছে। যার গুরুত্ব অপরিসীম।

সাওম শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। ইসলামি পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা হলো সাওম। এটি ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত। জনাব সিফাতের কাজে এ ইবাদতটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সিফাত গত রাতে সুবহে সাদিকের পূর্বেই খানাপিনা শেষ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সারাদিন উপোস থাকে। মাগরিবের আজান শুনে সে আবার নাস্তা গ্রহণ করল। এ কাজের মাধ্যমে তিনি সাওম পালন করেছেন। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পানাহার থেকে বিরত থেকেছেন। আর মানব সমাজে সাওমের সামাজিক শিক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সিয়াম সাধনার ফলে সমাজের লোকদের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। সাওম পালন করে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকার ফলে, সে অন্য আরেকজন অনাহারীর ক্ষুধার জ্বালা সহজে বুঝতে পারে। ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা যে কীরূপ পীড়াদায়ক হতে পারে তা সে উপলব্ধি করতে পারে। এতে অসহায় নিরন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত হয়। রাসুল (সা.) বলেন, 'এ মাস সহানুভূতির মাস।' (ইবনে খুযায়মা)

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সমাজের অসহায় ও দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও সহমর্মিতা সৃষ্টিতে সাওমের গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ঘ হ্যাঁ, আমার মতে কারখানার ঘটনায় রাফি ও কর্মচারী উভয়েই দায়ী। কেননা মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণ হয়নি। মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের আলোকে আমার মতামত ব্যক্ত করছি।

ইসলামে মালিক-শ্রমিকের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলাম শ্রমিককে ভাই হিসেবে সম্বোধন করে। মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মালিক-শ্রমিক যদি ইসলাম স্বীকৃত পন্থায় তাদের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, তাহলে শ্রমিক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে আর মালিকও তার সঠিক শ্রম পাবে। কল-কারখানায় স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করবে। ইসলাম অধীনস্তদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের অধীনস্ত যেসব দাস-দাসী (শ্রমিক) রয়েছে তাদের প্রতিও সদয় হও।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩৬)।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সিফাতের ভাই রাফি তার কারখানায় একজন কর্মচারী নিয়োগ করেন। নিয়োগের সময় বেতন নিয়ে কোনো কথা হয়নি। মাস শেষে কর্মচারীকে দশ হাজার টাকা দেয়া হলে সে পনেরো হাজার টাকা দাবি করে। এই নিয়ে কারখানায় চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। যেখানে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ইসলাম শ্রমিকের হক সঠিকভাবে যথাসময়ে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে। শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিতে অকারণে বিলম্ব করা সমীচীন নয়। শ্রমিক যাতে তার শ্রমের সঠিক মূল্য পায় সে ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিয়োগ করো না।" একইভাবে শ্রমিককেও তার মালিকের দেওয়া দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার ব্যাপারে ইসলামে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "গোলাম (শ্রমিক) যখন তার মালিকের কাজ সুচারুরূপে করে এবং সুষ্ঠুভাবে আল্লাহর ইবাদত করে তখন সে দ্বিগুণ প্রতিদান পায়।" (বুখারি ও মুসলিম)

মূলত এখানে হাদিস অনুযায়ী মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না হওয়াতে এ অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। এক্ষেত্রে রাফি ও কর্মচারী উভয়েরই বেতনের বিষয়টা স্পষ্ট করা উচিত ছিল। কিন্তু তা তারা করেনি। তাই কারখানার ঘটনায় উভয়েই দায়ী।

প্রশ্ন ▶ ০৮ হামিম শনিবার মনসুরের নিকট থেকে একটি ল্যাপটপ ধার নেয়। সে মনসুরকে কথা দেয়, শুক্রবার এটি ফেরত দেবে। কিন্তু শুক্রবার হঠাৎ করে আবহাওয়া খুব খারাপ হয়ে যায়। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও হামিম শুক্রবারেই মনসুরের ল্যাপটপটি অক্ষতভাবে পৌঁছে দেয়। অপরদিকে মনসুরের মা হাবিবা টেলিফোনে প্রতিদিন মা-বাবা ও ভাই-বোনের খোঁজখবর নেন। তবে বিগত ছয় মাসেও তিনি শ্বশুর-শাশুড়িকে ফোন করেননি।

ক. সিদক কাকে বলে? ১

খ. প্রতারক কীভাবে মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. হামিমের ভূমিকায় আখলাকে হামিদাহ্‌র কোন গুণটি পালিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. হাবিবার কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদাহ্‌র কোনো একটি গুণ কি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাস্তব বা প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় প্রকাশ করাকে সিদক বলে।

খ প্রতারণা একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ। এর দ্বারা পরস্পরের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়। সমাজে শত্রুতা জন্ম নেয়। প্রতারণাকারীকে কেউ পছন্দ করে না। সে যেমন মানবসমাজে ঘৃণিত তেমনি আল্লাহ তায়ালার নিকটও ঘৃণিত। মহানবি (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করে এবং ক্রেতাকে দোষের কথা জনায় না, এমন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট ঘৃণিত। ফেরেশতাগণ সর্বদা তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।" (ইবনে মাজাহ)

প্রকৃতপক্ষে প্রতারণাকারী দুনিয়াতেও ঘৃণিত, লজ্জিত ও অপদস্থ হয়। আর আখিরাতে তার জন্য রয়েছে দুর্ভোগ ও ধ্বংস।

গ হামিমের ভূমিকায় আখলাকে হামিদার ওয়াদা পালন গুণটি পালিত হয়েছে।

কাউকে কোনো কথা দিয়ে বা কারও সাথে প্রতিজ্ঞা করে তা রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলা হয়। এটি আখলাকে হামিদাহর (সচ্চরিত্র) একটি অন্যতম গুণ। মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ওয়াদা পালনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ওয়াদা পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর' (সূরা মায়িদা : আয়াত-১)। হামিমের মধ্যে এ গুণটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হামিম শনিবার মনসুরের নিকট থেকে একটি ল্যাপটপ ধার নেয়। সে মনসুরকে কথা দেয়, শুক্রবার এটি ফেরত দেবে। কিন্তু শুক্রবার হঠাৎ করে আবহাওয়া খুব খারাপ হয়ে যায়। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও হামিম শুক্রবারেই মনসুরের ল্যাপটপটি অক্ষতভাবে পৌঁছে দেয়। তার এ গুণটি ওয়াদা পালনের অন্তর্ভুক্ত। কারণ ওয়াদা পালন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন (ধর্ম) নেই' (মুসনাদে আহমাদ)। তাছাড়া প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।' (সূরা বনি ইসরাইল : আয়াত-৩৪) প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে কিয়ামতের মাঠে জবাবদিহি করতে হবে। যারা দুনিয়াতে ওয়াদা পালন বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, তারা আখিরাতে শাস্তি পাবে। তাছাড়া ওয়াদা পালন না করা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য, আর মুনাফিকরা পরকালে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে।

পরিশেষে বলা যায়, ওয়াদা পালন করা আল্লাহর নির্দেশ। আর এ নির্দেশ পালন করার মধ্য দিয়ে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভে সক্ষম হবো।

ঘ হাবিবার কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার 'কর্তব্যপরায়ণতা' গুণটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়নি।

কর্তব্যপরায়ণতা হলো যথাযথভাবে কর্তব্য আদায় করা, দায়িত্বসমূহ পালন করা। এটি মানবজীবনের একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। মানুষের সার্বিক উন্নতি ও সফলতার ক্ষেত্রে কর্তব্যপরায়ণতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এ প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যের কিছুটা ঘাটতি রয়েছে হাবিবার কর্মকাণ্ডে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মনসুরের মা হাবিবা টেলিফোনে প্রতিদিন মা-বাবা ও ভাই-বোনের খোঁজখবর নেন। তবে বিগত ছয় মাসেও তিনি শ্বশুর-শাশুড়িকে ফোন করেননি। যাতে কর্তব্যপরায়ণতার আংশিক ঘাটতি রয়েছে। কেননা তিনি নিয়মিত মা-বাবা, ভাই-বোনের খোঁজ-খবর নেন কিন্তু ছয় মাসেও শ্বশুর-শাশুড়িকে ফোন করেননি। যাতে দায়িত্ববোধের ব্যাপক অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এজন্য তাকে পুরোপুরি কর্তব্যপরায়ণ বলা যায় না। অথচ অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। এক্ষেত্রে কোনোরূপ অবহেলা প্রদর্শন না করাকেই কর্তব্যপরায়ণতা বলা হয়। কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিকে সকলেই ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। তিনি সবার আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পারেন। কর্তব্যপরায়ণতা মানুষকে সফলতা দান করে। যে ছাত্র-ছাত্রী সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করে সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়। মহান আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য দিয়েছেন। পরকালে এ ব্যাপারে সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে। সেদিন কর্তব্যপরায়ণগণ সহজেই মুক্তি লাভ করবে। তাদের জন্য রয়েছে সফলতা ও জান্নাত। তাই হাবিবাকে পুরোপুরি কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে। নতুবা তার জন্য কঠিন শাস্তি অবধারিত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ সবুজ হাফপ্যান্ট পরে দিনের বেলা মহল্লায় ঘুরে বেড়ায়। তার স্ত্রী জেবা স্বামীর সাথে আলাপচারিতায় জানায়, তার অফিসে একজন নতুন সহকর্মী যোগদান করেছে। সে মানুষের সাথে সবসময় খারাপ ব্যবহার করে। জেবা তার গত মাসের বেতনের ৫০,০০০/- টাকা একজন সহকর্মীকে এই মর্মে ধার দিয়েছে যে, ফেরত দেয়ার সময় তাকে মোট ৬০,০০০/- টাকা দিতে হবে।

ক. তাকওয়া কী? ১

খ. ফিতনা কেন হত্যার চেয়েও জঘন্য? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সবুজের আচরণে আখলাকে হামিদাহ্র কোন গুণটি লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জেবার কোন কাজটি মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সমতুল্য অপরাধ? তার কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাকওয়া হলো সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা।

খ ফিতনা-ফ্যাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি বোঝায়।

যে সমাজে ফিতনা-ফ্যাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। সমাজের ঐক্য সংহতি বিনষ্ট হয়। এরূপ সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান পালন ও উদ্‌যাপন করতে পারে না। এককথায় ফিতনা ফ্যাসাদের ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে আসে চরম অমানিশা। এজন্যই আল্লাহ বলেন, 'ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।'

গ সবুজের আচরণে আখলাকে হামিদার শালীনতা গুণটি লঙ্ঘিত হয়েছে।

শালীনতা অর্থ মার্জিত, সুন্দর ও শোভন হওয়া। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকে শালীনতা বলা হয়। সবুজের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যটি অনুপস্থিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সবুজ হাফপ্যান্ট পরে দিনের বেলা মহল্লায় ঘুরে বেড়ায়। তার এই ধরনের কাজ শালীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষের হাফ প্যান্ট পরে বাইরে ঘোরাঘুরি করা অশালীন কাজ। জীবনাচরণের সবক্ষেত্রে অহংকার, ঔদ্ধত্য ও অশ্লীলতা ত্যাগ করে ইসলামি নীতি-আদর্শের অনুসারী হওয়াই হলো শালীনতা। শালীনতা বজায় রেখে চলা ইসলামি নীতি-আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

অতএব, সবুজের মধ্যে শালীনতা গুণটি লঙ্ঘিত হয়েছে।

ঘ জেবার কাজটি মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সমতুল্য অপরাধ। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

গিবত আরবি শব্দ। এর অর্থ পরনিন্দা করা, সমালোচনা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় গিবত হলো কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে অন্যের কাছে এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে কষ্ট পায়। প্রচলিত অর্থে কারও অসাক্ষাতে তার দোষ বর্ণনা করাকে গিবত বলা হয়। উদ্দীপকে জেবার মধ্যেও এ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জেবা স্বামীর সাথে আলাপচারিতায় জানায়, তার অফিসে একজন নতুন সহকর্মী যোগদান করেছে। সে মানুষের সাথে সবসময় খারাপ ব্যবহার করে। যা গিবতের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের কাজ ইসলাম সমর্থন করে না।

একদিন নবি (স.) বললেন, 'তোমরা কি জান গিবত কী? সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.) ভালো জানেন। রাসুল (স.) বললেন, গিবত হলো– তুমি তোমার ভাইয়ের এমনভাবে আলোচনা করবে যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়।' অতঃপর রাসুলুল্লাহ (স.)-কে বলা হলো– আমি যা বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কি তা গিবত হবে? উত্তরে রাসুল (স.) বললেন– 'তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তবে তা গিবত হবে। আর যদি তা তার মধ্যে না পাওয়া যায় তবে তা হবে অপবাদ।' (মুসলিম)

পরিশেষে বলা যায় যে, জেবার কার্যক্রম গিবতের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে গিবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং এটি থেকে আমাদের সকলের বিরত থাকা উচিত।

তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, জেবার কার্যক্রম গিবতের অন্তর্ভুক্ত। যা মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সমতুল্য অপরাধ।

প্রশ্ন ▸ ১০ রসুলপুর গ্রামে আব্দুল মুনিম নামে এক কিশোর দেখল, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লোকেরা মারামারি পর্যন্ত করেছে। তাই শান্তি স্থাপনের জন্য সে সমমনা কয়েকজন সহপাঠীকে সাথে নিয়ে 'আহবাব' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলে। অপরদিকে তার ভাই আব্দুল করিম একজন জনপ্রতিনিধি। তিনি বন্যার্তদের জন্য নিজ হাতে ত্রাণ বিতরণ করেছেন এবং তার অধীনস্তদের সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালনা করেছেন। তবে তার ভাতিজা একটি চুরি মামলায় আটক হলে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি তাকে ছাড়িয়ে আনেন।

ক. আইয়ামে জাহিলিয়া বলতে কী বোঝ? ১

খ. হযরত আবু বকর (রা.)-কে 'ইসলামের ত্রাণকর্তা' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আব্দুল মুনিম কর্তৃক 'আহবাব' সংস্থা প্রতিষ্ঠা মহানবি (স.)-এর কোন বিষয়টির অনুসরণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আব্দুল করিমের কর্মকাণ্ডে কি কোনো একজন খলিফার সার্বিক চরিত্র ফুটে উঠেছে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের লোকেরা নবি ও রাসুলদের শিক্ষা ভুলে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। তাই সে যুগকে আইয়্যামে জাহিলিয়া বলে।

খ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম রাষ্ট্রে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব মোকাবেলা করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন। এছাড়াও ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিয শাহাদাতবরণ করেন। এতে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিলে হযরত আবু বকর (রা.) পবিত্র কুরআনকে একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করায় তাঁকে ইসলামের 'ত্রাণকর্তা' বলা হয়।

গ আব্দুল মুনিম কর্তৃক 'আহবাব' সংস্থা প্রতিষ্ঠা মহানবি (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'হিলফুল ফুযুল' বিষয়টির অনুসরণ।

রাসুল (সা.)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন তিনি 'হিলফুল ফুযুল' গঠন করেন। এটি গঠনের প্রত্যক্ষ কারণ হলো– ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা তাঁর কোমল মনকে আন্দোলিত করে। তাই তিনি শান্তির লক্ষ্যে ৫টি উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে এ শান্তিসংঘ গঠন করেন। ৫টি উদ্দেশ্য হলো– ১. আর্তের সেবা করা, ২. অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা, ৩. অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, ৪. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং ৫. গোত্রে গোত্রে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখা। উদ্দীপকে আহবাব সংস্থাটি এর অনুরূপ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রসুলপুর গ্রামে আব্দুল মুনিম নামে এক কিশোর দেখল, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লোকেরা মারামারি পর্যন্ত করেছে। তাই শান্তি স্থাপনের জন্য সে সমমনা কয়েকজন সহপাঠীকে সাথে নিয়ে 'আহবাব' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলে। যা রাসুল (সা.)-এর 'হিলফুল ফুযুল' এর অনুরূপ।

সুতরাং বলা যায়, রাসূল (সা.)-এর হিলফুল ফুযুল এর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আব্দুল মুনিম আহবাব সংস্থা গঠন করেন। সাংগঠনিক কাঠামো ও উদ্দেশ্যের সাথে উভয়েরই মিল রয়েছে।

ঘ না, আব্দুল করিমের কর্মকাণ্ডে কোনো একজন খলিফার সার্বিক চরিত্র ফুটে উঠেনি। তবে এখানে "বন্যার্তদের জন্য নিজ হাতে ত্রাণ বিতরণ করেছেন" অংশটুকু হজরত উসমান (রা.) এর কর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে। বাকি অংশটুকু নয়।

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী। ব্যবসার মাধ্যমে তিনি প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। তাই তাকে গণি (ধনী) বলা হতো। ইসলাম গ্রহণের পর (৬১০ খ্রিষ্টাব্দ) ইসলাম ও মানবতার সেবায় তিনি অকাতরে সম্পদ ব্যয় করেন। এ আদর্শ থেকে আব্দুল করিম আংশিক গ্রহণ কছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আব্দুল করিম একজন জনপ্রতিনিধি। তিনি বন্যার্তদের জন্য নিজ হাতে ত্রাণ বিতরণ করেছেন এবং তার অধীনস্তদের সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালনা করেছেন। তবে তার ভাতিজা একটি চুরি মামলায় আটক হলে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি তাকে ছাড়িয়ে আনেন। যার প্রথম কর্মটুকু হজরত উসমান (রা.) এর কর্মের সাথে মিল রয়েছে। দ্বিতীয় অংশটুকু নয়। হজরত উসমান (রা.) মদিনাবাসীর পানির অভাব দূর করার জন্য ১৮,০০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ব্যয় করে মদিনার বিখ্যাত কূপ 'বীর রুমা' ক্রয় করে তা ওয়াকফ (ধর্মীয় কাজে দান) করেছেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি মদিনাবাসীর মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেন। মসজিদে নববিতে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খরচে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। এছাড়াও তিনি ইসলামের বিভিন্ন যুদ্ধে (তাবুক, মুতা প্রভৃতি) অর্থ, উট, ঘোড়া প্রভৃতি দান করে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু তিনি কখনও তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি। ইতিহাসে খলিফাদের ক্ষেত্রে এরূপ আচরণের কোনো নজির পরিলক্ষিত হয় না।

অতএব, আব্দুল করিমের কর্মকাণ্ডে হজরত উসমান (রা.) এর সার্বিক চরিত্র ফুটে উঠেনি।

প্রশ্ন ▶ ১১ **তথ্য-১ :** ইমাম মুসলিম (র.) 'সহিহ মুসলিম' নামে একখানা হাদিস গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি তিন লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে ৩০৩৩টি হাদিস সহিহ মুসলিম শরিফে লিপিবদ্ধ করেন।

তথ্য-২ : জনাব এহসান একটি সংস্থার নির্বাচিত চেয়ারম্যান। তিনি ছোট একটি মুরগি খামারের আয়ে সংসার পরিচালনা করেন। গৃহস্থালি কাজে স্ত্রী মাইমুনাকে সাহায্য করেন। তবে তিনি সংস্থা কর্তৃক বরাদ্দকৃত একটি বাড়িতে বসবাস করেন।

ক. মদিনা সনদ কী? ১

খ. উসমান (রা.) কে যুননুরাইন বলা হয় কেন? ২

গ. ইমাম মুসলিম (র.)-এর ভূমিকাটি কোন মুসলিম মনীষীর অবদানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব এহসানের জীবনযাপনে কোনো একজন খলীফার আদর্শ সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় কি? উক্ত খলিফাকে চিহ্নিত করে তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.) একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিলেন এবং মদিনার সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত।

খ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর দু'কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে (একজনের মৃত্যুর পর আরেকজনকে) তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এ কারণে তাঁকে যুননুরাইন (দুই জ্যোতির অধিকারী) বলা হয়।

গ ইমাম মুসলিম (রহ.) এর ভূমিকাটি বিশিষ্ট মুসলিম মনীষী ইমাম বুখারী (রহ.) এর অবদানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বাল্যকাল থেকে জ্ঞানের প্রতি ইমাম বুখারি (র)-এর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি খুব তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী ছিলেন। ফলে ছয় বছর বয়সেই পবিত্র কুরআন হিফজ (মুখস্থ) করে ফেলেন। দশ বছর বয়স থেকেই হাদিস মুখস্থ করা আরম্ভ করেন। ১৬ বছর বয়সেই তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও আল্লামা ওয়াকি-এর লেখা হাদিস গ্রন্থদ্বয় মুখস্থ করেন। পরবর্তীতে তিনি বহু হাদিস যাচাই-বাছাই করে কিছু হাদিস একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। যা উদ্দীপকের ইমাম মুসলিম (রহ.) এর ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইমাম মুসলিম (র.) 'সহিহ মুসলিম' নামে একখানা হাদিস গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি তিন লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে ৩০৩৩টি হাদিস সহিহ মুসলিম শরিফে লিপিবদ্ধ করেন। যা ইমাম বুখারী (রহ.) এর ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। ইমাম বুখারি (রহ.) একসময় তাঁর মা ও ভাইসহ হজ করতে পবিত্র মক্কা নগরীতে গমন করেন। সেখানে তিনি হিজাযের মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদিসশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। একাধারে ছয় বছর হাদিস বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার পর তিনি হাদিস সংগ্রহ করার জন্য কুফা, বাগদাদ, বসরা, মিসর, সিরিয়া, আসকালান, হিমস, দামিশক ইত্যাদি স্থানে গমন করেন। তিনি লক্ষাধিক হাদিস সনদসহ মুখস্থ করেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বিধায় কোনো রাজা-বাদশার দরবারে গমনাগমন করতেন না। তিনি দীর্ঘ ১৬ বছর সাধনা করে ৬ লক্ষ হাদিস থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ৭২৭৫টি হাদিস সংবলিত বুখারি শরিফ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন।

অতএব, ইমাম বুখারী (রহ.) এর অবদান অপরিসীম।

ঘ জনাব এহসানের জীবন-যাপনের সাথে খলিফা হজরত আলি (রা.) এর জীবন-যাপনের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে জনাব এহসানের সাথে খলিফা হজরত আলি (রা.) এর আদর্শ সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়নি।

হজরত আলি (রা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে তার চরিত্রে অসংখ্য মহৎ গুণাবলির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। হজরত আলি (রা.) শৌর্য-বীর্য ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে বিশ্বাসী ছিলেন। এ আদর্শের সাথে জনাব এহসানের আদর্শের আংশিক মিল লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব এহসান একটি সংস্থার নির্বাচিত চেয়ারম্যান। তিনি ছোট একটি মুরগি খামারের আয়ে সংসার পরিচালনা করেন। গৃহস্থালি কাজে স্ত্রী মাইমুনাকে সাহায্য করেন। তবে তিনি সংস্থা কর্তৃক বরাদ্দকৃত একটি বাড়িতে বসবাস করেন। যাতে হজরত আলি (রা.) এর আদর্শের সাথে কিছুটা মিল পরিলক্ষিত হয়। কেননা হজরত আলি (রা.) সারাজীবন জ্ঞান সাধনা ও ইসলাম সমুন্নত করণে ভূমিকা পালন করায় সম্পদ উপার্জনের সময় পাননি। তিনি অনাড়ম্বর ও সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জন করতেন। তিনি মুসলিম বিশ্বের ও ইসলামের চতুর্থ খলিফা হওয়া সত্ত্বেও তার বাসায় কোনো কাজের লোক ছিল না। তার স্ত্রী হজরত ফাতেমা (রা.) নিজ হাতে জাঁতা পিষে গম গুঁড়ো করে রুটি তৈরি করতেন এবং তা সপরিবারে খেতেন। আর্থিক দুরবস্থার ফলে তারা প্রায়ই না খেয়ে থাকতেন। এমনকি হজরত আলি (রা.) বরাদ্দকৃত সরকারি সম্পদের বাহিরে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করতেন না। তিনি তার নিজের তৈরি করা বাড়িতেই বসবাস করতেন। শুধু তাই নয়– তিনি সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতেন না। যা জনাব এহসানের মধ্যে অনুপস্থিত।

অতবএ, জনাব এহসানের জীবনযাপনে হজরত আলি (রা.) এর আদর্শ সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়নি।

যশোর বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **কোনটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম?**
ক ইমান খ ইসলাম গ আকাইদ ঘ তাওহিদ

২. **হযরত ইদরিস (আ.) এর উপর কয়খানা সহিফা নাজিল হয়েছিল?**
ক ১০ খানা খ ২০ খানা গ ৩০ খানা ঘ ৫০ খানা

৩. **দীনিইলম বলতে কী বুঝ?**
ক কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, তাফসির ইত্যাদির জ্ঞান
খ গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, সাহিত্য ইত্যাদির জ্ঞান
গ জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্জিত জ্ঞান ঘ পদার্থ ও রসায়নের জ্ঞান

৪. **রাহেলা খাতুন তার আশেপাশে বসবাসকারী মহিলাদের টাকা ধার দেন। আর তার বিনিময়ে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করেন। রাহেলা খাতুন কোন্ কাজটি করেন?**
ক ঘুষ গ্রহণ করেন খ সুদ গ্রহণ করেন গ লভ্যাংশ নেন ঘ ব্যবসা করেন

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আজিম সাহেব আল্লাহ, ফেরেশতা, আখিরাত ও নবি-রাসুল ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস রাখেন। কিন্তু তিনি তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস রাখেন না। তিনি বলেন, "আমার কর্মই ভাগ্য"।

৫. **এ ধরনের বিশ্বাসের ফলে, আজিম সাহেব হবেন–**
ক কাফির খ মুশরিক গ মুনাফিক ঘ ফাসিক

৬. **তিনি তার তাকদিরের প্রতি অবিশ্বাসের ফলে–**
i. জাহান্নামি হবেন ii. কাফির হবেন iii. আধুনিক মুসলিম হবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. **শরিয়তের উৎস কোনটি?**
ক কিয়াস খ সালাত গ সাওম ঘ হজ

৮. **হযরত যায়দ (রা.) কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কয়টি পন্থা অবলম্বন করতেন?**
ক দুইটি খ চারটি গ ছয়টি ঘ আটটি

৯. **'কাফির' বলতে বোঝায়–**
i. আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী ii. হালালকে হারাম সাব্যস্তকারী
iii. সম্পদ জমাকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. **আসমানি কিতাব বলতে কী বুঝ?**
ক যে কিতাব আসমান থেকে নেমেছে
খ যা আল্লাহ তায়ালা হতে অবতীর্ণ হয়েছে
গ মহানবি (সা.) এর হাদিস সংকলনসমূহ
ঘ যা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পরিচিত

১১. **আবদুল্লাহ যুবক বয়সে নামকরা কুস্তিগির, কবি ও সুবক্তা ছিলেন। তার সাথে কোন খলিফার মিল রয়েছে?**
ক হযরত আবু বকর (রা.) খ হযরত আলি (রা.)
গ হযরত উমর (রা.) ঘ হযরত তালহা (রা.)

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
কাদির সাহেব তার এলাকার মসজিদের ইমাম হওয়ার আগে সবার প্রিয় ছিলেন। কিন্তু যখন ইমাম হওয়ার পর তিনি অন্যায় ও অবৈধ সম্পদের বিরুদ্ধে বলতে লাগলেন, তখন তিনি তাদের ঘৃণার পাত্র হয়ে গেলেন।

১২. **উক্ত ঘটনা কোন সূরার শানে নুযুলের সাথে সদৃশ?**
ক আশ-শামস খ আদ্-দুহা গ আল-ইনশিরাহ্ ঘ আত-তীন

১৩. **ভিন্ন রীতিতে কুরআন পাঠের ঘটনাটি কে হযরত উসমান (রা.) কে অবহিত করেন?**
ক হযরত যায়দ (রা.) খ হযরত আলি (রা.)
গ হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.)
ঘ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রা.)

১৪. **মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?**
ক দুইটি খ চারটি গ ছয়টি ঘ আটটি

১৫. **কীসের মাধ্যমে দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি অর্জিত হয়?**
ক সাওম খ সালাত গ হজ ঘ জাকাত

১৬. **'ফরজে আইন' বলতে বোঝায়–**
ক নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ খ সকলের সম্মিলিত কাজ
গ প্রত্যেকের উপর পালন করা অত্যাবশ্যকীয় কাজ
ঘ প্রত্যেকের জন্য পালনীয় সাধারণ কাজ

১৭. **কে. এম. স্কুলের দপ্তরী আবুল কাসেমের কাছে স্কুলের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময় টাকা, স্কুল ব্যাগ ও নানা জিনিস জমা রাখে। আবুল কাসেম তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে এবং অক্ষত অবস্থায় ফেরত দেয়। তার মধ্যে আখলাকে হামিদাহ এর কোন গুণটি বিদ্যমান?**
ক তাকওয়া খ ওয়াদা পালন গ সত্যবাদিতা ঘ আমানত

১৮. **বিজ্ঞ আলিম আবদুল করিম সাহেব ইসলাম বিরোধী নানা মানুষের প্রশ্নের জবাব ইসলামী জ্ঞানের মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে প্রদান করেন। তিনি কোন ধরনের জিহাদ করেন?**
ক জিহাদুন-নফস খ জিহাদে কাবির
গ ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় জিহাদ

১৯. **বহু নৈতিক গুণের সমষ্টি কোনটি?**
ক সত্যবাদিতা খ তাকওয়া গ শালীনতা ঘ আমানত

২০. **"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বাড়িয়ে দেন"।– উক্ত আয়াতে জাকাতের কোন ধরনের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে?**
ক অর্থনৈতিক গুরুত্ব খ নৈতিক গুরুত্ব
গ রাজনৈতিক গুরুত্ব ঘ সামাজিক গুরুত্ব

২১. **মি. জামাল ইসলামের বিধি বিধানগুলো সঠিকভাবে পালন করেন। তার এ ধরনের কর্মকাণ্ড হচ্ছে ইসলামের–**
i. বিশ্বাসগত দিক ii. আচরণগত দিক iii. প্রায়োগিক দিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. **"কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়"।– উক্ত আয়াতটি কোনদিকে ইঙ্গিত করে?**
ক ইমানের খ তাওহিদের গ ইসলামের ঘ রিসালাতের

২৩. **সূরা আল মাউন থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করতে পারি–**
i. ইয়াতিম ও নিঃস্বদের আমরা তাড়িয়ে দিব না
ii. সালাতে উদাসীন হব না iii. বিচার দিবসকে অস্বীকার করব না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. **ইসলামি শরিয়তে ফরজে কিফায়া ইবাদত কোনটি?**
ক ইদের সালাত খ বিতরের সালাত
গ জানাযার সালাত ঘ জুমুআর সালাত

২৫. **মহাসত্যবাদীকে আরবিতে কী বলে?**
ক সিদ্দিক খ সাদিক গ সিদক ঘ কাযিব

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
তোহফা বাংলাদেশ থেকে হজ পালন করতে গিয়ে অসুস্থতার কারণে বিদায়ী তাওয়াফ করেননি।

২৬. **তোহফা হজের কোন বিধানটি পালন করেননি?**
ক ফরজ খ ওয়াজিব গ সুন্নত ঘ মুস্তাহাব

২৭. **তোহফার করণীয়–**
i. পুনরায় হজ করবেন
ii. একটি অতিরিক্ত পশু কুরবানি দিবেন
iii. ক্ষতিপূরণ হিসেবে দম দিবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. **ইবনে জারির আত-তাবারির তাফসির গ্রন্থটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হওয়ার কারণ কী?**
ক ঐতিহাসিক ও সমালোচনামূলক গবেষণার জন্য
খ পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তাফসির প্রদানের জন্য
গ প্রচুর বিশুদ্ধ হাদিস সংগ্রহের জন্য
ঘ ধর্মীয় নীতি ও আইনসম্পর্কীয় বিবরণ থাকার জন্য

২৯. **রসায়ন শাস্ত্রের জনক কাকে বলা হয়?**
ক আল কিন্দি খ জুননুন মিসরি
গ আল বিরুনি ঘ জাবির ইবনে হাইয়ান

৩০. **মক্কা বিজয়ে কুরাইশরা ভীত হয়েছিল কেন?**
ক মুসলিমদের বিশাল বাহিনী দেখে
খ অস্ত্রশস্ত্র ও ঢাল তলোয়ার দেখে
গ মক্কায় কাফিররা ইসলাম গ্রহণ করেছিল বলে
ঘ রাসুল (সা.) এর অলৌকিক নিদর্শন দেখে

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর **প্রদত্ত** পৃষ্ঠার উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। সাফাত সাহেব প্রতিদিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখেন যে, বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা প্রকার গুজব ছড়ানো হয়। তাই তিনি ঘটনাগুলোর অনুসন্ধান করে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রচার করে জনগণকে সচেতন করেন। তার ছেলে আদনান অনলাইন মার্কেট থেকে মূল্যহ্রাসের বিজ্ঞাপন দেখে একটি পণ্যের অর্ডার করে। হাতে পাওয়ার পর পণ্যটি অত্যন্ত নিম্নমানের দেখে তার মন খারাপ হয়। এতে বাবা পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "এ ধরনের ব্যবসায়ীদেরকে মহানবি (সা.) নিজের উম্মত নয় বলে ঘোষণা করেছেন।"

ক. আখলাকে হামিদা কাকে বলে? ১
খ. 'তাকওয়া সকল সৎ গুণের মূল'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সাফাত সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আদনানকে সান্ত্বনা দিয়ে পিতার মন্তব্যটি আখলাকে যামিমাহ'র সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

২। সিরাজ সাহেব সালাত আদায়ে অত্যন্ত যত্নবান। তিনি অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া একমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য সালাত আদায় করে থাকেন। তিনি আজ জুম্মার সালাতে খতিবকে বলতে শুনেন, "আমাদেরকে যেমন খাদ্যের যোগান দিতে কৃষির মাধ্যমে ব্যাপক উৎপাদন করতে হবে তেমনি পরিবেশ রক্ষায়ও প্রচুর গাছপালা লাগাতে হবে"।

ক. 'কিয়াস' কাকে বলে? ১
খ. "মুসলমানগণ যা ভালো মনে করে তা আল্লাহর নিকটও ভালো।"– বাণীটি বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. সিরাজ সাহেবের চরিত্রে কোন সূরার শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. খতিব সাহেবের প্রদত্ত বক্তব্যটি সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাবিলা মুসলমান হলেও হযরত ঈসা (আ.) কে মহান আল্লাহর পুত্র মনে করে। অন্যদিকে ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাদিকা তার সহপাঠী ফারিহাকে সালাত আদায়ের জন্য আহবান করে। এতে ফারিহা সাদিকার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে সালাত, সাওম ইত্যাদি বিশ্বাস করেনা বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়। বিষয়টি তার শ্রেণিশিক্ষক অবগত হয়ে বলেন, "ফারিহাকে তার এ মনোভাবের জন্য একদিন কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে।"

ক. আখিরাত কাকে বলে? ১
খ. "আমাকে শাফায়াত (করার অধিকার) দেওয়া হয়েছে।" বাণীটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সাবিলার বিশ্বাসে আকাইদের কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ফারিহার মনোভাবের প্রেক্ষিতে শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৪। মুরাদপুর গ্রামে 'যুব উন্নয়ন ফোরাম' কর্তৃক আয়োজিত একটি মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথি বলেন, "মহান আল্লাহ মানবজাতির জীবন পরিচালনার জন্য ইবাদতের রীতি-নীতিসহ বহু বিধি-বিধান প্রদান করেন। আবার এই বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন কতগুলো সূরাও নাজিল করেন।" বিশেষ অতিথি বলেন, "আমাদের জীবনে রয়েছে সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ও আনন্দ বেদনা। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দাদের ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা নিয়ে থাকেন।"

ক. 'কাওলি' হাদিস কাকে বলে? ১
খ. 'ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক' বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. প্রধান অতিথির আলোচনায় কোন ধরনের সূরার কথা বর্ণিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিশেষ অতিথির আলোচনার আলোচ্য বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সূরার আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৫। মাহির সাহেব সালাত, জাকাত ও হজ পালন করলেও কথা ও কাজে কোনো মিল নেই, এমনকি কথায় কথায় মিথ্যা বলে। বিষয়টি স্থানীয় ইমাম সাহেব জানতে পেরে বলেন, "এ ধরনের চরিত্রের আমূল পরিবর্তনের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য পথ প্রদর্শক প্রেরণ করেন।" উপস্থিত একজন মুসল্লি যোগ করে বলেন, "পথ প্রদর্শক প্রেরণের এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত।"

ক. 'মিযান' কাকে বলে? ১
খ. 'দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র'– উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মাহির সাহেবের চরিত্রে আকাইদের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মুসল্লির মন্তব্যের সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। শিল্পপতি কামরুল সাহেবের কারখানায় শতাধিক কর্মচারী কাজ করে থাকেন। তিনি বছরান্তে তাঁর সমুদয় সম্পদ হিসাব করে শরিয়ত নির্ধারিত একটি অংশ কারখানার অসচ্ছল কর্মচারীদের মাঝে বিতরণ করেন। তাঁর কারখানার প্রবীণ একজন পরহেজগার কর্মচারী বলেন, "আপনি অনেক ভালো মানুষ। কুরআনের এই বাণী অনুসরণ করলে আপনি আল্লাহর আরও প্রিয়ভাজন হতে পারবেন।" আল্লাহ বলেন, "তোমাদের অধীনস্ত যেসব দাস-দাসী রয়েছে তাদের প্রতি সদয় হও।"

ক. শরিয়ত কাকে বলে? ১
খ. মহানবি (সা.) এর জীবদ্দশায় হাদিস লেখা নিষেধ ছিল কেন? ২
গ. কামরুল সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন ইবাদতটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রবীণ কর্মচারীর উদ্ধৃত কুরআনের বাণীতে প্রতিফলিত বিষয়টি যৌক্তিক বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। অফিস কর্মকর্তা সাইফুল সাহেবের টেবিলে তার স্বাক্ষর নেয়ার জন্য 'জেড গ্রুপ' এর কর্মচারী একটি ফাইল জমা দিয়ে যান। তিনি স্বাক্ষর করার জন্য ফাইল খুললে তাতে টাকা ভর্তি খাম দেখে খুব রাগ করেন এবং কর্মচারীকে ডেকে ধমক দিয়ে বলেন, "এ জঘন্য কাজের জন্য তুমিও জাহান্নামি হবে, আমাকেও জাহান্নামি বানাবে।" তিনি আজ অফিস থেকে ফেরার পথে মেয়ের জন্য কয়েকটি বই কিনে নিয়ে যান। কারণ মেয়ে ভালো ফল করলে তিনি তাকে বই উপহার দেয়ার কথা দিয়েছিলেন।

ক. 'সুদ' কাকে বলে? ১
খ. "তারা (নারীগণ) তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ।" বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মেয়েকে বই কিনে দেয়াতে সাইফুল সাহেবের চরিত্রে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সাইফুল সাহেবের প্রতিক্রিয়া যথার্থ কি না? সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে মতামত দাও। ৪

৮। সোহা ও নিহার ইবাদত নিয়ে আলোচনার একপর্যায়ে সোহা বলল, "ইসলামে এমন একটি ইবাদত রয়েছে যা পালনের ক্ষেত্রে উঁচু-নিচু কোনো ভেদাভেদ থাকে না। সাম্যের নজির সৃষ্টি হয়। এটা আল্লাহর আনুগত্যের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমও।" নিহা বলল, "ইসলামে আরো ইবাদত রয়েছে যার একটি পালনের মধ্য দিয়ে অনাহারী, অর্ধাহারীদের ক্ষুধার জ্বালা বুঝতে পারা যায়।" নিহার কথায় মা বলেন, "এ ইবাদতটির একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে, আল্লাহ নিজেই এর পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।"

ক. মুবাহ কী? ১
খ. 'হাদিসও এক প্রকার ওহি'– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. সোহার আলোচনায় কোন ইবাদতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নিহার আলোচনা প্রসঙ্গে মায়ের মন্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৯। জনাব জাফর সাহেবের একমাত্র মেয়ের বিয়েতে আত্মীয়স্বজনরা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজনের পরামর্শ দিলেও তিনি অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করে সাধ্য অনুযায়ী খরচ করে বিবাহ সম্পন্ন করেন। এটা নিয়ে তাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকেই তাঁর পিছনে নানা কথা বলতে থাকে। তাদের এ ধরনের সমালোচনা জনৈক আত্মীয় আবিদ মেনে নিতে না পেরে বলেন, "তিনি যা করেছেন তা ভালোই করেছেন। আর তোমাদের এ ধরনের চর্চা করাটা ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য।"

ক. 'আখলাকে যামিমাহ' কাকে বলে? ১
খ. "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য"– বাণীটি বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. জনাব জাফর সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আত্মীয়দের এরূপ চর্চার প্রেক্ষিতে জনাব আবিদের মন্তব্য কতটুকু সঠিক? সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

১০। শরীফপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিনহাজ সাহেব ইন্তেকাল করলে তাঁরই বন্ধু খায়ের সাহেব জনগণের সরাসরি সমর্থনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এলাকায় আইন শৃঙ্খলার অবনতিসহ নানা জটিলতা দেখা দিলে তা শক্ত হাতে সমাধান করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। এজন্য তাঁকে 'দুর্দিনের কাণ্ডারী' বলা হয়। খায়ের সাহেবের আরেক ভাই সশস্ত্র বাহিনীতে চাকরির সুবাদে কঙ্গোতে শান্তি রক্ষা মিশনে যান। তিনি সেখানে বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের কঠোর হস্তে দমন করে বীরত্বের পরিচয় দেন। ফলে সরকার তাঁকে 'শান্তি বীর' উপাধি দেন। সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তাঁকে খুলাফায়ে রাশেদিনের একজনের প্রতিচ্ছবি বলে মন্তব্য করেন।

ক. হজ কাকে বলে? ১
খ. 'জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ এক নয়'– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. খায়ের সাহেবের পদক্ষেপে কোন খলিফার কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. খায়ের সাহেবের ভাই সম্পর্কে প্রধান অতিথির মন্তব্য যথার্থ কি না? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। দবির চেয়ারম্যান ফেনীর বন্যাকবলিত এলাকায় বিতরণের জন্য নিজ ছেলের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণ ত্রাণ পাঠান। ছেয়ে তা থেকে কিছু ত্রাণ বাজারে বিক্রি করে দেন। চেয়ারম্যান তা জানতে পেরে নিজ সন্তানকে শাস্তিস্বরূপ পুলিশের হাতে তুলে দেন। চেয়ারম্যানের ভাই আবদুল গণি ঐ এলাকায় বিশুদ্ধ পানির অভাব দূর করার জন্য নিজ খরচে বেশ কয়েকটি নলকূপ স্থাপন করেন এবং বন্যায় বিধ্বস্ত মসজিদগুলো নির্মাণের ব্যবস্থা করেন।

ক. মদিনার সনদ কী? ১
খ. 'আল-কানুন ফিত-তিব্ব'-কে চিকিৎসা শাস্ত্রের বৃহৎ সংগ্রহ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আবদুল গণি সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের কোন খলিফার জীবনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সন্তানের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান দবির সাহেবের পদক্ষেপটি তোমার পঠিত একজন খলিফার জীবনাচরণের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা (যশোর বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	খ	২	গ	৩	ক	৪	খ	৫	ক	৬	ক	৭	ক	৮	খ	৯	ক	১০	খ	১১	গ	১২	গ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ক
	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	খ	২০	ক	২১	গ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ সাফাত সাহেব প্রতিদিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখেন যে, বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা প্রকার গুজব ছড়ানো হয়। তাই তিনি ঘটনাগুলোর অনুসন্ধান করে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রচার করে জনগণকে সচেতন করেন। তার ছেলে আদনান অনলাইন মার্কেট থেকে মূল্যহ্রাসের বিজ্ঞাপন দেখে একটি পণ্যের অর্ডার করে। হাতে পাওয়ার পর পণ্যটি অত্যন্ত নিম্নমানের দেখে তার মন খারাপ হয়। এতে বাবা পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "এ ধরনের ব্যবসায়ীদেরকে মহানবি (সা.) নিজের উম্মত নয় বলে ঘোষণা করেছেন।"

ক. আখলাকে হামিদা কাকে বলে? ১
খ. 'তাকওয়া সকল সৎ গুণের মূল'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সাফাত সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আদনানকে সান্ত্বনা দিয়ে পিতার মন্তব্যটি আখলাকে যামিমাহ'র সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০২ সিরাজ সাহেব সালাত আদায়ে অত্যন্ত যত্নবান। তিনি অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া একমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য সালাত আদায় করে থাকেন। তিনি আজ জুম্মার সালাতে খতিবকে বলতে শুনেন, "আমাদেরকে যেমন খাদ্যের যোগান দিতে কৃষির মাধ্যমে ব্যাপক উৎপাদন করতে হবে তেমনি পরিবেশ রক্ষায়ও প্রচুর গাছপালা লাগাতে হবে"।

ক. 'কিয়াস' কাকে বলে? ১
খ. "মুসলমানগণ যা ভালো মনে করে তা আল্লাহর নিকটও ভালো।"– বাণীটি বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. সিরাজ সাহেবের চরিত্রে কোন সূরার শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. খতিব সাহেবের প্রদত্ত বক্তব্যটি সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি পরিভাষায় কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে।

খ ইসলামি শরিয়তে ইজমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল-কুরআন ও হাদিসের পরই এর স্থান। এটি শরিয়তের তৃতীয় উৎস ও অকাট্য দলিল। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস দ্বারা ইজমার বৈধতা প্রমাণিত। মুসলিম মুজতাহিদগণ একমত হয়ে কোনো বিষয়ে ফয়সালা করলে তার বিরোধিতা করা চরম পাপ। আমাদের প্রিয়নবি (সা.) বলেছেন–

مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُةَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ-

অর্থ " "মুসলমানগণ যা ভালো বলে মনে করে তা আল্লাহ তায়ালার নিকটও ভালো।" (তাবারানি) এ হাদিস দ্বারাও ইজমা তথা মুসলমানদের ঐকমত্যের গুরুত্ব প্রমাণিত।

ইজমা শরিয়তের অন্যতম দলিল। এর বৈধতা কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এর বিধানের উপর আমল করা আবশ্যক।

গ সিরাজ সাহেবের চরিত্রে সূরা আল মাউন এর শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

সূরা আল মাউন আল কুরআনের ১০৭তম সূরা। এ সূরায় সালাতের প্রতি উদাসীন না হওয়া, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, গৃহস্থালির উপকরণ অন্যদের দান করা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকে সিরাজ সাহেবের মধ্যে এ শিক্ষার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সিরাজ সাহেব সালাত আদায়ে অত্যন্ত যত্নবান। তিনি অন্য কোনা উদ্দেশ্য ছাড়া একমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য সালাত আদায় করে থাকেন। যাতে সূরা আল-মাউন এর শিক্ষা পরিলক্ষিত হয়। আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা আল-মাউনে আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো– বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ; ইয়াতিম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। ইয়াতিম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে; কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে। সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

সুতরাং; সিরাজ সাহেবের মধ্যে সূরা আল-মাউন এর শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ খতিব সাহেবের প্রদত্ত বক্তব্যটি পাঠ্যবইয়ের ৪নং হাদিস তথা বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বৃক্ষরোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সিরাজ সাহেব জুম্মার সালাতে খতিবকে বলতে শুনেন, "আমাদেরকে যেমন খাদ্যের যোগান দিতে কৃষির মাধ্যমে ব্যাপক উৎপাদন করতে হবে তেমনি পরিবেশ রক্ষায়ও প্রচুর গাছপালা লাগাতে হবে"। যা রাসূল (সা.)-এর হাদিসের সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা মহানবি (সা.) বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ـ

অর্থাৎ, 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, খতিব সাহেবের বক্তব্যটি সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৩ দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাবিলা মুসলমান হলেও হযরত ঈসা (আ.) কে মহান আল্লাহর পুত্র মনে করে। অন্যদিকে ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাদিকা তার সহপাঠী ফারিহাকে সালাত আদায়ের জন্য আহবান করে। এতে ফারিহা সাদিকার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে সালাত, সাওম ইত্যাদি বিশ্বাস করেনা বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়। বিষয়টি তার শ্রেণিশিক্ষক অবগত হয়ে বলেন, "ফারিহাকে তার এ মনোভাবের জন্য একদিন কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে।"

ক. আখিরাত কাকে বলে? ১

খ. "আমাকে শাফায়াত (করার অধিকার) দেওয়া হয়েছে।" বাণীটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাবিলার বিশ্বাসে আকাইদের কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফারিহার মনোভাবের প্রেক্ষিতে শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়।

খ "আমাকে শাফাআত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।"– হাদিসটি দ্বারা কিয়ামতের দিন রাসুল (সা.)-এর শাফাআত করার বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।

শাফাআত শব্দের অর্থ সুপারিশ করা, অনুরোধ করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে। কিয়ামতের দিন নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তায়ালা এসব শাফাআত কবুল করবেন এবং বহু মানুষকে জান্নাত দান করবেন। তবে শাফাআতের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা থাকবে আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অধিকার। তিনি নিজেই বলেছেন– "আমাকে শাফাআত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।" (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

গ সাবিলার বিশ্বাসে আকাইদের শিরক বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ এবং তার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

শিরক শব্দের অর্থ– অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়– মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে বলা হয় মুশরিক। শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। যা সাবিলার মানসিকতায় প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাবিলা মুসলমান হলেও হজরত ঈসা (আ.)-কে মহান আল্লাহর পুত্র মনে করে। এ ধরনের মানসিকতা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ অর্থাৎ, 'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়' (সূরা আশ-শুরা : আয়াত-১১)। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে অংশীদার করা নিঃসন্দেহে শিরক। আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক চার ধরনের হতে পারে। যথা : (১) আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও অস্তিত্বে শিরক করা। যেমন : ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র মনে করা। (২) আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিতে শিরক করা। যেমন : আল্লাহ তায়ালার পাশাপাশি অন্য কাউকে পরীক্ষায় সফল করার ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করা। (৩) সৃষ্টি জগতের পরিচালনায় কাউকে আল্লাহর অংশীদার বানানো। যেমন : ফেরেশতাদের জগৎ পরিচালনাকারী হিসেবে মনে করা। (৪) ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা। যেমন : আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদাহ করা, কারও নামে পশু জবাই করা ইত্যাদি।

অতএব সাবিলার বিশ্বাসে নিঃসন্দেহে শিরক প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ ফারিহার মনোভাবে কুফর প্রকাশ পেয়েছে। যার প্রেক্ষিতে শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য নিঃসন্দেহে যথার্থ। কেননা কুফরের পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা কুফরের শামিল। মানবজীবনে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। শুধু দুনিয়াতে নয়; বরং আখিরাতেও এর ফলে মানুষকে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে। কারণ কুফর মানুষের মাঝে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়। ফলে কাফির ব্যক্তির আল্লাহ তায়ালা, পরকাল, নবি-রাসুল ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে না, এজন্য সে দুনিয়ার ভোগ বিলাস, আরাম-আয়েশ ও নানারকম অন্যায়-অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সে জান্নাত-জাহান্নাম অবিশ্বাস করে, তাই পরকালের পরোয়া করে না। ফলে তার কাছে দুনিয়ার জীবন প্রাধান্য পায়। তাই দুনিয়ার স্বার্থে সে মিথ্যাচার, অনাচার, খুন-খারাবি, ছিনতাই প্রভৃতি অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সমাজে অনৈতিকতার প্রসার ঘটে। আর এর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে। ফারিহার আচরণে কুফুরি প্রকাশ পাওয়ায় তার শ্রেণি শিক্ষক এমনি মন্তব্য করেছেন।

উদ্দীপকে ফারিহা সালাত, সাওম বিশ্বাস করে না মর্মে বিষয়টি পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়ায় সে কুফরে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর কাফিরদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে, যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কেননা আল্লাহ তায়ালা কাফিরদের সম্পর্কে বলেন, 'যারা কুফুরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৩৯)

সুতরাং তার উচিত এমন কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সঠিকভাবে তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসা। নতুবা পরকালে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ মুরাদপুর গ্রামে 'যুব উন্নয়ন ফোরাম' কর্তৃক আয়োজিত একটি মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথি বলেন, "মহান আল্লাহ মানবজাতির জীবন পরিচালনার জন্য ইবাদতের রীতি-নীতিসহ বহু বিধি-বিধান প্রদান করেন। আবার এই বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন কতগুলো সূরাও নাজিল করেন।" বিশেষ অতিথি বলেন, "আমাদের জীবনে রয়েছে সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ও আনন্দ বেদনা। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দাদের ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা নিয়ে থাকেন।"

ক. 'কাওলি' হাদিস কাকে বলে? ১
খ. 'ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক' বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. প্রধান অতিথির আলোচনায় কোন ধরনের সূরার কথা বর্ণিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিশেষ অতিথির আলোচনার আলোচ্য বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সূরার আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীকে কাওলি বা বাণীসূচক হাদিস বলে।

খ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক। এটি পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ন্যায়। পিতা যেমন সর্বদা পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে কল্যাণের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন; শিক্ষকও তেমনি তাঁর ছাত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে সৎপথ দেখান। পুত্র ও পিতার মাঝে যেমন উত্তরাধিকারের সম্পর্ক আছে, ছাত্র-শিক্ষকের মাঝেও তেমন জ্ঞানের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান। পুত্র যেমন পিতা থেকে প্রাপ্ত সম্পদের পরিচর্যা করে বড় সম্পদশালী হতে পারে, শিক্ষার্থীও তেমনি শিক্ষক থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সমৃদ্ধ করে বড় জ্ঞানী হতে পারে।

গ প্রধান অতিথির আলোচনায় ইবাদতের রীতিনীতি ও বিধি-বিধান সম্বলিত মাদানি সূরাসমূহের কথা বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন মাজিদে ১১৪টি সূরা আছে। অবতরণের সময় বিবেচনায় কুরআন মাজিদের সূরাসমূহ ২ ভাগে বিভক্ত। যথা– মাক্কি সূরা ও মাদানি সূরা। মদিনাতে যেসব সূরা নাজিল হয় তাকে মাদানি সূরা বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা মাদানি সূরাসমূহে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের নীতিমালা, ইবাদতের রীতিনীতি, শরিয়তের বিধি-বিধান, ভিত্তি ও কাঠামো আল-কুরআনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। মানবজীবনের সকল সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান ও মূলনীতি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান সংক্রান্ত বিষয় জানতে হলে দ্বিতীয় ভাগের সূরাসমূহ বা মাদানি সূরাসমূহ পড়তে হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রধান অতিথি বলেন, "মহান আল্লাহ মানব জাতির জীবন পরিচালনার জন্য ইবাদতের রীতিনীতিসহ বহু বিধি-বিধান পরিচালনা করেন"। যাতে মাদানি সূরাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মাদানি সূরায় মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের নীতিমালা ও বিধান বর্ণিত হয়েছে। এতে শরিয়তের বিধি-বিধান, ফরজ, ওয়াজিব, হালাল-হারাম ইত্যাদির সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি পারস্পরিক লেনদেন, উত্তরাধিকার আইন, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিধান বর্ণিত হয়েছে। বিচার-ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, জিহাদ, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদিও আলোচিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, পবিত্র কুরআন মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত গ্রন্থ। মানবজাতির জীবন পরিচালনার জন্য ইবাদতের রীতিনীতি ও বিধি-বিধান জানতে হলে আমাদেরকে মাদানি সূরাসমূহ পড়তে হবে।

অতএব, প্রধান অতিথির আলোচনায় মাদানি সূরার কথা বলা হয়েছে।

ঘ বিশেষ অতিথির আলোচনার আলোচ্য বিষয়টি সূরা আল ইনশিরাহ এর অন্তর্ভুক্ত।

সূরা আল-ইনশিরাহ রাসুল (সা.)-এর মক্কায় কষ্টময় দিনগুলোতে অবতীর্ণ একটি সূরা। এ সূরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (সা.)-এর প্রতি তাঁর নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন। এরপর মহানবি (সা.)-এর করণীয় বিষয়েও নির্দেশনা প্রদান করেছেন। যার প্রতিফলন বিশেষ অতিথির আলোচনায় লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিশেষ অতিথি বলেন, "আমাদের জীবনে রয়েছে সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ও আনন্দ বেদনা। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দাদের ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা নিয়ে থাকেন।" যা সূরা ইনশিরার শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন। যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালাই মানুষের কষ্ট-যাতনা দূর করেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে যে চেষ্টা করে আল্লাহ তার সহায় হন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানবজীবনে সুখ-দুঃখ থাকবেই। সুতরাং দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না। বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে। অবসর সময়ে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করতে হবে।

সুতরাং বলা যায়, বিশেষ অতিথির আলোচনায় সূরা ইনশিরার মর্মার্থের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ মাহির সাহেব সালাত, জাকাত ও হজ পালন করলেও কথা ও কাজে কোনো মিল নেই, এমনকি কথায় কথায় মিথ্যা বলে। বিষয়টি স্থানীয় ইমাম সাহেব জানতে পেরে বলেন, "এ ধরনের চরিত্রের আমূল পরিবর্তনের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য পথ প্রদর্শক প্রেরণ করেন।" উপস্থিত একজন মুসল্লি যোগ করে বলেন, "পথ প্রদর্শক প্রেরণের এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত।"

ক. 'মিযান' কাকে বলে? ১
খ. 'দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র'– উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মাহির সাহেবের চরিত্রে আকাইদের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মুসল্লির মন্তব্যের সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাশরের ময়দানে মানুষের আমলসমূহ ওজন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা যে পাল্লা প্রতিষ্ঠা করবেন তাকে মিযান বলা হয়।

খ দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্র।

মানুষ শস্যক্ষেত্রে যেরূপ চাষাবাদ ও পরিচর্যা করে ঠিক সেরূপই ফল লাভ করে। যদি কোনো ব্যক্তি তার শস্যক্ষেত্রের পরিচর্যা না করে তবে সে ভালো ফল লাভ করে না। তদ্রূপ দুনিয়ার কাজকর্মের প্রতিদান আখিরাতে দেওয়া হবে। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে আখিরাতে মানুষ পুরস্কৃত হবে। আর মন্দ কাজ করলে শাস্তি ভোগ করবে। তাই আখিরাত তথা পরকালীন জীবনে সফলতা লাভের জন্যই বলা হয়েছে, 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।'

গ মাহির সাহেবের চরিত্রে আকাইদের নিফাক বিষয়টি ফুটে উঠেছে। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

নিফাক শব্দের আভিধানিক অর্থ– ভণ্ডামি, কপটতা, প্রতারণা, দ্বিমুখীভাব ইত্যাদি। অন্তরে বিরোধিতা গোপন রেখে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করাই হলো নিফাক। মাহির সাহেবের আচরণ এ বিষয়টিকে ধারণ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাহির সাহেব– সালাত, জাকাত ও হজ পালন করলেও কথা ও কাজে কোনো মিল নেই। এমনকি কথায় কথায় মিথ্যা বলে। যা মুনাফিকের শামিল। মহানবি (সা.) বলেন, 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোনো কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয়, তখন তার খিয়ানত করে (সহিহ বুখারি)। এ ধরনের ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার কারণে নানা ধরনের অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। পার্থিব লোভ-লালসা ও স্বার্থ রক্ষায় তারা মানুষের সব ধরনের অকল্যাণ করতে পারে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পরকালীন জীবনে মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-১৪৫)

সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, মাহির সাহেবের কাজটি হলো নিফাকের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ধরনের কাজের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ঘ না, আমি মুসল্লির মন্তব্যের সাথে একমত নই। কেননা পথপ্রদর্শক প্রেরণের এ ধারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিয়ামত পর্যন্ত নয়। এখানে রিসালাত বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

খতমে নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস বলতে নবুয়তের পরিসমাপ্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে বোঝায়। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে এ ধারা শুরু হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন; কিন্তু মুসল্লির মন্তব্যে এর বিপরীত বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে একজন মুসল্লি বলেন, "পথপ্রদর্শক প্রেরণের এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত।" কিন্তু তার এ মনোভাব ঠিক নয়। কারণ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হলেন শেষ নবি। তিনি খাতামুন নাবিয়্যিন। তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবি আসবেন না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'রিসালাত ও নবুয়তের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার পর আর কোনো নবি আসবে না' (জামি তিরমিযি)। একজন ইমানদার হিসেবে এ বিষয়টির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

সুতরাং কুরআন-হাদিসের আলোকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, মুসল্লির মন্তব্য ভ্রান্ত।

প্রশ্ন ▸ ০৬ শিল্পপতি কামরুল সাহেবের কারখানায় শতাধিক কর্মচারী কাজ করে থাকেন। তিনি বছরান্তে তাঁর সমুদয় সম্পদ হিসাব করে শরিয়ত নির্ধারিত একটি অংশ কারখানার অসচ্ছল কর্মচারীদের মাঝে বিতরণ করেন। তাঁর কারখানার প্রবীণ একজন পরহেজগার কর্মচারী বলেন, "আপনি অনেক ভালো মানুষ। কুরআনের এই বাণী অনুসরণ করলে আপনি আল্লাহর আরও প্রিয়ভাজন হতে পারবেন।" আল্লাহ বলেন, "তোমাদের অধীনস্ত যেসব দাস-দাসী রয়েছে তাদের প্রতি সদয় হও।"

ক. শরিয়ত কাকে বলে? ১

খ. মহানবি (সা.) এর জীবদ্দশায় হাদিস লেখা নিষেধ ছিল কেন? ২

গ. কামরুল সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন ইবাদতটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রবীণ কর্মচারীর উদ্বৃত কুরআনের বাণীতে প্রতিফলিত বিষয়টি যৌক্তিক বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি কার্যনীতি বা জীবন পদ্ধতিকে শরিয়ত বলা হয়।

খ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় প্রথম দিকে হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল। কেননা তখন আল-কুরআন নাজিল হচ্ছিল। এ অবস্থায় মহানবি (স.)-এর হাদিস লিখে রাখলে তা আল-কুরআনের বাণীর সাথে সংমিশ্রণের আশঙ্কা ছিল। এ কারণে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় ব্যাপকভাবে হাদিস লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়নি।

গ কামরুল সাহেবের কর্মকাণ্ডে জাকাত ইবাদতটি প্রকাশ পেয়েছে। আর্থিক সমন্বয় সাধনের জন্য আল্লাহ যাকাতের বিধান দিয়েছেন। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের উপর জাকাত ফরজ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শিল্পপতি কামরুল সাহেবের কারখানায় শতাধিক কর্মচারী কাজ করে থাকেন। তিনি বছরান্তে তাঁর সমুদয় সম্পদ হিসাব করে শরিয়ত নির্ধারিত একটি অংশ কারখানার অসচ্ছল কর্মচারীদের মাঝে বিতরণ করেন। যা জাকাত হিসেবে পরিগণিত। আমরা জানি, কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে জাকাত বলে। এটি ধনীদের উপর গরিবের অধিকার। এই জাকাত ব্যবস্থা ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দিক। এর উপর ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্পসমূহের সাফল্য নির্ভর করে। এতে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না থেকে দরিদ্র লোকদের হাতেও যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থা সচল হয় এবং দারিদ্র্য দূর হয়।

সুতরাং বলা যায়, কামরুল সাহেব জাকাত ইবাদতটিই পালন করেছেন।

ঘ প্রবীণ কর্মচারীর উদ্বৃত্ত কুরআনের বাণীতে প্রতিফলিত বিষয়টি নিঃসন্দেহে যৌক্তিক। যা মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট একটি বাণী।

ইসলামে মালিক-শ্রমিকের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলাম শ্রমিককে ভাই হিসেবে সম্বোধন করে। মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মালিক-শ্রমিক যদি ইসলাম স্বীকৃত পন্থায় তাদের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, তাহলে শ্রমিক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে আর মালিকও তার সঠিক শ্রম পাবে। কল-কারখানায় স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করবে। ইসলাম অধীনস্থদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের অধীনস্ত যেসব দাস-দাসী (শ্রমিক) রয়েছে তাদের প্রতিও সদয় হও।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩৬)। উদ্দীপকের প্রবীণ কর্মচারীর উদ্ধৃত বাণীতে যার প্রতিফলন দেখা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কারখানার প্রবীণ একজন পরহেজগার কর্মচারী বলেন, "আপনি অনেক ভালো মানুষ। কুরআনের এই বাণী অনুসরণ করলে আপনি আল্লাহর আরও প্রিয়ভাজন হতে পারবেন"। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের অধীনস্থ যেসব দাস-দাসী রয়েছে তাদের প্রতি সদয় হও।" যাতে শ্রমিকের প্রতি সদয় হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে।

ইসলাম শ্রমিকের হক সঠিকভাবে যথাসময়ে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে। শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিতে অকারণে বিলম্ব করা সমীচীন নয়। শ্রমিক যাতে তার শ্রমের সঠিক মূল্য পায় সে ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিয়োগ করো না।" একইভাবে শ্রমিককেও তার মালিকের দেওয়া দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার ব্যাপারে ইসলামে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "গোলাম (শ্রমিক) যখন তার মালিকের কাজ সুচারুরূপে করে এবং সুষ্ঠুভাবে আল্লাহর ইবাদত করে তখন সে দ্বিগুণ প্রতিদান পায়।" (বুখারি ও মুসলিম)

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, আমাদের সকলের উচিত দেশ ও জাতির কল্যাণে ইসলাম প্রদত্ত আদম শ্রমনীতি অনুসরণ করা এবং মালিক-শ্রমিক উভয়ের সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা।

অতএব, প্রবীণ কর্মচারীর উদ্ধৃত কুরআনের বাণীতে প্রতিফলিত বিষয়টি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▸ ০৭ অফিস কর্মকর্তা সাইফুল সাহেবের টেবিলে তার স্বাক্ষর নেয়ার জন্য 'জেড গ্রুপ' এর কর্মচারী একটি ফাইল জমা দিয়ে যান। তিনি স্বাক্ষর করার জন্য ফাইল খুললে তাতে টাকা ভর্তি খাম দেখে খুব রাগ করেন এবং কর্মচারীকে ডেকে ধমক দিয়ে বলেন, "এ জঘন্য কাজের জন্য তুমিও জাহান্নামি হবে, আমাকেও জাহান্নামি বানাবে।" তিনি আজ অফিস থেকে ফেরার পথে মেয়ের জন্য কয়েকটি বই কিনে নিয়ে যান। কারণ মেয়ে ভালো ফল করলে তিনি তাকে বই উপহার দেয়ার কথা দিয়েছিলেন।

ক. 'সুদ' কাকে বলে? ১

খ. "তারা (নারীগণ) তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ।" বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. মেয়েকে বই কিনে দেয়াতে সাইফুল সাহেবের চরিত্রে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাইফুল সাহেবের প্রতিক্রিয়া যথার্থ কি না? সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে মতামত দাও। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাউকে প্রদত্ত ঋণের মূল পরিমাণের উপর অতিরিক্ত আদায় করাকে রিবা (اَلرِّبٰوا) বা সুদ বলা হয়।

খ প্রশ্নোক্ত আয়াতের একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা ও সম্মান, স্বামীর মর্যাদা ও সম্মানের অনুরূপ। আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন, মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সমান। বিস্তৃত অর্থে, স্বামী যেমন স্ত্রীর মাধ্যমে নিজের চরিত্র, সম্মান রক্ষা করে, তেমনি স্ত্রীও স্বামীর মাধ্যমে নিজের চরিত্র ও সম্মান রক্ষা করে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী বা নারী-পুরষ একে অপরের পরিপূরক এবং পরস্পর সমান।

গ মেয়েকে বই কিনে দেয়াতে সাইফুল সাহেবের চরিত্রে আখলাকে হামিদার ওয়াদা পালন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে। উদ্দীপকে সাইফুল সাহেবের চরিত্রেও এ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, সাইফুল সাহেব অফিস থেকে ফেরার পথে মেয়ের জন্য কয়েকটি বই কিনে নিয়ে যান। কারণ মেয়ে ভালো ফল করলে তিনি তাকে বই উপহার দেয়ার কথা দিয়েছিলেন। যা ওয়াদা পালন এর নামান্তর। মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে সবাই তাকে ভালোবাসে। তার প্রতি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে। সমাজে সে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন– يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-১)। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে' (সূরা বনি ইসরাইল : আয়াত-৩৪)। হাশরের ময়দানে প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ওয়াদা পালন করে না, আখিরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে। ওয়াদা পালন করে না সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন ও দ্বীনদার হতে পারে না। একটি হাদিসে মহানবি (সা.) বলেন– لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন নেই'। (মুসনাদে আহমাদ)

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের প্রত্যেকেরই ওয়াদা পালনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি। কোনোভাবেই যেন তা ভঙ্গ না হয়।

ঘ সাইফুল সাহেবের প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে যথার্থ। এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি হচ্ছে ঘুষ। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

ঘুষ অর্থ উৎকোচ। স্বাভাবিক প্রাপ্যের পরও অসদুপায়ে অতিরিক্ত সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। এটি একটি অনৈতিক কাজ এবং অত্যন্ত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধ। জনাব সাইফুল সাহেব এ অনৈতিক কাজটি থেকেই বিরত থাকতে চেয়েছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অফিস কর্মকর্তা সাইফুল সাহেবের টেবিলে তার স্বাক্ষর নেয়ার জন্য 'জেড গ্রুপ' এর কর্মচারী একটি ফাইল জমা দিয়ে যান। তিনি স্বাক্ষর করার জন্য ফাইল খুললে তাতে টাকা ভর্তি খাম দেখে খুব রাগ করেন এবং কর্মচারীকে ডেকে ধমক দিয়ে বলেন, "এ জঘন্য কাজের জন্য তুমিও জাহান্নামি হবে, আমাকেও জাহান্নামি বানাবে।" যাতে ঘুষ থেকে বিরত থাকার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। কেননা সাইফুল সাহেব জানেন সম্পূর্ণ হারাম তথা অবৈধ। ঘুষ মানবসমাজে অশান্তি ডেকে আনে। ঘুষখোর ব্যক্তি নিজ দায়িত্ব-কর্তব্যে অবহেলা করে, আমানতের খিয়ানত করে। এর মাধ্যমে অসহায়-বঞ্চিতদের অধিকার হরণ করা হয়। সমাজে সৃষ্টি হয় হানাহানি ও দ্বন্দ্ব। ধর্মীয়ভাবে বলা যায়– ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত টাকা-পয়সা সম্পূর্ণ হারাম। আর হারাম টাকায় কেনা পোশাক-পরিচ্ছদ পরে ইবাদত করলে তা কবুল হয় না। নবি করিম (স.) বলেছেন, 'ঘুষ গ্রহণকারী এবং ঘুষ প্রদানকারী উভয়ের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত' (বুখারি ও মুসলিম)। পরকালে ঘুষের লেনদেনকারীর স্থান হবে জাহান্নাম। কিয়ামতের দিন এরা মহাশাস্তির সম্মুখীন হবে।

পরিশেষে বলা যায়, জনাব সাইফুল সাহেব যে ঘুষ থেকে বিরত থাকতে চেয়েছেন তা সমাজের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি পরকালেও এ ধরনের কাজের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

অতএব, সাইফুল সাহেবের প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৮ সোহা ও নিহার ইবাদত নিয়ে আলোচনার একপর্যায়ে সোহা বলল, "ইসলামে এমন একটি ইবাদত রয়েছে যা পালনের ক্ষেত্রে উঁচু-নিচু কোনো ভেদাভেদ থাকে না। সাম্যের নজির সৃষ্টি হয়। এটা আল্লাহর আনুগত্যের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমও।" নিহা বলল, "ইসলামে আরো ইবাদত রয়েছে যার একটি পালনের মধ্য দিয়ে অনাহারী, অর্ধাহারীদের ক্ষুধার জ্বালা বুঝতে পারা যায়।" নিহার কথায় মা বলেন, "এ ইবাদতটির একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে, আল্লাহ নিজেই এর পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।"

ক. মুবাহ কী? ১
খ. 'হাদিসও এক প্রকার ওহি'– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. সোহার আলোচনায় কোন ইবাদতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নিহার আলোচনা প্রসঙ্গে মায়ের মন্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল কাজ করলে কোনোরূপ সাওয়াব নেই, আবার না করলে কোনোরূপ গুনাহও হয় না, এরূপ কাজকে মুবাহ বলে।

খ ইসলামি শরিয়তে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদিস হলো শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। এটিও এক প্রকার ওহি। মহানবি (স.) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা প্রাপ্ত হয়েই মানুষকে নানা বিষয়ের নির্দেশনা প্রদান করতেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى -

অর্থ : "আর তিনি নিজ প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। তা তো ওহি, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা আন-নাজম, আয়াত : ৩-৪)

গ সোহার আলোচনায় ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত সালাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামের মূলভিত্তি ৫টি। সালাত তন্মধ্যে দ্বিতীয়। মহানবি (সা.) বলেন, সালাত দ্বীনের ভিত্তি। অন্যত্র তিনি বলেন, সালাত জান্নাতের চাবি। সালাত আদায় করতে গিয়ে বান্দা দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা হাসিল করে আল্লাহর সান্নিধ্যে যায়। এতে তার ইমান বৃদ্ধি পায়। কুফর ও ইমানের মাঝে সালাত পার্থক্য সৃষ্টি করে। কারণ যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে সে ইমানদার। আর যে নামাজ পরিত্যাগ করে তার ইমান নেই। ইমানহীন ব্যক্তি কাফির। মহানবি (সা.) বলেন, 'সালাত হলো ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী' (তিরমিযি)। সালাত মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে' (সূরা আল-আনকাবূত : আয়াত-৪৫)। সালাতের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন পাঁচবার একত্রে সালাত আদায় করার ফলে মুসলমানদের মধ্যে হৃদ্যতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মুসলমানদের জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক।

ঘ নিহার আলোচনা প্রসঙ্গে মায়ের মন্তব্যটি নিঃসন্দেহে যথার্থ। এখানে সাওম ইবাদতটি প্রকাশ পেয়েছে। যার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সাওম একটি। প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক নারী-পুরুষের ওপর রমযান মাসের একমাস সাওম পালন করা ফরজ। এটি তাকওয়া অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ধর্মীয় দিক থেকেও সাওমের গুরুত্ব অপরিসীম। রমযান মাসে আল্লাহ তায়ালা সকল সৎকাজের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবেন, যা বিশেষ অতিথির বক্তব্যেও লক্ষ করা যায়। যা নিহা ও তার মায়ের বক্তব্যেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নিহা বলল, "ইসলামে আরো ইবাদত রয়েছে যার একটি পালনের মধ্যদিয়ে অনাহারী, অর্ধাহারীদের ক্ষুধার জ্বালা বুঝতে পারা যায়।" নিহার কথায় মা বলেন, "এ ইবাদতটির একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে, আল্লাহ নিজেই এর পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।" যা সাওম এর নামান্তর।

তার বক্তব্যটি সাওমকে নির্দেশ করে। কারণ রমযান মাসের প্রতিটি নেক কাজে অন্যান্য মাসের তুলনায় সত্তর গুণ বেশি সওয়াব দেওয়া হবে। এ মাসের প্রতিটি নফলের মর্যাদা ফরজের ন্যায় এবং ফরজের মর্যাদা সত্তরটি ফরজের ন্যায়। সকল সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহ দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবেন; কিন্তু সাওমের প্রতিদান হবে বিশেষ। সাওমের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ হাদিসে কুদসিতে বলেন– اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ অর্থাৎ, 'সাওম আমার জন্য, আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব' (বুখারি)। হাদিসে আরও আছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন' (বুখারি)। অতএব, সাওমের তাৎপর্য অপরিসীম।

অতএব, নিহার আলোচনা প্রসঙ্গে মায়ের মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৯ জনাব জাফর সাহেবের একমাত্র মেয়ের বিয়েতে আত্মীয়স্বজনরা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজনের পরামর্শ দিলেও তিনি অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করে সাধ্য অনুযায়ী খরচ করে বিবাহ সম্পন্ন করেন। এটা নিয়ে তাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকেই তাঁর পিছনে নানা কথা বলতে থাকে। তাদের এ ধরনের সমালোচনা জনৈক আত্মীয় আবিদ মেনে নিতে না পেরে বলেন, "তিনি যা করেছেন তা ভালোই করেছেন। আর তোমাদের এ ধরনের চর্চা করাটা ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য।"

ক. 'আখলাকে যামিমাহ' কাকে বলে? ১
খ. "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য"– বাণীটি বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. জনাব জাফর সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আত্মীয়দের এরূপ চর্চার প্রেক্ষিতে জনাব আবিদের মন্তব্য কতটুকু সঠিক? সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব চরিত্রের মন্দ ও নিন্দনীয় স্বভাবগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বলা হয়।

খ ফিতনা-ফ্যাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি বোঝায়।
যে সমাজে ফিতনা-ফ্যাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। সমাজের ঐক্য সংহতি বিনষ্ট হয়। এরূপ সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান পালন ও উদ্‌যাপন করতে পারে না। এককথায় ফিতনা ফ্যাসাদের ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে আসে চরম অমানিশা। এজন্যই আল্লাহ বলেন, 'ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।'
(সূরা আল-বাকারা : আয়াত-১৯১)

গ জনাব জাফর সাহেবের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার মিতব্যয়িতা বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে।
মিতব্যয়িতা একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক গুণ। এটি মানবসমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে। মিতব্যয়িতা মানুষকে অপচয় ও কৃপণতার কুফল থেকে রক্ষা করে। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ' (মুসনাদে আহমাদ)। মিতব্যয়ী ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতের যথাযথ ব্যবহার করেন। ফলে তিনি বহু সওয়াবের অধিকারী হন। অন্য একটি হাদিসে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সৎ কাজে খরচ কর, তবে তোমার কল্যাণ হবে। আর যদি আটকে রাখ তবে তোমার অকল্যাণ হবে। তবে তোমার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ রেখে দিলে তোমাকে তিরস্কার করা হবে না।' পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তার একনিষ্ঠ বান্দার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং তারা এদুয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।' (সূরা আল-ফুরকান : আয়াত-৬৭)
উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব জাফর সাহেবের একমাত্র মেয়ের বিয়েতে আত্মীয় স্বজনরা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজনের পরামর্শ দিলেও তিনি অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করে সাধ্য অনুযায়ী খরচ করে বিবাহ সম্পন্ন করেন। যা মিতব্যয়িতার অন্তর্ভুক্ত।
সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি উদ্দীপকের জাফর সাহেব অবশ্যই সঠিক পথের উপর আছেন এবং আমাদেরও উচিত মিতব্যয়ী হওয়া। তাহলে আমাদের জীবন ভারসাম্যপূর্ণ, পুণ্যময় ও কল্যাণকর হবে।

ঘ আত্মীয়দের এরূপ চর্চার প্রেক্ষিতে জনাব আবিদের মন্তব্য নিঃসন্দেহে যথার্থ। কেননা এখানে গিবত প্রকাশ পেয়েছে।
গিবত অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, অসাক্ষাতে দুর্নাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা, কুৎসা রটনা করা ইত্যাদি। এটি মানব চরিত্রের একটি গর্হিত বৈশিষ্ট্য। গিবত এমন পাপ যাকে হাদিসে ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক বলা হয়েছে। যা জনাব জাফর সাহেবের আত্মীয়স্বজনের কর্মে প্রকাশ পেয়েছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব জাফর সাহেবের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকেই তাঁর পিছনে নানা কথা বলতে থাকে। তাদের এ ধরনের সমালোচনা জনৈক আত্মীয় আবিদ মেনে নিতে না পেরে বলেন, "তিনি যা করেছেন তা ভালোই করেছেন। আর তোমাদের এ ধরনের চর্চা করাটা ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য।" যা গিবতের অন্তর্ভুক্ত। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'গিবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক।'
আল্লাহ গিবত করা সম্পর্কে কঠোর বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'তোমরা একে অন্যের গিবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে ভালোবাস? না, তোমরা তা অপছন্দ কর।' অর্থাৎ মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার ন্যায় জঘন্য অপরাধ হচ্ছে গিবত করা। গিবতের কারণে সমাজের মানুষের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়। সামাজিকভাবে ফিতনা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদি সকলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বান্দা যখন গিবত করে তখন তার অনেক নেক আমল ধ্বংস হতে থাকে। ফলে তার পরকালীন জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী গিবতকারীর ইবাদত কবুল হয় না। এটি কবীরা গুনাহ। তাওবা ব্যতীত গিবতের গুনাহ মাফ হয় না। গিবতের অনিবার্য পরিণতি হলো জাহান্নাম।

প্রশ্ন ▶ ১০ শরীফপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিনহাজ সাহেব ইন্তেকাল করলে তাঁরই বন্ধু খায়ের সাহেব জনগণের সরাসরি সমর্থনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এলাকায় আইন শৃঙ্খলার অবনতিসহ নানা জটিলতা দেখা দিলে তা শক্ত হাতে সমাধান করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। এজন্য তাঁকে 'দুর্দিনের কাণ্ডারী' বলা হয়। খায়ের সাহেবের আরেক ভাই সশস্ত্র বাহিনীতে চাকরির সুবাদে কঙ্গোতে শান্তি রক্ষা মিশনে যান। তিনি সেখানে বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের কঠোর হস্তে দমন করে বীরত্বের পরিচয় দেন। ফলে সরকার তাঁকে 'শান্তি বীর' উপাধি দেন। সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তাঁকে খুলাফায়ে রাশেদিনের একজনের প্রতিচ্ছবি বলে মন্তব্য করেন।

ক. হজ কাকে বলে? ১
খ. 'জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ এক নয়'– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. খায়ের সাহেবের পদক্ষেপে কোন খলিফার কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. খায়ের সাহেবের ভাই সম্পর্কে প্রধান অতিথির মন্তব্য যথার্থ কি না? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[য. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১১ দবির চেয়ারম্যান ফেনীর বন্যাকবলিত এলাকায় বিতরণের জন্য নিজ ছেলের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণ ত্রাণ পাঠান। ছেয়ে তা থেকে কিছু ত্রাণ বাজারে বিক্রি করে দেন। চেয়ারম্যান তা জানতে পেরে নিজ সন্তানকে শাস্তিস্বরূপ পুলিশের হাতে তুলে দেন। চেয়ারম্যানের ভাই আবদুল গণি ঐ এলাকায় বিশুদ্ধ পানির অভাব দূর করার জন্য নিজ খরচে বেশ কয়েকটি নলকূপ স্থাপন করেন এবং বন্যায় বিধ্বস্ত মসজিদগুলো নির্মাণের ব্যবস্থা করেন।

ক. মদিনার সনদ কী? ১
খ. 'আল-কানুন ফিত-তিব্ব'-কে চিকিৎসা শাস্ত্রের বৃহৎ সংগ্রহ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আবদুল গণি সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের কোন খলিফার জীবনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সন্তানের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান দবির সাহেবের পদক্ষেপটি তোমার পঠিত একজন খলিফার জীবনাচরণের আলোকে মূ ল্যায়ন কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া কী?
ⓚ ফরজ ⓚ ওয়াজিব
ⓖ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ⓖ সুন্নতে যায়িদাহ

২. "আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে" আয়াতে কীসের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?
ⓚ তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত ⓚ কুরআন অবতরণের প্রেক্ষাপট জানা
ⓖ কুরআন অনুযায়ী জীবন-যাপন করা
ⓖ কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা

৩. 'আল কানুন ফিত-তিব্ব'– কার রচনা?
ⓚ আল রাযি ⓚ ইবনে রুশদ ⓖ আল বিরুনি ⓖ ইবনে সিনা

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আলহেরা টেক্সটাইলের শ্রমিকগণ তাদের একদিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে দান করেন। টেক্সটাইলের মালিক হাসিব সাহেব প্রতিমাসের এক তারিখ শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করেন। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য একজন ডাক্তার নিয়োগ করেছেন। এছাড়াও কোনো শ্রমিক কখনও বেতনের কিছু টাকা অগ্রিম চাইলে তিনি অগ্রিম বেতন দেন।

৪. আল হেরার শ্রমিকদের ভূমিকায় আখলাকে হামিদাহ এর কোন গুণটি প্রতিফলিত হয়?
ⓚ ভ্রাতৃত্ববোধ ⓚ সত্যবাদিতা
ⓖ কর্তব্যপরায়ণতা ⓖ মানবসেবা

৫. হাসিব সাহেবের কর্মকাণ্ডের ফলে–
i. তিনি মানুষের ভালোবাসা পাবেন
ii. দুনিয়ায় সফল হবেন ও পরকালে জান্নাত পাবেন
iii. শহিদগণের সাথে তার হাশর হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৬. মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
ⓚ ৬ ⓚ ৭ ⓖ ৮ ⓖ ৯

৭. মহানবি (সা.) কোন ইবাদতকে ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন?
ⓚ সাওম ⓚ সালাত ⓖ জাকাত ⓖ হজ

৮. হজ পালনের সময় ৯ই জিলহজ তারিখে আরাফায় অবস্থান করা কী?
ⓚ ওয়াজিব ⓚ ফরজ ⓖ সুন্নত ⓖ মুস্তাহাব

৯. কোন কাজটির মাধ্যমে তুমি হাক্কুল ইবাদ পালন করবে?
ⓚ আশুরার সাওম ⓚ রমজান মাসের সাওম
ⓖ তাহাজ্জুদ সালাত ⓖ ক্ষুধার্তকে খাবার দান

১০. জনাব 'ক' তার বন্ধু 'খ' এর পদোন্নতির খবর শুনে খুবই কষ্ট পান। জনাব 'ক' এর চরিত্রে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ⓚ গিবত ⓚ হিংসা ⓖ ফিতনা ⓖ ফাসাদ

১১. "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" এই হাদিসের মাধ্যমে কীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ⓚ কর্তব্যপরায়ণতা ⓚ পরিচ্ছন্নতা
ⓖ মিতব্যয়িতা ⓖ নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ

১২. বুড়িমারি সীমান্ত এলাকার 'যুবসমাজ' পালাক্রমে সীমান্ত পাহারায় রাত জাগে। যেন সীমান্ত দিয়ে কেউ সম্পদ পাচার করতে না পারে। বুড়িমারি এলাকার যুবসমাজের চরিত্রে আখলাকে হামিদাহর কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?
ⓚ আত্মশুদ্ধি ⓚ কর্তব্যপরায়ণতা
ⓖ তাকওয়া ⓖ স্বদেশপ্রেম

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৩ ও ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আমিরাবাদের লোকজন ইদানিং ছোটখাটো মাসআলায় বিভক্ত হয়ে পড়ছে। জনাব মাসুদ আমিরাবাদের কৃতিসন্তান এবং একজন ইসলামিক স্কলার। তিনি স্থানীয় ৫টি মাদরাসার ৫ জন আলেমের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কোন মাসআলার উদ্ভব হলে কমিটি আলোচনা করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দেয়। আমিরাবাদের জনপ্রতিনিধি জনাব সগীর তার পুত্রের বিরুদ্ধে একবস্তা ত্রাণের চাল চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি পুত্রকে পুলিশে সোপর্দ করেন।

১৩. মাসুদের ভূমিকা কোন মনীষীর অবদানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ⓚ ইমাম বুখারি (রহ.) ⓚ ইমাম গাযালি (রহ.)
ⓖ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ⓖ ইবনে জারির আত তাবারি (রহ.)

১৪. সগীরের কর্মকাণ্ডের ফলে–
i. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে
ii. শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে
iii. তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৫. মদিনা সনদ প্রণয়নের ফলে–
i. মহানবি (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানিত হয়
ii. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়
iii. গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সূচনা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৬. আদ-দুহা (اَلضُّحٰى) শব্দের অর্থ কী?
ⓚ পূর্বাহ্ন ⓚ সূর্য ⓖ আঞ্জির ⓖ দুর্ভোগ

১৭. হাদিসের মূলবক্তব্যকে কী বলে?
ⓚ রাবি ⓚ কাওলি ⓖ সনদ ⓖ মতন

১৮. কোনটি হত্যার চেয়েও জঘন্য?
ⓚ কর্মবিমুখতা ⓚ ফিতনা ⓖ গিবত ⓖ ঘুষ

১৯. কোন অপরাধকে পবিত্র কুরআনে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে?
ⓚ গিবত ⓚ প্রতারণা ⓖ হিংসা ⓖ ঘুষ

২০. "অতএব হে চক্ষুষমানগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"– এ আয়াতে ইসলামি শরিয়তের কোন উৎসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ⓚ কুরআন ⓚ সুন্নাহ ⓖ ইজমা ⓖ কিয়াস

২১. 'ক' মিথ্যা কথা বলে এবং কাউকে কথা দিয়ে কথা রাখে না। 'ক' এর আচরণ কাদের আচরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ⓚ কাফির ⓚ মুশরিক ⓖ মুনাফিক ⓖ ফাসিক

২২. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কালিমাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কোনটি?
ⓚ রিসালাত ⓚ তাওহিদ ⓖ আখিরাত ⓖ খতমে নবুয়ত

২৩. "আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই; যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন"– এই উক্তির সাথে ইসলামের ইতিহাসের কোন ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পৃক্ত?
ⓚ হিজরত ⓚ মদিনা সনদ ⓖ মক্কা বিজয় ⓖ বিদায় হজ

২৪. জনাব কবির মানুষজনকে নগদ টাকা ধার দেন। তিনি জানুয়ারির ১ তারিখে ১ লক্ষ টাকা ধার দিয়ে বলেন যে, আপনি আমাকে ৬ মাস পরে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ফেরত দিবেন। কবিরের কর্মকাণ্ডটি কীসের শামিল?
ⓚ প্রতারণা ⓚ ফিতনা ⓖ সুদ ⓖ ঘুষ

২৫. ইমানের মূল বিষয় কয়টি?
ⓚ ৩ ⓚ ৪ ⓖ ৫ ⓖ ৭

২৬. আল্লাহ তাআলার বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে কী বলে?
ⓚ তাওহিদ ⓚ রিসালাত ⓖ ওহী ⓖ হিকমত

২৭. ইমানের বিপরীত কোনটি?
ⓚ শিরক ⓚ নিফাক ⓖ জুলুম ⓖ কুফর

২৮. আলহুদা শব্দের অর্থ কী?
ⓚ পথ নির্দেশ ⓚ সত্য ⓖ সুস্পষ্ট প্রমাণ ⓖ মহিমান্বিত

২৯. আবিদ একজন সবজি বিক্রেতা। বিনষ্ট হওয়া কোনো সবজি তিনি ক্রেতার নিকট বিক্রি করেন না। আবিদের কর্মকাণ্ডে কোন হাদিসের শিক্ষা প্রতিফলিত হয়?
ⓚ পরোপকার ⓚ দানশীলতা
ⓖ সৃষ্টির সেবা ⓖ ব্যবসায়ে সততা

৩০. আর তাদের কাজকর্ম সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে– এখানে শরিয়তের কোন উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ⓚ কুরআন ⓚ সুন্নাহ ⓖ ইজমা ⓖ কিয়াস

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট | [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] | পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। জনাব 'ক' একদিন কর্মস্থলে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে দুর্ঘটনায় আহত হন। তার স্ত্রী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এর নাম তাকদির। উত্তরে 'ক' বলেন এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। অপরদিকে তার প্রতিবেশী জনাব 'খ' একজন ব্যবসায়ী। তিনি যখনই ব্যবসায়িক কাজে বের হন তখনই ঘরের দেওয়ালে টানানো একজন সাধু পুরুষের ছবিকে সেজদা করেন। তার মা বিষয়টি লক্ষ্য করে বলেন, তোমার এ ধরনের কর্মকাণ্ড ইসলাম সমর্থন করে না। এজন্য তোমাকে পরকালে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ক. তাওহিদ কাকে বলে? ১

খ. ইসলামকে সার্বজনীন ধর্ম বলা হয় কেন? ২

গ. জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ড কীসের শামিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব 'খ' এর আচরণ চিহ্নিতপূর্বক তার মায়ের বক্তব্যের যথার্থতা আকাইদের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২। **দৃশ্যকল্প-১ :** টগর মনে করে মৃত্যু মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। মৃত্যুর পর আর কিছুই নেই।

দৃশ্যকল্প-২ : রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরতের পর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নামক এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি ইমান আনে এবং তাঁর অনুসরণ করে। কিন্তু গোপনে সে নবীজী (সা.) ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

ক. কিয়াস কী? ১

খ. ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. টগর এর বিশ্বাসে ইমানের কোন মৌলিক বিষয়টি লজ্জিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. টগর ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর মধ্যে কে পরকালে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে? আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। জনাব হাবিব একজন ব্যবসায়ী। তিনি প্রতি বছর রমজান মাসে চিনি, ডাল, তেল খেজুরসহ প্রতিটি নিত্যপণ্যের মূল্য দশ টাকা কমিয়ে দেন। তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র আশিক বর্ষাকালে গ্রামে এসে বাড়ির আঙিনায় এবং রাস্তার দুই পাশে কিছু ঔষধি, ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করে। তার এ ধরনের কর্মকাণ্ড লক্ষ করে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় তোমার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ক. শরিয়ত কী? ১

খ. "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।"– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব হাবিবের কর্মকাণ্ডে কোন হাদিসের শিক্ষা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আশিকের কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে ইমাম সাহেবের উক্তির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৪। নাসির ও কামাল সহপাঠী। একদিন শ্রেণিকক্ষে নাসিরের কলমের কালি শেষ হয়ে যায়। নাসির কামালের নিকট অতিরিক্ত কলম দেখতে পেয়ে সেটি ধার চায়। কিন্তু কামাল নাসিরকে কলম ধার দিতে অস্বীকার করে। অপরদিকে একদিন কামালের বাড়ির দরজায় একজন ভিক্ষুক এসে কিছু সাহায্য চায়। তখন কামালের পিতা শাহিন সাহেব দরজা খুলে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেয়। শাহিনের স্ত্রী বিষয়টি জানতে পেরে স্বামীকে বলেন, "তোমার এহেন আচরণ পরকালে কল্যাণময় জীবন লাভে বাধা হতে পারে।"

ক. তিলাওয়াত কী? ১

খ. হাদিসকে কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলা হয় কেন? ২

গ. কামালের আচরণে কোন সূরার শিক্ষা লজ্জিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শাহিনের আচরণে যে সূরার শিক্ষা লজ্জিত হয় সেটি চিহ্নিত করে তার সম্পর্কে স্ত্রীর মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। সাকিবের বাসার সামনের রাস্তার উন্নয়ন কাজ চলছে। এজন্য প্রচুর ধুলাবালির সৃষ্টি হয় এবং লোকজনের খুব কষ্ট হয়। সাকিব তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে সকাল-বিকাল দুবেলা পুরো রাস্তায় পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করে। ফলে মানুসের কষ্ট লাঘব হয়। সাকিবের মা মিসেস ফাতিমার ইসলামি ব্যাংকে ১০ লক্ষ টাকার একটি ফিক্সড ডিপোজিট রয়েছে। ফাতিমা বছরান্তে দশ লক্ষ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকায় ৫টি সেলাই মেশিন ক্রয় করে ৫ জন দরিদ্র বেকার মহিলাকে দান করেন। তিনি আগে প্রতি বছর একই টাকায় শাড়ি, লুঙ্গি ক্রয় করে দরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ করতেন।

ক. ইবাদত কী? ১

খ. সালাত কীভাবে মন্দ আচরণ থেকে বিরত রাখে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাকিব ও তার বন্ধুদের কাজটি কোন প্রকার ইবাদত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিসেস ফাতিমার দানের দুই পদ্ধতির মধ্যে কোনটিকে তুমি সেরা মনে কর। তাঁর ইবাদতটি চিহ্নিত করে তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। জনাব সাদিক একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। একদিন পথিমধ্যে তাঁর সাথে তাঁর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের সাথে দেখা হয়। সাদিক গাড়ি থেকে নেমে শিক্ষককে সালাম দেন এবং তাঁর সাথে মুসাফাহাহ্ করেন। সাদিক তাঁকে গাড়িতে করে গন্তব্যে পৌঁছে দেন। অপরদিকে জনাব মুবিন এ বছর একটি দেশ সফর করেন। তিনি সেখানে পৃথিবীর প্রথম গৃহ প্রদক্ষিণ, কয়েকটি বিশেষ প্রান্তরে অবস্থানসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেন। একটি প্রান্তরে তার সাথে ফিলিস্তিনসহ বেশ কয়েকটি দেশের মুসলমানদের সাথে মতবিনিময় হয়।

তিনি এখন নিয়মিত জামাআতে নামাজ আদায় করেন। তিনি ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য বেশকিছু অর্থ প্রেরণ করেন।

ক. ইলম কী? ১

খ. "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাদিকের আচরণে কার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মুবিনের ইবাদতটি চিহ্নিত করে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য সৃষ্টিতে এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। সগির একজন এম.এ পাস যুবক। সে চাকরির জন্য কোথাও আবেদন করে না। বাসায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অলস সময় কাটায়। সগিরের বাবা সোহাগ তার সঞ্চয়ের ৫০ লক্ষ টাকা এক বন্ধুকে এই শর্তে ধার দিয়েছে যে, মূল টাকা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত প্রতিমাসে সোহাগকে ৫০,০০০ টাকা দিতে হবে। প্রথমদিকে কয়েক মাস ৫০,০০০ টাকা করে পেলেও হঠাৎ একদিন বন্ধু উধাও হয়ে যায়। ফলে সোহাগ সঞ্চয়ের সকল টাকা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়।

ক. শালীনতা কী? ১

খ. সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহর পরিজন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সগিরের কর্মকাণ্ড কোন নিন্দনীয় আচরণের শামিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সোহাগের ঋণদানের বিষয়টি চিহ্নিত করে এর কুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। **দৃশ্যকল্প-১ :** আরিফ ট্রেনযোগে কলেজে যাচ্ছিল। ভীড়ের মধ্যে একজন মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজের আসনটি ছেড়ে তাকে বসতে দেয়।

দৃশ্যকল্প-২ : আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর বাল্যকালের ঘটনা। তিনি বিদ্যাশিক্ষার জন্য একটি কাফেলার সাথে বাগদাদ সফরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কাফেলা ডাকাতের কবলে পড়ে। ডাকাত দল কাফেলার সকলের টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়। সবশেষে তারা আবদুল কাদিরের কাছে এসে কোনো টাকা-পয়সা না পেয়ে তার নিকট জানতে চায়, তোমার নিকট কি কিছুই নেই? তখন আবদুল কাদির জামার আস্তিনের ভেতর লুকানো ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা বের করে দেন। ডাকাত দল অবাক হয়ে তাঁর নিকট জানতে চায়, কেন তিনি লুকানো টাকা বের করে দিলেন? আবদুল কাদির জবাবে বলেন, তাঁর মা তাকে উপদেশ দিয়েছেন, কখনো সঠিক বিষয়টি না লুকাতে। ডাকাত দল আবদুল কাদিরের কথা শুনে অনুতপ্ত হয়ে কাফেলার সকলের টাকা-পয়সা ফেরত দিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়।

ক. সাওম কী? ১

খ. দুনিয়ার জীবনেও আখলাকে হামিদাহ্ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব আরিফের কর্মে আখলাকে হামিদাহর কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) এর আচরণে আখলাকে হামিদাহ্‌র যে গুণটি প্রতিফলিত হয় সেটি চিহ্নিতপূর্বক এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। 'ক' ও 'খ' দুই বান্ধবী। তাদের সন্তান একই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। উভয়ে দৈনিক তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিয়ে অভিভাবক কক্ষে অবস্থান করেন। 'ক' অন্যান্যদের দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। অপরদিকে বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্রের বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা হলে 'খ' মুখটি মলিন করে ফেলেন এবং মন্তব্য করেন, ছেলেটি বিসিএস উত্তীর্ণ হলে কী হবে, সে জীবনে উন্নতি করতে পারবে না।

ক. তাকওয়া কী? ১

খ. পবিত্রতা কেন অর্জন করতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' এর আচরণ কীসের শামিল? আখলাকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কোন আচরণটি নেক আমল ধ্বংস করে দেয়? 'খ' এর আচরণটি চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। জনাব মুনির বিশেষ একটি সংস্থার চেয়ারম্যান। তার ছেলে পিতার প্রভাব খাটিয়ে এমন কোনো অপরাধমূলক কাজ নেই যা সে করে না। এ বিষয়ে তার পিতার কাছে অভিযোগ করলে তিনি কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো অভিযোগকারীদের বলেন, উঠতি বয়সের ছেলেরা এ রকম একটু করেই থাকে। জনাব মুনিরের বন্ধু সাব্বির সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তার এলাকায় গ্রীষ্মকালে ছোটছোট খাল ও পুকুরগুলো পানিশূন্য হয়ে যায়। ফলে সেচকাজ ও বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট দেখা দেয়। তিনি এ সকল সমস্যা দূরীকরণের জন্য ২০ লক্ষ টাক ব্যয়ে ১০টি গভীর নলকূপ স্থাপন করেন। তবে সামরিক জান্তা কর্তৃক বিতাড়িত রোহিঙ্গা মুসলমানদের পুনর্বাসনের জন্য অর্থসাহায্য চাওয়া হলে সাব্বির সাহেব তাতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

ক. হিলফুল ফুযুল কী? ১

খ. মুহাম্মদ (সা.) কে 'আল আমীন' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মুনিরের কর্মকাণ্ড কোন খলিফার আদর্শের বিপরীত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাব্বির সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোনো একজন খলিফার জীবনাদর্শ সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় কি? উক্ত খলিফাকে চিহ্নিত করে তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। **দৃশ্যকল্প-১ :** এক রাতে তুর পাহাড়ে অবস্থানকালে আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে হযরত মুসা (আ.) এর প্রতি ওহি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি তাঁর সম্প্রদায় ও ফেরআউনের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেন।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব হামীম একজন বিখ্যাত আলেম। দেশ-বিদেশে তাঁর প্রচুর পরিচিতি ও সুনাম রয়েছে। ইদানিং তাঁর এলাকার লোকজন ছোটখাটো মাসআলায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি এলাকার সকল মসজিদের খতিবের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কোনো নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে কমিটি বৈঠক করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দেয়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গ্র্যান্ডমুফতি (প্রধান মুফতি) পদে নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়। হামীম সাহেব উক্ত পদে যোগদান করেন।

ক. মদিনা সনদ কী? ১

খ. ইমাম বুখারি (রহ.) কে হাদিস বর্ণনায় মুমিনদের নেতা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হযরত মুসা (আ.) এর ঘটনাটি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব হামিমের কর্মকাণ্ডে কোনো একজন ইমামের জীবনীর সাথে সম্পূর্ণ মিল খুঁজে পাও কি? উক্ত ইমামকে চিহ্নিত করে তোমার মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা (চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ⓚ খ	২	ক	৩	ঘ	৪	ঘ	৫	ক	৬	গ	৭	খ	৮	খ	৯	ঘ	১০	খ	১১	ক	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ঘ
	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ঘ	২১	গ	২২	খ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জনাব ‘ক’ একদিন কর্মস্থলে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে দুর্ঘটনায় আহত হন। তার স্ত্রী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এর নাম তাকদির। উত্তরে ‘ক’ বলেন এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। অপরদিকে তার প্রতিবেশী জনাব ‘খ’ একজন ব্যবসায়ী। তিনি যখনই ব্যবসায়িক কাজে বের হন তখনই ঘরের দেওয়ালে টানানো একজন সাধু পুরুষের ছবিকে সেজদা করেন। তার মা বিষয়টি লক্ষ্য করে বলেন, তোমার এ ধরনের কর্মকাণ্ড ইসলাম সমর্থন করে না। এজন্য তোমাকে পরকালে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ক. তাওহিদ কাকে বলে? ১
খ. ইসলামকে সার্বজনীন ধর্ম বলা হয় কেন? ২
গ. জনাব ‘ক’ এর কর্মকাণ্ড কীসের শামিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব ‘খ’ এর আচরণ চিহ্নিতপূর্বক তার মায়ের বক্তব্যের যথার্থতা আকাইদের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলা হয়।

খ ইসলাম সর্বকালের, সকল অঞ্চলের সব ধরনের মানুষের জন্য পরিপূর্ণ জীবনবিধান। এটি কোনো কাল, অঞ্চল বা জাতি-গোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চলের, যেকোনো জাতির মানুষের জন্য এ জীবনবিধান কার্যকর। কেবল বর্তমান নয়, অতীত ও ভবিষ্যতের জন্যও এ বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য। এজন্য ইসলামকে সর্বজনীন ধর্ম বলা হয়।

গ জনাব ‘ক’ এর কর্মকাণ্ড কুফরির শামিল। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। কুফর শব্দের অর্থ– অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকেই কুফর বলা হয়। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে– আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণাবলিকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা, ইমানের মৌলিক সাতটি বিষয়কে অস্বীকার করা, ইসলামের মৌলিক ইবাদতকে অস্বীকার করা, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা, ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অনুকরণ করা, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা প্রভৃতি। যা ‘ক’ এর কর্মকাণ্ডে পরিলক্ষিত হয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব ‘ক’ একদিন কর্মস্থলে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে দুর্ঘটনায় আহত হন। তার স্ত্রী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এর নাম তাকদির। উত্তরে ‘ক’ বলেন এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। যা কুফরের নামান্তর। তার এমন মনোভাবের ফলে দুনিয়াতে অনৈতিকতার প্রসার ঘটবে এবং তাকে অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে যারা কুফরি করবে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় স্থানেই তাদেরকে করুণ পরিণতি বরণ করতে হবে। কুফর মানবসমাজে পাপাচার বৃদ্ধি করে এবং অনৈতিকতার প্রসার ঘটায়। কাফিরদের কাছে দুনিয়ার জীবনই সবকিছু বলে মনে হয়। তাই তারা হালাল-হারাম, নীতি-নৈতিকতা বিবেচনা না করে যা খুশি তাই করে বেড়ায়। ফলে সমাজে মিথ্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি পাপ কাজ প্রসার লাভ করে। এ ধরনের কাজের জন্য কাফিররা জাহান্নামে অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ বলেন, ‘যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।’ (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৩৯)
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ‘ক’ এর মনোভাবে কুফরির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঘ জনাব ‘খ’ এর আচরণে শিরক প্রকাশ পেয়েছে। আর এ সম্পর্কে তার মায়ের বক্তব্য নিঃসন্দেহে যথার্থ। কেননা এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ।
শিরক শব্দের অর্থ– অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়– মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদাহ করা, কারও নামে পশু জবাই করা ইত্যাদি। জনাব ‘খ’ এর আচরণে এ ধরনের বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব ‘খ’ একজন ব্যবসায়ী। তিনি যখনই ব্যবসায়িক কাজে বের হন তখনই ঘরের দেওয়ালে টানানো একজন সাধু পুরুষের ছবিকে সেজদা করেন। তার মা বিষয়টি লক্ষ্য করে বলেন, তোমার এ ধরনের কর্মকাণ্ড ইসলাম সমর্থন করে না। এ জন্য তোমাকে পরকালে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। জনাব ‘খ’ এর এই বিশ্বাসই আল্লাহর সাথে অংশীদার করা তথা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শিরক আল্লাহর সাথে চরম জুলুম করার নামান্তর। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ, ‘নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।’ (সূরা লুকমান : আয়াত-৪) আল্লাহ তায়ালা শিরককারীদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি অপার ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াময় হওয়া সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।’ (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৪৮)
প্রকৃতপক্ষে শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা নিজেই শিরকের অপরাধ ক্ষমা না করার এবং তাদের জন্য জান্নাত হারাম করার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহর এ ঘোষণা জনাব ‘খ’ এর বিশ্বাসকে ভয়াবহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রমাণ করে। আল্লাহ তায়ালা শিরককারীর ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করে বলেন– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।’ (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-৭২)
সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যায়, জনাব ‘খ’ এর মায়ের বক্তব্য যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০২ **দৃশ্যকল্প-১ :** টগর মনে করে মৃত্যু মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। মৃত্যুর পর আর কিছুই নেই।

দৃশ্যকল্প-২ : রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরতের পর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নামক এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি ইমান আনে এবং তাঁর অনুসরণ করে। কিন্তু গোপনে সে নবীজী (সা.) ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

ক. কিয়াস কী? ১

খ. ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. টগর এর বিশ্বাসে ইমানের কোন মৌলিক বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. টগর ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর মধ্যে কে পরকালে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে? আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি পরিভাষায় কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে।

খ ইমান ও ইসলাম গাছের মূল ও শাখা-প্রশাখার মতো। ইমান হলো গাছের শিকড় বা মূল আর ইসলাম তার শাখা-প্রশাখা। মূল না থাকলে শাখা-প্রশাখা হয় না। আর শাখা-প্রশাখা ছাড়া মূল বা শিকড় মূল্যহীন। ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ। ইমান হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। আর ইসলাম বাহ্যিক আচার-আচরণ ও কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত। তাই ইমান ও ইসলাম একে অন্যের পরিপূরক।

গ টগর এর বিশ্বাসে ইমানের মৌলিক বিষয় 'আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস' বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়েছে।

আখিরাত অর্থ পরকাল। মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়। আখিরাত অনন্তকালের জীবন। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এটিই মানুষের চিরস্থায়ী আবাস। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্য কাজ করতে উৎসাহ যোগায়, যা টগর এর বিশ্বাসে ঘাটতি রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, টগর মনে করে মৃত্যু মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। মৃত্যুর পর আর কিছুই নেই। এখানে টগরের মধ্যে আখিরাতে বিশ্বাসের চরম ঘাটতি রয়েছে। অথচ একজন প্রকৃত আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি জানে যে, পরকালে তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, দুনিয়ার সব কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। ফলে আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি দুনিয়াতে সৎকাজে উৎসাহিত হয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে। এভাবে মানুষ অসৎ চরিত্র বর্জন করে সচ্চরিত্রবান হয়ে ওঠে। অপরদিকে যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে না, সে সুযোগ পেলেই পাপাচারে ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কারণ সে পরকালে জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী নয়। আখিরাতে বিশ্বাসী মানুষ কখনো পাপাচার ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতে পারে না।

সুতরাং টগরের বিশ্বাসে আখিরাত বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়েছে।

ঘ টগর ও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই পরকালে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর কর্মকাণ্ডে নিঃসন্দেহে নিফাকি প্রকাশ পেয়েছে। যার পরিণতি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর।

নিফাক শব্দের আভিধানিক অর্থ– ভণ্ডামি, কপটতা, প্রতারণা, দ্বিমুখীভাব ইত্যাদি। অন্তরে বিরোধিতা গোপন রেখে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করাই হলো নিফাক। উদ্দীপকে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এ বিষয়টিকে ধারণ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরতের পর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নামক এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর অনুসরণ করে। কিন্তু গোপনে সে নবিজি (সা.) ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে। যা নিফাক বা মুনাফিকীর নামান্তর। এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই অন্তরে একরকম ভাব রেখে বাইরে এর বিপরীত অবস্থা ধারণ করেছে। মূলত সে বারবার মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে এবং নবিজির সাথে তার কৃত অঙ্গিকার ভঙ্গ করেছে। আর এ বৈশিষ্ট্যগুলোই মুনাফিকদের মধ্যে বিদ্যমান। মহানবি (সা.) বলেন, 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোনো কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয়, তখন তার খিয়ানত করে (সহিহ বুখারি)। এ ধরনের ব্যক্তি মিথ্যুক হওয়ার কারণে নানা ধরনের অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। পার্থিব লোভ-লালসা ও স্বার্থ রক্ষায় তারা মানুষের সব ধরনের অকল্যাণ করতে পারে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পরকালীন জীবনে মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-১৪৫)

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর কাজটি হলো নিফাকের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ধরনের কাজের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ জনাব হাবিব একজন ব্যবসায়ী। তিনি প্রতি বছর রমজান মাসে চিনি, ডাল, তেল খেজুরসহ প্রতিটি নিত্যপণ্যের মূল্য দশ টাকা কমিয়ে দেন। তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র আশিক বর্ষাকালে গ্রামে এসে বাড়ির আঙিনায় এবং রাস্তার দুই পাশে কিছু ঔষধি, ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করে। তার এ ধরনের কর্মকাণ্ড লক্ষ করে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় তোমার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ক. শরিয়ত কী? ১

খ. "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।"– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব হাবিবের কর্মকাণ্ডে কোন হাদিসের শিক্ষা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আশিকের কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে ইমাম সাহেবের উক্তির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি কার্যনীতি বা জীবন পদ্ধতিকে শরিয়ত বলা হয়।

খ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের সার্বিক জীবনবিধান ও দিকনির্দেশনা এতে বিদ্যমান। সুতরাং এর সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ স্বয়ং এর সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَوَاِنَّالَهٗ لَحٰفِظُوْنَ-

অর্থ : "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।" (সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯)

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আল-কুরআনের সংরক্ষক। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ কিতাব সংরক্ষণ করেন। এজন্যই আজ পর্যন্ত এ কিতাবের একটি হরফ (অক্ষর), হরকত বা নুকতারও পরিবর্তন হয়নি। এটি যেভাবে নাজিল হয়েছিল আজও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান। আর কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

গ জনাব হাবিবের কর্মকাণ্ডে পাঠ্যবইয়ের ৮নং হাদিস তথা 'ব্যবসায়ে সততা সম্পর্কিত' হাদিসের শিক্ষা ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে জনাব হাবিব দ্রব্যমূল্য বেশি দামে বিক্রি না করে দশ টাকা কমিয়ে ন্যায্যমূল্যে সততার সাথে ব্যবসা করেন। উপরিউক্ত হাদিসের প্রতিধ্বনি তার আচরণে পাওয়া যায়। মানুষ ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে পার্থিব উন্নতি সাধন করে। এ জাগতিক উন্নতির মোহে মানুষ অনেক সময় অসৎ পথ বেছে নেয়। অর্থের লোভে ধোঁকা বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। পাশাপাশি কিছু মানুষ সমাজের এ জাগতিক মোহের গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার পথ আঁকড়ে ধরে থাকে। ধৈর্যের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সৎ ও ন্যায়ভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করে। পণ্যদ্রব্যে কোনো ধরনের ভেজাল না দিয়ে যেভাবে আছে সেভাবেই বিক্রি করে। মাল বিক্রি করার সময় সে মালের অযথা তারিফ করে ক্রেতাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে না। তার নিজের নিকট অন্যের ধার থাকলে পাওনাদারকে অযথা হয়রানি করে না। ব্যবসায়ে সততা সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেন : "বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গে থাকবেন"। (ইবনে মাজাহ)

উক্ত হাদিসে এসব বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যবসায়ীদের সৎ ও ন্যায়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তারা পুরস্কার হিসেবে কিয়ামতের দিন শহিদদের সঙ্গে থাকবেন।

ঘ পাঠ্যবইয়ের ৪নং হাদিস তথা বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিসের আলোকে জনাব আশিকের কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম সাহেবের উক্তিটি যথার্থ।

বৃক্ষরোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র আশিক বর্ষাকালে গ্রামে এসে বাড়ির আঙিনায় এবং রাস্তার দুই পাশে কিছু ঔষধি, ফলদ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করে। তার এ ধরনের কর্মকাণ্ড লক্ষ করে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় তোমার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম সাহেবের উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৪ নাসির ও কামাল সহপাঠী। একদিন শ্রেণিকক্ষে নাসিরের কলমের কালি শেষ হয়ে যায়। নাসির কামালের নিকট অতিরিক্ত কলম দেখতে পেয়ে সেটি ধার চায়। কিন্তু কামাল নাসিরকে কলম ধার নিতে অস্বীকার করে। অপরদিকে একদিন কামালের বাড়ির দরজায় একজন ভিক্ষুক এসে কিছু সাহায্য চায়। তখন কামালের পিতা শাহিন সাহেব দরজা খুলে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেয়। শাহিনের স্ত্রী বিষয়টি জানতে পেরে স্বামীকে বলেন, "তোমার এহেন আচরণ পরকালে কল্যাণময় জীবন লাভে বাধা হতে পারে।"

ক. তিলাওয়াত কী? ১

খ. হাদিসকে কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলা হয় কেন? ২

গ. কামালের আচরণে কোন সূরার শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শাহিনের আচরণে যে সূরার শিক্ষা লঙ্ঘিত হয় সেটি চিহ্নিত করে তার সম্পর্কে স্ত্রীর মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিলাওয়াত হলো পবিত্র কুরআন পাঠ করা।

খ আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে বিভিন্ন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। আর মহানবি (সা.) তাঁর সুন্নাহর মাধ্যমে এসব বিধি-বিধান ও বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। একটি উদাহরণের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে– 'তোমরা সালাত কায়েম কর।' কিন্তু কোথায়, কীভাবে, কোন সময়ে সালাত আদায় করতে হবে এর কোনো পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আল-কুরআনে পাওয়া যায় না। বরং রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সালাতের সমস্ত নিয়মকানুন তাঁর হাদিস বা সুন্নাহ-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। তাই হাদিসকে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বলা হয়।

গ কামালের আচরণটি পবিত্র কুরআনের অন্যতম সূরা আল-মাউন এর শিক্ষার পরিপন্থি।

সূরা আল মাউন আল কুরআনের ১০৭তম সূরা। এ সূরায় সালাতের প্রতি উদাসীন না হওয়া, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, গৃহস্থালির উপকরণ অন্যদের দান করা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কামালের মধ্যে এ শিক্ষার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নাসির ও কামাল দুই সহপাঠি। পরীক্ষার হলে এক সময় নাসির তার কলম হারিয়ে ফেললে কামালের কাছে একটি কলম ধার চায়। কামালের নিকট অতিরিক্ত কলম থাকলেও সে নাসিরকে তা দেয়নি। যাতে সূরা আল মাউন এর শিক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হয়। আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা আল-মাউনে আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো– বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ; ইয়াতিম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। ইয়াতীম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে; কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। আর ব্যক্তিগত বা গৃহস্থালির ছোটখাটো কোনো জিনিস কেউ ধার চাইলে তা দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কার্পণ্য করা মোটেও সমীচীন নয়। এসব বিষয়গুলোর প্রতি প্রত্যেক মুসলিমের সতর্ক থাকা উচিত। নতুবা তাদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

সুতরাং, কামালের অচরণে সূরা আল-মাউন এর শিক্ষার অভাব রয়েছে।

ঘ শাহিন সাহেবের আচরণে সূরা আদ-দুহার শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে। এখানে শাহিন সাহেবের আচরণের প্রেক্ষিতে তার স্ত্রীর মন্তব্যটি নিঃসন্দেহে যথার্থ।

সূরা আদ-দুহায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রদত্ত সকল নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাসুল (স.)-কে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি রাসুল (স.)-কে ইয়াতিম ও ভিক্ষুকদের সাথে কঠোর ব্যবহার না করার আদেশ দিয়েছেন। আর শাহিন সাহেব এ বিধানটিই লঙ্ঘন করেছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একদিন কামালের বাড়ির দরজায় একজন ভিক্ষুক এসে কিছু সাহায্য চায়। তখন কামালের পিতা শাহিন সাহেব দরজা খুলে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেয়। শাহিনের স্ত্রী বিষয়টি জানতে পেরে স্বামীকে বলেন, "তোমার এহেন আচরণ পরকালে কল্যাণময় জীবন লাভে বাধা হতে পারে।" শাহিন সাহেবের এই আচরণের মাধ্যমে সূরা আদ-দুহায় বর্ণিত ভিক্ষুকদের প্রতি কঠোর না হওয়ার শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে। এ সূরার ১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'এবং প্রার্থীকে ধমক দিবেন না'। এ আয়াতটির মাধ্যমে আমরা গরিব-দুঃখী, ভিক্ষুকদের প্রতি কঠোর না হওয়ার এবং তাদেরকে সাহায্য করার শিক্ষা পাই। এ আয়াতটিতে ভিক্ষুকদেরকে মারধর না করা ও ধমক না দেওয়ারও শিক্ষা পাওয়া যায়। আর যদি তাদের সাথে বিরূপ আচরণ করা হয় তবে দুনিয়া ও আখিরাতে অকল্যাণ বয়ে আনবে। আর জান্নাত লাভে বাঁধাগ্রস্ত হবে। কেননা কুরআনে ও হাদিসে কঠোর হুমকি এসেছে।

অতএব, শাহিন সাহেবের স্ত্রীর মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০৫ সাকিবের বাসার সামনের রাস্তার উন্নয়ন কাজ চলছে। এজন্য প্রচুর ধুলাবালির সৃষ্টি হয় এবং লোকজনের খুব কষ্ট হয়। সাকিব তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে সকাল-বিকাল দুবেলা পুরো রাস্তায় পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করে। ফলে মানুসের কষ্ট লাঘব হয়। সাকিবের মা মিসেস ফাতিমার ইসলামি ব্যাংকে ১০ লক্ষ টাকার একটি ফিক্সড ডিপোজিট রয়েছে। ফাতিমা বছরান্তে দশ লক্ষ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকায় ৫টি সেলাই মেশিন ক্রয় করে ৫ জন দরিদ্র বেকার মহিলাকে দান করেন। তিনি আগে প্রতি বছর একই টাকায় শাড়ি, লুঙ্গি ক্রয় করে দরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ করতেন।

ক. ইবাদত কী? ১

খ. সালাত কীভাবে মন্দ আচরণ থেকে বিরত রাখে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাকিব ও তার বন্ধুদের কাজটি কোন প্রকার ইবাদত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিসেস ফাতিমার দানের দুই পদ্ধতির মধ্যে কোনটিকে তুমি সেরা মনে কর। তাঁর ইবাদতটি চিহ্নিত করে তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৈনন্দিন জীবনে সকল কাজকর্মে আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয়।

খ 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে'– আয়াতটিতে সালাতের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

সালাত একজন মুমিনকে যাবতীয় মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। সালাত আদায়কারী ব্যক্তি নিজেকে পবিত্র ও শুদ্ধ রাখতে মিথ্যা বলা ও অশালীন কাজ করা থেকে বিরত রাখে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই বলা হয় যে, নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।

গ সাকিব ও তার বন্ধুদের কাজটি 'হাক্কুল ইবাদ' নামক ইবাদত এর অন্তর্ভুক্ত।

ইবাদত দুই প্রকার। যথা : হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ। হাক্কুল ইবাদ বলতে মানুষের প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব বা কর্তব্য রয়েছে তাকেই বোঝায়। যা সাকিব ও তার বন্ধুদের কর্মে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সাকিবের বাসার সামনের রাস্তার উন্নয়ন কাজ চলছে। এজন্য প্রচুর ধুলাবালির সৃষ্টি হয় এবং লোকজনের খুব কষ্ট হয়। সাকিব তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে সকাল-বিকাল দুবেলা পুরো রাস্তায় পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করে। ফলে মানুষের কষ্ট লাঘব হয়। যা হাক্কুল ইবাদ এর নামান্তর। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়েই মানুষকে বসবাস করতে হয়। পিতা-মাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে আমরা বসবাস করি। একজন অন্যজনের দুঃখ-কষ্টে সাড়া দিই। বিপদে-আপদে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করি। পরস্পরের প্রতি এই সহানুভূতি ও দায়িত্বই হলো হাক্কুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকার। ইসলাম হাক্কুল ইবাদ আদায়ের জন্য অনেক তাগিদ দিয়েছে। যেমন রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যেমন : সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ, দাওয়াত কবুল করা, মজলুমকে সাহায্য করা ও হাঁচির জবাব দেওয়া।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত সাকিব ও তার বন্ধুদের কর্মকাণ্ডে দ্বিতীয় প্রকার ইবাদত তথা হাক্কুল ইবাদ প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ মিসেস ফাতিমার ইবাদতটি মূলত 'জাকাত' হিসেবে গণ্য। যার গুরুত্ব অপরিসীম। মিসেস ফাতিমার দানের দুই পদ্ধতির মধ্যে ৫টি সেলাই মেশিন ৫ জন দরিদ্র বেকার মহিলাকে দান করাকে আমি সেবা মনে করি। কেননা এর দ্বারা বেকারত্ব দূর হয়ে তাদের স্বচ্ছলতা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ইসলামের চতুর্থ মৌলিক ইবাদত হলো জাকাত। শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে জাকাত বলে। জাকাত শুধু ধনী মুসলমানের উপর আদায় করা ফরজ। উদ্দীপকে যাকাতের আর্থিক গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিতসহ এর সুফলের দিক তুলে ধরা হয়েছে। জাকাত সামাজিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি সমাজের মানুষের মধ্যকার সম্পদের বৈষম্য দূর করে। সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। জাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি। জাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ফলে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। সম্পদের ভারসাম্য বজায় থাকে। ধনী-গরিব বৈষম্য দূর হয়। জাকাত ব্যবস্থার ফলে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়ে দরিদ্র লোকদের হাতে যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ, যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশীলদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। (সূরা আল-হাশর : আয়াত-৭)

সুতরাং বলা যায়, জাকাত প্রদান করা দরিদ্রের প্রতি ধনী লোকের কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়; বরং জাকাত হলো দরিদ্র লোকের প্রাপ্য অধিকার। অতএব প্রত্যেক সম্পদশালী মুসলিম ব্যক্তির উচিত স্বেচ্ছায় জাকাত প্রদান করা এবং অসহায় লোকদের অভাব মোচনে ভূমিকা রাখা।

যেহেতু মিসেস ফাতিমা ৫টি সেলাই মেশিন ৫ জন দরিদ্র বেকার মহিলাকে দান করেছেন। এতে তাদের বেকারত্ব দূর হবে এবং স্বচ্ছলতা আসবে। কিন্তু আগে তিনি একই টাকায় শাড়ি, লুঙ্গি দান করতেন। এতে সাময়িক লাভ হলেও প্রকৃতপক্ষে স্বচ্ছলতা আসার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তাই ৫টি সেলাই মেশিন দান করাই মূলত সেবা।

প্রশ্ন ▸ ০৬ জনাব সাদিক একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। একদিন পথিমধ্যে তাঁর সাথে তাঁর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের সাথে দেখা হয়। সাদিক গাড়ি থেকে নেমে শিক্ষককে সালাম দেন এবং তাঁর সাথে মুসাফাহাহ্ করেন। সাদিক তাঁকে গাড়িতে করে গন্তব্যে পৌঁছে দেন। অপরদিকে জনাব মুবিন এ বছর একটি দেশ সফর করেন। তিনি সেখানে পৃথিবীর প্রথম গৃহ প্রদক্ষিণ, কয়েকটি বিশেষ প্রান্তরে অবস্থানসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেন। একটি প্রান্তরে তার সাথে ফিলিস্তিনসহ বেশ কয়েকটি দেশের মুসলমানদের সাথে মতবিনিময় হয়।

তিনি এখন নিয়মিত জামাআতে নামাজ আদায় করেন। তিনি ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য বেশকিছু অর্থ প্রেরণ করেন।

ক. ইলম কী? ১

খ. "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাদিকের আচরণে কার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মুবিনের ইবাদতটি চিহ্নিত করে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য সৃষ্টিতে এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা।

খ শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিতে বিলম্ব করা সমীচীন নয়।

রাসুল (স) বলেছেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও' (ইবনে মাজাহ)। শ্রমিকরা তাদের পারিশ্রমিক দিয়েই নিত্য দিনের প্রয়োজন মেটায়। তাদের হাতে কোনো অর্থ জমা থাকে না। তাই পারিশ্রমিক পেতে দেরি হলে তাদের অর্থ সংকটে পড়তে হয়। সময় মতো পারিশ্রমিক পেলে তারা উৎসাহের সাথে কাজ করবে, তাতে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।

গ সাদিকের আচরণে ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক ফুটে উঠেছে।

যিনি শিক্ষা দেন তিনি হলেন শিক্ষক। আর যে শিক্ষা গ্রহণ করে সে হলো শিক্ষার্থী। একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালান। এই প্রচেষ্টা সেসব শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সফল হয় যারা আদর্শবান মানুষ হয়। তারাই হলো ওই শিক্ষকের উত্তরসূরি। উদ্দীপকে এটিরই প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব সাদিক একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। একদিন পথিমধ্যে তাঁর সাথে তাঁর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের সাথে দেখা হয়। সাদিক গাড়ি থেকে নেমে শিক্ষকের সালাম দেন এবং তাঁর সাথে মুসাফাহাহ্ করেন। সাদিক তাঁকে গাড়িতে করে গন্তব্যে পৌঁছে দেন। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। তিনিই ছাত্রের জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করে দেন। ছাত্র শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করে জীবনে উন্নতি লাভ করে। একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, শিক্ষার্থীরা তাই শিখবে। শিক্ষক হলেন আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর। যে শিক্ষক এ মহান কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারে, পরবর্তী সময়ে তার আদর্শের ধারক হিসেবে শিক্ষার্থীরা গড়ে ওঠে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, বিনয়, নম্রতা, নিয়মানুবর্তিতা, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। পিতা যেমন সর্বদা পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন, শিক্ষকও তেমনি তার ছাত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে সৎ পথ দেখান। পুত্র যেমন পিতা থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। অন্যদিকে ছাত্রও শিক্ষক থেকে জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হয়।

সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাইমারি শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে যেভাবে মনেপ্রাণে শিক্ষা দিয়েছিলেন, ফলশ্রুতিতে তেমনই মূল্যায়ন পেয়েছেন। আর তাঁদের মধ্যে সুমধুর সম্পর্কের দিকটিও প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ মুবিনের ইবাদতটি ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ 'হজ' হিসেবে গণ্য। যার গুরুত্ব অপরিসীম।

হজ যিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বাইতুল্লাহ ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এ ইবাদতটি সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর ফরজ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যার আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে তার উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ করা আবশ্যক (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৯৭)। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, মাকবুল (আল্লাহর নিকট গ্রহণীয়) হজের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নেই' (বুখারি ও মুসলিম)। হজ মুসলমানদের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ একটি ইবাদত। ধন-সম্পদ, বর্ণ-গোত্র ও জাতীয়তার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও হজ এসব ভেদাভেদ ভুলিয়ে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে শেখায়। হজ মুসলমানদের আদর্শিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে রাজা-প্রজা, মালিক-ভৃত্য সকলকে সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করায়। একই উদ্দেশ্যে মহান প্রভুর দরবারে উপস্থিত করে সাম্যের প্রশিক্ষণ দেয়। হজ মানুষকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দিয়ে সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ শেখায়। সুতরাং আমাদের মাঝে সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিমের উচিত হজ ফরজ হলে যথাযথভাবে তা পালন করা।

অতএব, বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য সৃষ্টিতে হজের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▸ ০৭ সগির একজন এম.এ পাস যুবক। সে চাকরির জন্য কোথাও আবেদন করে না। বাসায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অলস সময় কাটায়। সগিরের বাবা সোহাগ তার সঞ্চয়ের ৫০ লক্ষ টাকা এক বন্ধুকে এই শর্তে ধার দিয়েছে যে, মূল টাকা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত প্রতিমাসে সোহাগকে ৫০,০০০ টাকা দিতে হবে। প্রথমদিকে কয়েক মাস ৫০,০০০ টাকা করে পেলেও হঠাৎ একদিন বন্ধু উধাও হয়ে যায়। ফলে সোহাগ সঞ্চয়ের সকল টাকা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়।

ক. শালীনতা কী? ১
খ. সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহর পরিজন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সগিরের কর্মকাণ্ড কোন নিন্দনীয় আচরণের শামিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সোহাগের ঋণদানের বিষয়টি চিহ্নিত করে এর কুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলে।

খ মহান আল্লাহ তায়ালা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি ব্যতীত আর যা কিছু আছে সবই তার মাখলুক। মহান আল্লাহ সবকিছুর পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও নিয়ন্ত্রক। মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টিই মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। মহান আল্লাহর গুণগান করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন।

গ সগিরের কর্মকাণ্ড আখলাকে যামিমার নিন্দনীয় আচরণ 'কর্মবিমুখতার' শামিল।

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজ না করে অলস বা বেকার বসে থাকাকে কর্মবিমুখতা বলে। কর্মবিমুখতা একটি জাতির জন্য দুর্ভোগ ও কলঙ্কস্বরূপ। এ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাটিই এম.এ পাস যুবক সগিরের মধ্যে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সগির একজন এম.এ পাস যুবক। সে চাকরীর জন্য কোথাও আবেদন করে না। বাসায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অলস সময় কাটায়। আমরা জানি, যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অলসতা বা অন্য যেকোনো কারণে স্বেচ্ছায় কোনো কাজ না করে বসে থাকা হলো কর্মবিমুখতা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সগিরের কাজটি কর্মবিমুখতার আওতাভুক্ত এবং ইসলামে এর কোনো সুযোগ নেই। ইসলামে মানুষকে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর' (সূরা আল-জুমুআ : আয়াত-১০)। হাদিসে হালাল জীবিকা অর্জনকে ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হয়, এম.এ পাস যুবক সগিরের কাজ অর্থাৎ কর্মবিমুখতা ইসলামে সমর্থনযোগ্য নয়।

ঘ সোহাগের ঋণদানের বিষয়টি আখলাকে যামিমার 'সুদ' হিসেবে গণ্য। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

সুদ ফারসি শব্দ। এর আরবি প্রতিশব্দ রিবা (اَلرِّبٰوا)। কাউকে প্রদত্ত ঋণের মূল পরিমাণের উপর অতিরিক্ত আদায় করাকে রিবা (اَلرِّبٰوا) বা সুদ বলা হয়। ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতা থেকে মূলধনের অতিরিক্ত কোনো লাভ নেওয়াই হলো সুদ। যেমন কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ১০০ টাকা এ শর্তে ঋণ দিল যে গ্রহীতা ১১০ টাকা পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে ১০০ টাকার অতিরিক্ত ১০ টাকা হলো সুদ। কেননা এর কোনো বিনিময় মূল্য নেই। জনাব সোহাগের কর্মকাণ্ডে অনুরূপ অবস্থা বিদ্যমান।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, সগিরের বাবা সোহাগ তার সঞ্চয়ের ৫০ লক্ষ টাকা এক বন্ধুকে এই শর্তে ধার দিয়েছে যে, মূল টাকা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত প্রতিমাসে সোহাগকে ৫০,০০০ টাকা দিতে হবে। প্রথম দিকে কয়েক মাস ৫০,০০০ টাকা করে পেলেও হঠাৎ একদিন বন্ধু উধাও হয়ে যায়। ফলে সোহাগ সঞ্চয়ের সকল টাকা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। এটা নিতান্তই সুদ হিসেবে গণ্য হবে। এর কুফল ও অপকারিতা অত্যন্ত ভয়াবহ। সুদ মানবসমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। ধনী আরও ধনী হয়। গরিব আরও গরিব হয়। ফলে সমাজের মধ্যে শ্রেণিভেদ গড়ে উঠে। পারস্পরিক মায়া-মমতা, ভালোবাসা ও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুদের কারণে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। লোকেরা বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না; বরং সম্পদ অনুৎপাদনশীলভাবে সুদি কারবারে লাগায়। ফলে দেশের বিনিয়োগ কমে যায়, জাতীয় উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।

আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সুদ ও ঘুষের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। ধর্মীয় দিক থেকেও এর কুফল অত্যন্ত ব্যাপক। সুদ-ঘুষের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম বা অবৈধ। আর হারাম কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। যার শরীর হারাম খাদ্যে গঠিত, যার পোশাক পরিচ্ছদ হারাম টাকায় অর্জিত এরূপ ব্যক্তির কোনো ইবাদত কবুল হয় না, এমনকি তার কোনো দোয়াও আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারী যেমন মানুষের নিকট ঘৃণিত তেমনি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স)-এর নিকটও ঘৃণিত। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স) সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীকে অভিসম্পাত করেন, লানত দেন।

সুতরাং বলা যায়, সুদ ও ঘুষ উভয়ই জঘন্যতম সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ এবং এটি আল্লাহর কাছে অমার্জনীয়। তাই সকলের এগুলো থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

প্রশ্ন ▸ ০৮ **দৃশ্যকল্প-১ :** আরিফ ট্রেনযোগে কলেজে যাচ্ছিল। ভীড়ের মধ্যে একজন মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজের আসনটি ছেড়ে তাকে বসতে দেয়।

দৃশ্যকল্প-২ : আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর বাল্যকালের ঘটনা। তিনি বিদ্যাশিক্ষার জন্য একটি কাফেলার সাথে বাগদাদ সফরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কাফেলা ডাকাতের কবলে পড়ে। ডাকাত দল কাফেলার সকলের টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়। সবশেষে তারা আবদুল কাদিরের কাছে এসে কোনো টাকা-পয়সা না পেয়ে তার নিকট জানতে চায়, তোমার নিকট কি কিছুই নেই? তখন আবদুল কাদির জামার আস্তিনের ভেতর লুকানো ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা বের করে দেন। ডাকাত দল অবাক হয়ে তাঁর নিকট জানতে চায়, কেন তিনি লুকানো টাকা বের করে দিলেন? আবদুল কাদির জবাবে বলেন, তাঁর মা তাকে উপদেশ দিয়েছেন, কখনো সঠিক বিষয়টি না লুকাতে। ডাকাত দল আবদুল কাদিরের কথা শুনে অনুতপ্ত হয়ে কাফেলার সকলের টাকা-পয়সা ফেরত দিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়।

ক. সাওম কী? ১
খ. দুনিয়ার জীবনেও আখলাকে হামিদাহ্ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আরিফের কর্মে আখলাকে হামিদাহ্র কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) এর আচরণে আখলাকে হামিদাহ্র যে গুণটি প্রতিফলিত হয় সেটি চিহ্নিতপূর্বক এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ 'ক' ও 'খ' দুই বান্ধবী। তাদের সন্তান একই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। উভয়ে দৈনিক তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিয়ে অভিভাবক কক্ষে অবস্থান করেন। 'ক' অন্যান্যদের দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। অপরদিকে বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্রের বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা হলে 'খ' মুখটি মলিন করে ফেলেন এবং মন্তব্য করেন, ছেলেটি বিসিএস উত্তীর্ণ হলে কী হবে, সে জীবনে উন্নতি করতে পারবে না।

ক. তাকওয়া কী? ১
খ. পবিত্রতা কেন অর্জন করতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'ক' এর আচরণ কীসের শামিল? আখলাকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কোন আচরণটি নেক আমল ধ্বংস করে দেয়? 'খ' এর আচরণটি চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাকওয়া হলো সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা।

খ মানবজীবনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিচ্ছন্ন থাকা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। নোংরা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকা ইমানদারগণের স্বভাব নয়; বরং মুমিনগণ সদাসর্বদা পরিষ্কার ও পবিত্র থাকেন। যেমন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন– اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ অর্থাৎ, 'পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক' (মুসলিম)। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের সবাই ভালোবাসে। তাই পবিত্রতাকে ইমানের অর্ধেক বলা হয়।

গ 'ক' এর আচরণ গিবতের শামিল। যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। গিবত আরবি শব্দ। এর অর্থ পরনিন্দা করা, সমালোচনা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় গিবত হলো কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে অন্যের কাছে এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে কষ্ট পায়। প্রচলিত অর্থে কারও অসাক্ষাতে তার দোষ বর্ণনা করাকে গিবত বলা হয়। উদ্দীপকে 'ক'-এর মধ্যেও এ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' ও 'খ' দুই বান্ধবী। তাদের সন্তান একই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। উভয়ে দৈনিক তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিয়ে অভিভাবক কক্ষে অবস্থান করেন। 'ক' অন্যান্যদের দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। যা গিবতের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের কাজ ইসলাম সমর্থন করে না।
একদিন নবি (স.) বললেন, 'তোমরা কি জান গিবত কী? সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.) ভালো জানেন। রাসুল (স.) বললেন, গিবত হলো– তুমি তোমার ভাইয়ের এমনভাবে আলোচনা করবে যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়।' অতঃপর রাসুলুল্লাহ (স.)-কে বলা হলো– আমি যা বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কি তা গিবত হবে? উত্তরে রাসুল (স.) বললেন– 'তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তবে তা গিবত হবে। আর যদি তা তার মধ্যে না পাওয়া যায় তবে তা হবে অপবাদ।' (মুসলিম)
পরিশেষে বলা যায় যে, 'ক'-এর কার্যক্রম গিবতের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে গিবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং এটি থেকে আমাদের সকলের বিরত থাকা উচিত।

ঘ 'খ'-এর আচরণটি আখলাকে যামিমার হিংসা এর শামিল। যা নেক আমল ধ্বংস করে দেয়।
হিংসা মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। হিংসা হিংসুকের মনে অন্তঃজ্বালা সৃষ্টি করে। ফলে অন্যের অনিষ্ট করতে ওঠেপড়ে লাগে। এতে মানবসমাজে ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়, শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। এ নিন্দনীয় স্বভাবেরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় 'খ'-এর চরিত্রে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্রের বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা হলে 'খ' মুখটি মলিন করে ফেলেন এবং মন্তব্য করেন, ছেলেটি বিসিএস উত্তীর্ণ হলে কী হবে, সে জীবনে উন্নতি করতে পারবে না। যা হিংসার অন্তর্ভুক্ত। হিংসা-বিদ্বেষ জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও উন্নতির পথে অন্তরায়। এর ফলে জাতির মধ্যে বিভেদ বৈষম্য দেখা দেয়, শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। এতে মুসলিম জাতির ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মুন্ডনকারী (ধ্বংসকারী) রোগ ঘৃণা ও হিংসা তোমাদের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। আমি চুল মুন্ডনের কথা বলছি না; বরং তা হলো দ্বীনের মুন্ডনকারী' (তিরমিযি)। হিংসা-বিদ্বেষ পরকালীন জীবনেও মানুষের ক্ষতির কারণ। হিংসা মানুষের সকল নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। যেমন মহানবি (সা.) বলেন–

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ-

অর্থাৎ, 'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে (পুড়িয়ে দেয়), হিংসাও তেমনি মানুষের সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে (নষ্ট করে দেয়)' (আবু দাউদ)। অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তিন ব্যক্তির গুনাহ মাফ হয় না। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী।' (আদাবুল মুফরাদ)
পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, হিংসা শুধু তাৎক্ষণিক ক্ষতিই করে না বরং ধ্বংসলীলা স্থায়িভাবে নিত্য বিরাজ করার জন্য সর্বদা কাজ করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব মুনির বিশেষ একটি সংস্থার চেয়ারম্যান। তার ছেলে পিতার প্রভাব খাটিয়ে এমন কোনো অপরাধমূলক কাজ নেই যা সে করে না। এ বিষয়ে তার পিতার কাছে অভিযোগ করলে তিনি কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো অভিযোগকারীদের বলেন, উঠতি বয়সের ছেলেরা এ রকম একটু করেই থাকে। জনাব মুনিরের বন্ধু সাব্বির সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তার এলাকায় গ্রীষ্মকালে ছোটছোট খাল ও পুকুরগুলো পানিশূন্য হয়ে যায়। ফলে সেচকাজ ও বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট দেখা দেয়। তিনি এ সকল সমস্যা দূরীকরণের জন্য ২০ লক্ষ টাক ব্যয়ে ১০টি গভীর নলকূপ স্থাপন করেন। তবে সামরিক জান্তা কর্তৃক বিতাড়িত রোহিঙ্গা মুসলমানদের পুনর্বাসনের জন্য অর্থসাহায্য চাওয়া হলে সাব্বির সাহেব তাতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

ক. হিলফুল ফুযুল কী? ১
খ. মুহাম্মদ (সা.) কে 'আল আমীন' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মুমিনের কর্মকাণ্ড কোন খলিফার আদর্শের বিপরীত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সাব্বির সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোনো একজন খলিফার জীবনাদর্শ সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় কি? উক্ত খলিফাকে চিহ্নিত করে তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১১ **দৃশ্যকল্প-১ :** এক রাতে তুর পাহাড়ে অবস্থানকালে আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে হযরত মুসা (আ.) এর প্রতি ওহি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি তাঁর সম্প্রদায় ও ফেরআউনের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেন।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব হামীম একজন বিখ্যাত আলেম। দেম-বিদেশে তাঁর প্রচুর পরিচিতি ও সুনাম রয়েছে। ইদানিং তাঁর এলাকার লোকজন ছোটখাটো মাসআলায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি এলাকার সকল মসজিদের খতিবের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কোনো নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে কমিটি বৈঠক করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দেয়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গ্র্যান্ডমুফতি (প্রধান মুফতি) পদে নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়। হামীম সাহেব উক্ত পদে যোগদান করেন।

ক. মদিনা সনদ কী? ১

খ. ইমাম বুখারি (রহ.) কে হাদিস বর্ণনায় মুমিনদের নেতা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হযরত মুসা (আ.) এর ঘটনাটি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব হামিমের কর্মকাণ্ডে কোনো একজন ইমামের জীবনীর সাথে সম্পূর্ণ মিল খুঁজে পাও কি? উক্ত ইমামকে চিহ্নিত করে তোমার মতামত দাও। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.) একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিলেন এবং মদিনার সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত।

খ আল কুরআনের পরে পৃথিবীর বুকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ সহিহ আল-বুখারি শরিফের প্রণেতা ছিলেন ইমাম বুখারি। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ইমাম বুখারি (র.)-এর হাদিসশাস্ত্রে অবদান সর্বাধিক। ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে হাদিসশাস্ত্রে অনবদ্য অবদান রাখায় তাকে 'আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদিস' উপাধি দেওয়া হয়।

গ হজরত মুসা (আ.)-এর ঘটনাটি হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের নবুয়তপ্রাপ্তি তথা কুরআন নাজিলের সূত্রপাত বিষয়টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। দীর্ঘ ২৩ বছরে খন্ড খন্ডভাবে এ কুরআন নাজিল করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, এক রাতে তুর পাহাড়ে অবস্থানকালে আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে হজরত মুসা (আ.)-এর প্রতি ওহি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি তাঁর সম্প্রদায় ও ফেরআউনের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেন। যা মহানবি (সা.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তি তথা কুরআন নাজিলের সূত্রপাত বিষয়টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। হযরত জিবরাইল (আ) হেরা পর্বতের গুহায় রাসুল (স)-এর ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় ৬১০ খ্রিষ্টাব্দের রমযান মাসের ২৭ তারিখ একটি আয়াতটি নিয়ে হাজির হন। তিনি আল্লাহর নির্দেশে রাসুল (স)-কে জড়িয়ে ধরে এ আয়াতটি পড়তে বলেন। কিন্তু রাসুল (স) ছিলেন উম্মী (অক্ষর জ্ঞানহীন)। তাই তিনি জিবরাইল (আ)-কে বললেন, 'আমি পড়তে জানি না'। এভাবে তিন বার রাসুল (স)-কে জড়িয়ে ধরার পর তিনি এটি পাঠ করতে সক্ষম হলেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন নাজিলের ধারা শুরু করে। এ আয়াতটি মানুষকে জ্ঞানার্জনে উৎসাহ যোগায়। কারণ রাসুল (স) অক্ষরজ্ঞানহীন হওয়া সত্ত্বেও বার বার চেষ্টার মাধ্যমে পড়তে সক্ষম হন। এটি মানুষকে জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে অনুশীলন বা প্রচেষ্টার শিক্ষা দেয়।

ঘ এখানে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে চিহ্নিত করা হয়েছে। জনাব হামীমের কর্মকাণ্ডে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জীবনীর সাথে সম্পূর্ণ মিল খুঁজে পাইনি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব হামীম একজন বিখ্যাত আলেম। দেশ-বিদেশে তাঁর প্রচুর পরিচিতি ও সুনাম রয়েছে। ইদানিং তাঁর এলাকার লোকজন ছোটখাটো মাসআলায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি এলাকার সকল মসজিদের খতিবের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কোনো নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে কমিটি বৈঠক করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দেয়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গ্র্যান্ডমুফতি (প্রধান মুফতি) পদে নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়। হামীম সাহেব উক্ত পদে যোগদান করেন। যা দ্বারা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে চিহ্নিত করা যায়।

তবে উদ্দীপকের শেষ কথাটুকু ইমাম আবু হানিফার সাথে সামঞ্জস্য নয়। কেননা খলিফা মানসুর তাকে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নিতে বললে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অথচ উদ্দীপকে হামীম সাহেব প্রধান মুফতি হিসেবে যোগদান করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন ফিকহশাস্ত্রের উদ্ভাবক। তিনি তাঁর ৪০ জন ছাত্রের সমন্বয়ে 'ফিকহ সম্পাদনা বোর্ড' গঠন করেন। এই বোর্ড দীর্ঘ ২২ বছর কঠোর সাধনা করে ফিকহকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে রূপদান করেন। পরবর্তীতে মাত্র ১০ জন নিয়ে বোর্ড গঠন করেন। ফিকহশাস্ত্র প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এই বোর্ডের অবদান সবচেয়ে বেশি। কোনো মাসআলার জন্য এ বোর্ড গবেষণা করত এবং কুরআন-হাদিসের আলোকে গবেষণা করে সমাধান দিত। ফিকহশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক দেওয়া সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাখ্যান করে ইমাম আবু হানিফা নৈতিক ও দীনি ইলমের মর্যাদা সমুন্নত রেখেছেন। প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ না করাতে খলিফা আল মনসুরের আদেশে তাকে জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখা হয়।

সুতরাং বলা যায়, জনাব হামিমের সাথে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পুরোপুরি মিল খুঁজে পায়নি।

বরিশাল বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. জান্নাতবাসী হওয়ার প্রধান আমল কোনটি?
ⓚ সত্য কথা বলা ⓚ নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন
ⓖ শালীনতা বজায় রাখা ⓖ লজ্জাশীল হওয়া

২. যে ওয়াদা রক্ষা করে না, তার মধ্যে কী নেই?
ⓚ চরিত্র ⓚ দীন ⓖ সততা ⓖ ইমান

৩. আত্মশুদ্ধি বলতে বোঝায়–
ⓚ চিন্তার পরিশুদ্ধতা ⓚ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিশুদ্ধতা
ⓖ আত্মার পরিশুদ্ধতা ⓖ দেহের পরিশুদ্ধতা

৪. মহানবি (স.) এর নাম মুহাম্মদ রাখেন কে?
ⓚ আমিনা ⓚ আমির হামজাহ (রা.)
ⓖ আবু তালিব ⓖ আব্দুল মুত্তালিব

৫. জাহেলি যুগে অনুষ্ঠিত বার্ষিক মেলার নাম কী?
ⓚ উকায ⓚ মুআল্লাকাত
ⓖ হীরবুল ফিজার ⓖ গীতি কবিতা

৬. মদিনা সনদের ধারা ভঙ্গকারীদের পরিণাম হবে–
ⓚ আল্লাহর রহমত বর্ষণ
ⓚ আল্লাহর না'লত বর্ষণ
ⓖ মহানবি (সা.) এর অভিসম্পাত বর্ষণ
ⓖ ফেরেস্তাদের লা'নত বর্ষণ

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব জনি একজন ইসলামি গবেষক। তাঁর নিকট অনেক জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে। তিনি তাদেরকে অনেক জটিল বিষয় সহজ-সরলভাবে বুঝিয়ে দেন। এজন্য কারও নিকট থেকে কোনো পারিশ্রমিক নেন না।

৭. জনাব জনি এর মধ্যে কোন মুসলিম মনীষীর আদর্শ ফুটে উঠেছে?
ⓚ ইমাম গাযালি (রহ.) ⓚ ইমাম বুখারি (রহ.)
ⓖ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ⓖ ইমাম জারির আত-তাবারি (রহ.)

৮. উক্ত মুসলিম মনীষীকে কী নামে আখ্যায়িত করা হয়?
i. ফিকাহ শাস্ত্রের জনক
ii. ইমাম আযম
iii. দর্শন শাস্ত্রের জনক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

৯. 'আল-কেমি' অর্থ কী?
ⓚ পদার্থ ⓚ উদ্ভিদ ⓖ জীব ⓖ রসায়ন

১০. কুফর মানুষের মধ্যে কী জন্ম দেয়?
ⓚ অকৃতজ্ঞতা ⓚ অহিংসা ⓖ অবহেলা ⓖ স্বার্থপরতা

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সহজ-সরল স্বভাবের মনে হলেও দোলা ভিতরে ভিতরে কপটতা ও দ্বিমুখী ভাব পোষণ করে। অন্যদিকে 'আশা' তার বান্ধবীদের অসাক্ষাতে তাদের দোষ বলে বেড়ায়।

১১. উদ্দীপকে বর্ণিত দোলার দোষকে কী নামে অভিহিত করা যায়?
ⓚ শিরক ⓚ নিফাক ⓖ কিযব ⓖ কুফর

১২. আশার মতো মানুষগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো–
i. মানুষকে কষ্ট দেওয়া
ii. অন্যের সমালোচনা করা
iii. মানুষকে অপবাদ দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৩. ইসলামের দৃষ্টিতে মানবজীবন কয়ভাগে বিভক্ত?
ⓚ ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓖ ৫

১৪. যা দ্বারা মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব করা হবে তাকে কী বলে?
ⓚ মিযান ⓚ বারযাখ ⓖ সিরাত ⓖ শাফায়াত

১৫. যারা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেন তাদের পরিচয় হলো–
ⓚ নবি ⓚ রাসুল ⓖ কাতিব ⓖ আল-আমিন

১৬. সুন্নাহ এর অপর নাম কী?
ⓚ আল কুরআন ⓚ সনদ ⓖ আল হাদিস ⓖ আখলাক

১৭. 'কাতিবে ওহি' কতজন?
ⓚ ২৫ ⓚ ২৭ ⓖ ৪০ ⓖ ৪২

১৮. 'শানে নুযুল' জানার উপকারিতা কী?
ⓚ শরিয়তের বিধি-বিধান প্রবর্তনের রহস্য জানা যায়
ⓚ আখিরাতের ভীতি তৈরি হয়
ⓖ ইহকালীন কল্যাণ লাভ করা যায়
ⓖ ইবাদতের নিয়ম-কানুন জানা যায়

১৯. মহানবি (স.) কে সান্ত্বনা প্রদান করে কোন সূরা অবতীর্ণ হয়?
ⓚ আশ-শামস ⓚ আদ-দুহা ⓖ আল-মাউন ⓖ আত-ত্বীন

২০. সর্বোত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য হল–
i. মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকা
ii. জ্ঞানের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়া
iii. সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২১. মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ⓚ ৫ ⓚ ৬ ⓖ ৭ ⓖ ৮

২২. আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আল কুরআন অবতীর্ণ করেন কোন শব্দ দ্বারা?
ⓚ ইক্বরা ⓚ আলাক ⓖ খালাক ⓖ কমার

২৩. ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা অস্বীকারকারীকে কী বলা যায়?
ⓚ মুনাফিক ⓚ কাফির ⓖ ফাসিক ⓖ মুরতাদ

২৪. আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যবান দান কোনটি?
ⓚ ধন সম্পদ ⓚ সন্তান-সন্ততি
ⓖ সুন্দর চরিত্র ⓖ স্বর্ণ ও রৌপ্য

২৫. আদর্শ শিক্ষক হিসেবে মানিক সাহেব হবেন–
ⓚ অনুকরণীয় ⓚ ধনাঢ্য
ⓖ এক ঘেঁয়েমী ⓖ নিয়মনীতির ক্ষেত্রে কঠোর

২৬. ইসলামি শিক্ষা বলতে বোঝায়–
ⓚ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণরূপে তুলে ধরা
ⓚ কুরআনকে পূর্ণাঙ্গরূপে তুলে ধরা
ⓖ হাদিসকে পরিপূর্ণরূপে তুলে ধরা
ⓖ অভিজ্ঞতাকে সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারা

২৭. জাকাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা হয়–
i. সামাজিক সৌহার্দ্য
ii. সামাজিক নিরাপত্তা
iii. পার্থিব বৈষম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৮. আল্লাহপাক কোন জিনিসকে নিশ্চিহ্ন করে দেন?
ⓚ ব্যবসা ⓚ সুদ ⓖ দান ⓖ ঘুষ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রবি ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, বস্ত্রহীনকে পোশাক দান, রোগীদের সেবা শুশ্রূষাসহ আরো অনেক সেবামূলক কর্মকাণ্ড করে থাকেন।

২৯. রবির কাজগুলো কীসের অন্তর্ভুক্ত?
ⓚ আল্লাহর হক আদায় ⓚ সৃষ্টির সেবা
ⓖ মানবসেবা ⓖ জীববৈচিত্র্যে দয়া

৩০. রাসুল (সা.) এর মানব সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো–
i. অভাবগ্রস্তদের সাহায্য ও সহযোগিতা করা
ii. অমুসলিমদের সাহায্য ও সহযোগিতা করা
iii. চরম শত্রুদের সাহায্য ও সহযোগিতা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। সাকিব মাঝে মাঝে কথা দিয়ে কথা রাখে না। কোনো কিছু তার কাছে জমা রাখলে অনেক সময় তা নষ্ট করে ফেলে। আবার কথাবার্তায় প্রায়ই মিথ্যার আশ্রয় নেয়। আর তার বড় চাচা মাওলানা সাদিক সাহেব একদিন বললেন, মানুষ আল্লাহর সত্তা, সিফাত, ক্ষমতা ও নিয়ামত সম্পর্কে কিছুই জানতো না। পরকাল সম্বন্ধেও মানুষের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে মহামানবগণ এসব বিষয়ে মানব সমাজকে শিখিয়েছেন।

ক. কুফর কাকে বলে? ১
খ. আখিরাত বিশ্বাসের উপকারিতা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সাদিক সাহেব কর্তৃক বর্ণিত মহামানব কারা? বুঝিয়ে দাও। ৩
ঘ. সাকিবের মধ্যে যে বিষয়টি পাওয়া যায় তা চিহ্নিত করে তার কুফল বর্ণনা কর। ৪

২। আতিক আল্লাহ তা'য়ালাকে ইবাদতের যোগ্য এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করে। সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির কাছে কখনই কিছু প্রার্থনা করে না। আর তার নিঃসন্তান বন্ধু বারিক সন্তান পাওয়ার আশায় এক দরবেশের দরগায় গিয়ে ঐ দরবেশের নামে দুটি ছাগল জবাই করে।

ক. ইমান কাকে বলে? ১
খ. তাকদিরে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. বারিকের কাজটিতে কোন বিশ্বাস ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আতিকের বিশ্বাসটি চিহ্নিত করে ইসলামে তার গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৪

৩। তিতাস ইয়াতিম ও গরিব-দুঃখীকে কোনোরূপ সাহায্য করে না। অন্যকেও সাহায্য করতে উৎসাহিত করে না। এমনকি বাসার ছোট খাটো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস অন্যদের দেয় না। আর তার বন্ধু জনাব পিপাস পাহাড়ী অঞ্চলে অব্যবহৃত জমিতে ভেষজ, বনজ ও ফলজ গাছ লাগিয়েছেন। যাতে ঐ অঞ্চলে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে।

ক. হাদিস কাকে বলে? ১
খ. শানে নুযুল জানার উপকারিতা বর্ণনা কর। ২
গ. পাঠ্যবইয়ের কোন সূরায় তিতাসের জন্য শিক্ষা আছে? বুঝিয়ে দাও। ৩
ঘ. সংশ্লিষ্ট হাদিস অনুসারে জনাব পিপাস এর কাজটির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। জরুরি কাজ থাকায় জোবায়ের সাহেব মৃত প্রতিবেশীর জানাযার নামাজ না পড়েই ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন। আর তার সহকর্মী ইকবাল সাহেব গত রমজানে পবিত্র কুরআনের বেশকিছু সূরা মুখস্থ করেন যাতে তাওহিদ-রিসালাতে বিশ্বাসে আহ্বান জানানো হয়েছে। সূরাগুলো আকারে ছোট এবং আয়াতগুলোও তুলনামূলকভাবে ছোট।

ক. ইজমা অর্থ কী? ১
খ. কিয়াসের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ২
গ. ইকবাল সাহেবের মুখস্থ করা সূরাগুলোর প্রকার ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সালাত না পড়ার কারণে জোবায়ের সাহেব কি গুনাহগার হবেন? ইসলামের আলোকে তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

৫। **তথ্য-১ :** অনিম মায়ের জন্য ঔষধ কিনতে বের হয়ে রাস্তায় গুলিতে মারা যায়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছেলের মৃত্যুতে শোকে ও দুঃখে চরম হতাশ হয় রাহেলা বেগম। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তার পাশে দাঁড়ায় এলাকাবাসী।

তথ্য-২ : বন্যায় ভয়াবহ ভাঙনে ঘরবাড়ি হারায় তিস্তাপাড়ের দরিদ্র অনেক মানুষ। তারা অসহায় হয়ে যায়। ব্যবসায়ী আসিফ সাহেব তাদের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়। তিনি আশ্রয়কেন্দ্রে রান্না করা খাবার দিতে থাকেন। অন্য কেহ যাতে তাদের অত্যাচার না করে সে ব্যবস্থাও নেন।

ক. শরিয়ত কাকে বলে? ১
খ. হাদিসে কুদসী বলতে কী বোঝায়? ২
গ. তথ্য-১ এ পাঠ্যবইয়ের কোন সূরার বিষয়বস্তু ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তথ্য-২ এ আসিফ সাহেবের কাজটি সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৬। নাছির প্রতিদিন এমন একটি ইবাদত পালন করে যা ইমান মজবুত করে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে। ইবাদতটি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হিসেব নেওয়া হবে। অপরদিকে, আমিন অপর একটি ইবাদত আদায় করে যা বছরে একবার আদায় করতে হয়। যা ধনী ও গরিবের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে।

ক. হাককুল ইবাদ কী? ১
খ. সাওমকে 'ঢাল' বলা হয়েছে কেন? ২
গ. নাছিরের পালনকৃত ইবাদতটির সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আমিনের পালন করা ইবাদতটি চিহ্নিত করে উক্ত ইবাদতটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। রকি সাহেব একটি পোশাক কারখানার মালিক। প্রায় দুশতাধিক কর্মচারী কারখানায় কাজ করে। তারা বিগত দুবছর ধরে বেতন-বোনাস বৃদ্ধির দাবি করে আসছে। এ ব্যাপারে তিনি কোনো কর্ণপাত করেন না। ন্যায্যদাবি পূরণ না হওয়ায় তাদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং কারখানা ভাংচুর করে। অপরদিকে, রনি সাহেব গ্রাম্য স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেন। উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে বর্তমানে সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা। ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসে একদিন চলার পথে রাস্তায় আঃ জলিল স্যারের সাথে দেখা হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি গাড়ি থেকে নেমে সালাম বিনিময় করে গাড়িতে উঠিয়ে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেন।

ক. জিহাদ কাকে বলে? ১
খ. "হজের মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব তৈরি হয়।" –ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রকি সাহেবের আচরণে কার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব রনির কর্মকাণ্ডে যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা চিহ্নিত করে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। **প্রেক্ষাপট-১ :** আবরার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র। ঈদের ছুটিতে সে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে নিজের সিটে বসে বাড়িতে রওনা হয়। প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে একজন বয়স্ক মহিলা উঠার সাথে সাথে ট্রেনটি ছেড়ে দেয়। আবরার মহিলাকে তার নিজের আসনে বসতে দেয়।

প্রেক্ষাপট-২ : আরকান খাগড়াছড়ি জেলার সীমান্ত এলাকায় বসবাস করে। সীমান্তে প্রায় সময় চোরাচালান সংঘটিত হয়। সে এলাকাবাসীকে নিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আরকান মনে করে ভালো কাজের প্রতি অনুপ্রেরণা ও মন্দ কাজ প্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে না।

ক. আমানত কাকে বলে? ১
খ. "দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই"। ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রেক্ষাপট-১ এ আবরার এর কাজে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রেক্ষাপট-২ এ আরকানের কর্মকাণ্ডটি চিহ্নিতপূর্বক তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। জারিন ও মারিয়ার মধ্যে ঝগড়া হয়। শিক্ষক ঘটনা জিজ্ঞাসা করলে ঝগড়ার সময় উপস্থিত মালিহা কোনো পরিবর্তন না করে প্রকৃত ঘটনা অবিকল বর্ণনা করে। এতে জারিন তার উপর অসন্তুষ্ট হয়। জারিন মালিহার অগোচরে তার নামে কুৎসা রটনা করে। এতে মালিহা কষ্ট পায়।

ক. শালীনতা কী? ১
খ. প্রতারণা বর্জন করতে হবে কেন? ২
গ. মালিহার কাজে পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জারিনের কাজটি চিহ্নিত করে এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। মাসুম দ্রবণ, পরিশ্রবণ, পদার্থের তরলীকরণ, বাষ্পীকরণ, গলানো পদ্ধতির আবিষ্কারক এর গবেষণাকর্ম দেখে অবাক হয়ে যায়। উক্ত আবিষ্কারক একটি শাস্ত্রকে পরিপূর্ণতা দান করেন। আর সিয়াম সমীকরণ, ত্রিকোণমিতি, অ্যালগরিদম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেন।

ক. আস-সাবউল মুআল্লাকাত কী? ১
খ. কাকে এবং কেন হুজ্জাতুল ইসলাম বলা হয়? ২
গ. মাসুম কোন মনীষীর আবিষ্কার কর্ম দেখছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সিয়ামের পঠিত বিষয়ে মুসলিমদের অবদান তুলে ধরে ব্যাখ্যা কর। ৪

১১। আজিমপুর ইউনিয়নের কাজীপাড়া ও চৌধুরীপাড়ার লোকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ প্রায়ই লেগে থাকে। সম্প্রতি ক্রিকেট খেলার হার-জিতকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত হয়। উক্ত ইউনিয়নের উদীয়মান যুবক হাসান এলাকায় শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেন। সে ইউনিয়নের কতিপয় যুবক সদস্যদের নিয়ে একটি কল্যাণ পরিষদ গঠন করেন। অন্যদিকে জামান এমন একজন খলিফার নাম উল্লেখ করেন যিনি ছিলেন শৌর্য-বীর্য, অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তার নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হয়।

ক. আইয়্যামে জাহেলিয়াত কী? ১
খ. ইসলামের ত্রাণকর্তা কাকে এবং কেন বলা হয়? ২
গ. জামান কোন খলিফার নাম উল্লেখ করেছেন? বুঝিয়ে দাও। ৩
ঘ. হাসানের কল্যাণ পরিষদ গঠনের বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? গঠিত সংঘটি সে সমাজে কীভাবে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা (বরিশাল বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ক	২	খ	৩	গ	৪	ঘ	৫	ক	৬	খ	৭	গ	৮	ক	৯	ঘ	১০	ক	১১	খ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	খ
	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	খ	২০	খ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	খ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	ক	২৮	খ	২৯	গ	৩০	ঘ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ সাকিব মাঝে মাঝে কথা দিয়ে কথা রাখে না। কোনো কিছু তার কাছে জমা রাখলে অনেক সময় তা নষ্ট করে ফেলে। আবার কথাবার্তায় প্রায়ই মিথ্যার আশ্রয় নেয়। আর তার বড় চাচা মাওলানা সাদিক সাহেব একদিন বললেন, মানুষ আল্লাহর সত্তা, সিফাত, ক্ষমতা ও নিয়ামত সম্পর্কে কিছুই জানতো না। পরকাল সম্বন্ধেও মানুষের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে মহামানবগণ এসব বিষয়ে মানব সমাজকে শিখিয়েছেন।

ক. কুফর কাকে বলে? ১
খ. আখিরাত বিশ্বাসের উপকারিতা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সাদিক সাহেব কর্তৃক বর্ণিত মহামানব কারা? বুঝিয়ে দাও। ৩
ঘ. সাকিবের মধ্যে যে বিষয়টি পাওয়া যায় তা চিহ্নিত করে তার কুফল বর্ণনা কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতিও অবিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয়।

খ মানবজীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে জীবন পরিচালনায় নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে সে প্রত্যহ তার প্রতিটি কাজের হিসাব নিজেই নিয়ে থাকে। এভাবে দৈনন্দিন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ তার ভুল-ত্রুটি শোধরিয়ে নিয়ে সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠে। সুতরাং মানবজীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের বিকল্প নেই।

গ সাদিক সাহেব কর্তৃক বর্ণিত মহামানব হচ্ছেন নবি-রাসুলগণ।

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অর্থাৎ, 'আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই পথপ্রদর্শক রয়েছে' (সূরা আর-রাদ : আয়াত-৭)। তাঁরা মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরতেন। সত্য ও সুন্দরের প্রতি আহ্বান করতেন, আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। উদ্দীপকে মাওলানা সাদিক সাহেবের বক্তব্যটি এ বিষয়টিকে ধারণ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাওলানা সাদিক সাহেব একদিন বললেন, মানুষ আল্লাহর সত্তা, সিফাত, ক্ষমতা ও নিয়ামত সম্পর্কে কিছুই জানতো না। পরকাল সম্বন্ধেও মানুষের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মহামানবগণ এসব বিষয়ে মানব সমাজকে শিখিয়েছেন। যা নবি-রাসুলগণের আগমন তথা রিসালাত এর নামান্তর। তাই মুসলমানদের জন্য রিসালাতে বিশ্বাস করা আবশ্যক। রিসালাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারে না। কেননা মানুষের সীমিত জ্ঞান দ্বারা অনন্ত, অসীম আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসুল প্রেরণের মাধ্যমে স্রষ্টা হিসেবে নিজের পরিচয় মানুষের নিকট তুলে ধরেছেন।

সুতরাং বলা যায়, সাদিক সাহেব কর্তৃক বর্ণিত মহামানবগণ হচ্ছেন নবি-রাসুলগণ।

ঘ সাকিবের মধ্যে নিফাক বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। যার কুফল বা পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

নিফাক শব্দের আভিধানিক অর্থ– ভণ্ডামি, কপটতা, প্রতারণা, দ্বিমুখীভাব ইত্যাদি। অন্তরে বিরোধিতা গোপন রেখে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করাই হলো নিফাক। সাকিবের কাজ এ বিষয়টিকে ধারণ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সাকিব মাঝে মাঝে কথা দিয়ে কথা রাখে না। কোনো কিছু তার কাছে জমা রাখলে অনেক সময় তা নষ্ট করে ফেলে। আবার কথাবার্তায় প্রায়ই মিথ্যার আশ্রয় নেয়। আর এ বৈশিষ্ট্যগুলোই মুনাফিকদের মধ্যে বিদ্যমান। মহানবি (সা.) বলেন, 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোনো কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয়, তখন তার খিয়ানত করে (সহিহ বুখারি)। এ ধরনের ব্যক্তিরা মিথ্যুক হওয়ার কারণে নানা ধরনের অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। পার্থিব লোভ-লালসা ও স্বার্থ রক্ষায় তারা মানুষের সব ধরনের অকল্যাণ করতে পারে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পরকালীন জীবনে মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-১৪৫)

সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, সাকিবের কাজটি হলো নিফাকের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ধরনের কাজের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ০২ আতিক আল্লাহ তা'য়ালাকে ইবাদতের যোগ্য এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করে। সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির কাছে কখনই কিছু প্রার্থনা করে না। আর তার নিঃসন্তান বন্ধু বারিক সন্তান পাওয়ার আশায় এক দরবেশের দরগায় গিয়ে ঐ দরবেশের নামে দুটি ছাগল জবাই করে।

ক. ইমান কাকে বলে? ১
খ. তাকদিরে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. বারিকের কাজটিতে কোন বিশ্বাস ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আতিকের বিশ্বাসটি চিহ্নিত করে ইসলামে তার গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে।

খ তকদিরের প্রতি বিশ্বাস অত্যন্ত জরুরি। কারণ তকদির হলো নির্ধারিত পরিমাণ, ভাগ্য বা নিয়তি। আল্লাহ তায়ালা মানুষের তকদিরের নিয়ন্ত্রক। তিনিই তকদিরের ভালো মন্দ নির্ধারণকারী।

মানুষ যা চায় তাই-ই করতে পারবে না; বরং মানুষ শুধু তার কাজের জন্য চেষ্টা সাধনা করবে। অতঃপর ফলাফলের জন্য আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করবে। যদি চেষ্টা করার পরও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পায় তবে হতাশ হবে না। আর যদি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে যায়, তবে আনন্দে আত্মহারা হবে না; বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতাশীল হবে।

গ বারিকের বিশ্বাসে আকাইদের শিরক বিষয়টি ফুটে উঠেছে। যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

শিরক শব্দের অর্থ– অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়– মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে বলা হয় মুশরিক। শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। যা বারিকের মানসিকতায় প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অতিকের নিঃসন্তান বন্ধু বারিক সন্তান পাওয়ার আশায় এক দরবেশের দরগায় গিয়ে ঐ দরবেশের নামে দুটি ছাগল জবাই করে। এ ধরনের কর্ম শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

কারণ মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ অর্থাৎ, 'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়' (সূরা আশ-শুরা : আয়াত-১১)। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে অংশীদার করা নিঃসন্দেহে শিরক। আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক চার ধরনের হতে পারে। যথা : (১) আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও অস্তিত্বে শিরক করা। যেমন : ইসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র মনে করা। (২) আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিতে শিরক করা। যেমন : আল্লাহ তায়ালার পাশাপাশি অন্য কাউকে পরীক্ষায় সফল করার ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করা। (৩) সৃষ্টি জগতের পরিচালনায় কাউকে আল্লাহর অংশীদার বানানো। যেমন : ফেরেশতাদের জগৎ পরিচালনাকারী হিসেবে মনে করা। (৪) ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা। যেমন : আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদাহ করা, কারও নামে পশু জবাই করা ইত্যাদি।

অতএব, বারিকের বিশ্বাসে নিঃসন্দেহে শিরক ফুটে উঠেছে।

ঘ আতিকের বিশ্বাসটি তাওহিদ হিসেবে গণ্য। ইসলামে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

তাওহিদ অর্থ– একত্ববাদ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়– আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলে। তাওহিদ হলো ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয়। যা আতিকের বিশ্বাসে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আতিক আল্লাহ তা'য়ালাকে ইবাদতের যোগ্য এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করে। সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির কাছে কখনই কিছু প্রার্থনা করে না। যাতে তাওহিদ প্রকাশ পেয়েছে। মানবজীবনে তাওহিদে বিশ্বাসের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবান করে। মানুষকে সচ্চরিত্রবান করে। ইবাদত ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে। এ বিশ্বাসের ফলে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্মে ব্রতী হয়। অসৎ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। ফলে মানবসমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাওহিদে বিশ্বাস পরকালীন জীবনেও মানুষকে সফলতা দান করে। বস্তুত মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাওহিদে বিশ্বাস মুক্তি ও সফলতার দ্বার উন্মুক্ত করে।

সুতরাং ইসলামে তাওহিদের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৩ তিতাস ইয়াতিম ও গরিব-দুঃখীকে কোনোরূপ সাহায্য করে না। অন্যকেও সাহায্য করতে উৎসাহিত করে না। এমনকি বাসার ছোট খাটো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস অন্যদের দেয় না। আর তার বন্ধু জনাব পিপাস পাহাড়ী অঞ্চলে অব্যবহৃত জমিতে ভেষজ, বনজ ও ফলজ গাছ লাগিয়েছেন। যাতে ঐ অঞ্চলে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে।

ক. হাদিস কাকে বলে? ১
খ. শানে নুযুল জানার উপকারিতা বর্ণনা কর। ২
গ. পাঠ্যবইয়ের কোন সূরায় তিতাসের জন্য শিক্ষা আছে? বুঝিয়ে দাও। ৩
ঘ. সংশ্লিষ্ট হাদিস অনুসারে জনাব পিপাস এর কাজটির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাদিস হলো মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতি।

খ শানে নুযুল হচ্ছে সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণ বা পটভূমি। শানে নুযুল জানার প্রয়োজনীয়তা অনেক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–
১. এর দ্বারা শরিয়তের বিধান প্রবর্তনের রহস্য জানা যায়।
২. আয়াতের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সঠিক মর্মার্থ অবগত হওয়া যায়।

গ পাঠ্যবইয়ের সূরা আল-মাউনে তিতাসের জন্য শিক্ষা রয়েছে। যা মানবজীবনের জন্য অতিগুরুত্বপূর্ণ।

সূরা আল মাউন আল কুরআনের ১০৭তম সূরা। এ সূরায় সালাতের প্রতি উদাসীন না হওয়া, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, গৃহস্থালির উপকরণ অন্যদের দান করা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তিতাসের মধ্যে এ শিক্ষার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তিতাস ইয়াতিম ও গরিব-দুঃখীকে কোনোরূপ সাহায্য করে না। অন্যকেও সাহায্য করতে উৎসাহিত করে না। এমন কি বাসার ছোট খাটো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস অন্যদের দেয় না। যাতে সূরা আল-মাউন এর শিক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হয়। আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা আল-মাউনে আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো– বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ; ইয়াতিম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। ইয়াতিম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে; কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে। সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

সুতরাং সূরা আল-মাউনে তিতাসের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

ঘ জনাব পিপাস-এর কাজটি পাঠ্যবইয়ের ৪নং হাদিস তথা বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিসের প্রতিফলন। যার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বৃক্ষরোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান

করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তিতাসের বন্ধু জনাব পিপাস পাহাড়ী অঞ্চলে অব্যবহৃত জমিতে ভেষজ, বনজ ও ফলদ গাছ লাগিয়েছেন। যাতে ঐ অঞ্চলে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। এতে মূলত তিনি মহানবি (সা.)-এর হাদিসের উপর আমল করেছেন। তার এ কাজটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। ফলে তিনি নিজের অজান্তেই অনেক সাওয়াব লাভ করবেন। যেমন মহানবি (সা.) বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ بِهٖ صَدَقَةٌ ـ

অর্থাৎ, 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, হাদিসের আলোকে পিপাসের কাজটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৪ জরুরি কাজ থাকায় জোবায়ের সাহেব মৃত প্রতিবেশীর জানাযার নামাজ না পড়েই ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন। আর তার সহকর্মী ইকবাল সাহেব গত রমজানে পবিত্র কুরআনের বেশকিছু সূরা মুখস্থ করেন যাতে তাওহিদ-রিসালাতে বিশ্বাসে আহ্বান জানানো হয়েছে। সূরাগুলো আকারে ছোট এবং আয়াতগুলোও তুলানামূলকভাবে ছোট।

ক. ইজমা অর্থ কী? ১

খ. কিয়াসের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ২

গ. ইকবাল সাহেবের মুখস্থ করা সূরাগুলোর প্রকার ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সালাত না পড়ার কারণে জোবায়ের সাহেব কি গুনাহগার হবেন? ইসলামের আলোকে তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে– কোনো বিষয় বা কথায় ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলে।

খ মানবসমাজ সতত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় জগতে নতুন নতুন সভ্যতা সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। ফলে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা, সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে যখন কোনো বিষয়ে আল-কুরআন, হাদিস ও ইজমায় পরিষ্কারভাবে সমাধান পাওয়া যায় না তখনই কিয়াস প্রযোজ্য হয়। তাই শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতার জন্য কিয়াসের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ ইকবাল সাহেবের মুখস্থকৃত সূরাগুলো মাক্কী সূরা-সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আল-কুরআনের সূরাসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : মাক্কি এবং মাদানি। রাসুল (স.)-এর হিজরতের পূর্বে নাজিলকৃত সূরাসমূহকে মাক্কি সূরা বলা হয়। এ সূরার সংখ্যা মোট ৮৬টি। এ সূরাসমূহে তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, নবি-রাসুলগণের সফলতা, পূর্ববর্তী মুশরিক-কাফিরদের কাহিনি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যা ইকবাল সাহেবের মুখস্থকৃত সূরাগুলোতেও পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইকবাল সাহেব গত রমজানে পবিত্র কুরআনের বেশ কিছু সূরা মুখস্থ করেন যাতে তাওহিদ-রিসালাত বিশ্বাসে আহ্বান জানানো হয়েছে। সূরাগুলো আকারে ছোট এবং আয়াতগুলোও তুলনামূলকভাবে ছোট। আর এরূপ বৈশিষ্ট্য মূলত মাক্কি সূরাসমূহের মধ্যেই পাওয়া যায়। মাক্কি সূরা আকারে ছোট হলেও এর শব্দমালা ভাবগম্ভীর অন্তরে প্রকম্পন সৃষ্টি করে। এ সূরাসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা একদিকে যেমন শরিয়তের নীতিমালা উল্লেখ করেছেন, তেমনি পূর্ববর্তী অবাধ্য জাতিদের বিভিন্ন কু-প্রথা ও কু-আচরণের বর্ণনাও দিয়েছেন। ইয়াতিমদের সম্পদ হরণ, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেওয়ার কাহিনিসমূহ এ সূরাগুলোতে স্থান পেয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ইকবাল সাহেব যে সূরাগুলো মুখস্থ করেছেন সেগুলো হলো মাক্কী সূরা।

ঘ জানাযার সালাত না পড়ার কারণে জোয়ায়ের সাহেব গুনাহগার হবেন না। তবে যদি তার মহল্লার কেউই না পড়ে তখন গোনাহগার হবেন। কেননা এ সালাতের হুকুম হলো ফরজে কিফায়া। আর এটা হাক্কুল ইবাদের অন্তর্ভুক্ত।

ইবাদত দুই প্রকার। যথা : হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ। হাক্কুল ইবাদ বলতে মানুষের প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব বা কর্তব্য রয়েছে তাকেই বোঝায়। যা জোবায়ের সাহেবের কর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জরুরি কাজ থাকায় জোবায়ের সাহেব মৃত প্রতিবেশীর জানাযার নামজ না পড়েই ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন। যা হাক্কুল ইবাদ এর নামান্তর। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়েই মানুষকে বসবাস করতে হয়। পিতা-মাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে আমরা বসবাস করি। একজন অন্যজনের দুঃখ-কষ্টে সাড়া দিই। বিপদে-আপদে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করি। পরস্পরের প্রতি এই সহানুভূতি ও দায়িত্বই হলো হাক্কুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকার। ইসলাম হাক্কুল ইবাদ আদায়ের জন্য অনেক তাগিদ দিয়েছে। যেমন রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যেমন : সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ, দাওয়াত কবুল করা, মজলুমকে সাহায্য করা ও হাঁচির জবাব দেওয়া।' (বুখারি ও মুসলিম)

অতএব, জোবায়ের সাহেব গুনাহগার হবেন না। এটা কেবলমাত্র বান্দার হক। তবে বান্দার হক আদায়ে অধিক সওয়াব রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ **তথ্য-১ :** অনিম মায়ের জন্য ঔষধ কিনতে বের হয়ে রাস্তায় গুলিতে মারা যায়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছেলের মৃত্যুতে শোকে ও দুঃখে চরম হতাশ হয় রাহেলা বেগম। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তার পাশে দাঁড়ায় এলাকাবাসী।

তথ্য-২ : বন্যায় ভয়াবহ ভাঙনে ঘরবাড়ি হারায় তিস্তাপাড়ের দরিদ্র অনেক মানুষ। তারা অসহায় হয়ে যায়। ব্যবসায়ী আসিফ সাহেব তাদের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়। তিনি আশ্রয়কেন্দ্রে রান্না করা খাবার দিতে থাকেন। অন্য কেহ যাতে তাদের অত্যাচার না করে সে ব্যবস্থাও নেন।

ক. শরিয়ত কাকে বলে? ১
খ. হাদিসে কুদসী বলতে কী বোঝায়? ২
গ. তথ্য-১ এ পাঠ্যবইয়ের কোন সূরার বিষয়বস্তু ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তথ্য-২ এ আসিফ সাহেবের কাজটি সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি কার্যনীতি বা জীবন পদ্ধতিকে শরিয়ত বলা হয়।

খ কুদসি শব্দের অর্থ– পবিত্র। ইসলামি পরিভাষায় যে হাদিসের শব্দ ও ভাষা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিজস্ব; কিন্তু তার অর্থ, ভাব ও মূলকথা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত, তাকে হাদিসে কুদসি বলে। সংক্ষেপে, যে হাদিসের মূলকথা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং মহানবি (সা.) নিজের ভাষায় তা উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন সেটাই হাদিসে কুদসি। হাদিসে কুদসির ভাব, অর্থ ও মূলকথা আল্লাহ তায়ালার হলেও তা আল-কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি হাদিসের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

গ তথ্য-১ এ পাঠ্যবইয়ের সূরা আল-ইনশিরার বিষয়বস্তু ফুটে উঠেছে।

সূরা আল-ইনশিরাহ মাক্কি সূরাসমূহের অন্যতম। এর আয়াত সংখ্যা ৮টি। এটি কুরআনের ৯৪তম সূরা। এ সূরায় মহান আল্লাহ দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদের সময় ধৈর্যধারণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। যা অনিমের পরিবারের সাথে সামঞ্জস্য।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অনিম মায়ের জন্য ঔষধ কিনতে বের হয়ে রাস্তায় গুলিতে মারা যায়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছেলের মৃত্যুতে শোকে ও দুঃখে চরম হতাশ হয় রাহেলা বেগম। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তার পাশে দাঁড়ায় এলাকাবাসী। তারা বলেন– জীবন কখনো চিরসুখের হয় না; বরং সুখ-দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন। তাই দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না; বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে। সেই সাথে সময়কে কাজে লাগিয়ে নিজের করণীয় কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, সুখ-দুঃখ মেনে নিয়েই জীবনকে এগিয়ে নিতে হবে। হতাশ হয়ে বসে থাকা চলবে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। তাই সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

ঘ তথ্য-২ এ আসিফ সাহেবের কাজটি পাঠ্যবইয়ের ৭নং হাদিস তথা পরোপকার সম্পর্কিত হাদিসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাদিসটি হলো–

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهٗ وَلَا يُسْلِمُهٗ وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهٖ-

অর্থাৎ, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের উপর অত্যাচার করে না, তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করে না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।' (বুখারি ও মুসলিম)

এ হাদিসে রাসুল (স.) এক মুসলমানের সঙ্গে অপর মুসলমানের সম্পর্ক কী এবং একের প্রতি অপরের কর্তব্য কী তা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং মুসলমানদের উচিত বিপদে আপদে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং শত্রুর আক্রমণ ও নির্যাতন থেকে পরস্পরকে রক্ষা করা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বন্যায় ভয়াবহ ভাঙনে ঘরবাড়ি হারায় তিস্তাপাড়ের দরিদ্র অনেক মানুষ। তারা অসহায় হয়ে যায়। ব্যবসায়ী আসিফ সাহেব তাদের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়। তিনি আশ্রয়কেন্দ্রে রান্না করা খাবার দিতে থাকেন। অন্য কেহ যাতে তাদের অত্যাচার না করে সে ব্যবস্থাও নেন। এ কাজের মাধ্যমে তিনি উক্ত হাদিসের শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

অতএব, কোনো মুসলমানকে কোনো ধরনের অত্যাচার করা যাবে না এবং সে যতই অপরাধ করুক না কেন তাকে কোনো অবস্থাতেই শত্রুর হাতে সোপর্দ করা যাবে না। নিজ ভাইয়ের বিপদের সময় অপর ভাই যেমন সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তেমনি এক মুসলমান ভাইও অপর মুসলমান ভাইয়ের বিপদাপদ দূর করতে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে। এ মর্মে রাসুল (স.) ইরশাদ করেন– 'আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে।' (মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে অপর মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসা একান্ত কর্তব্য। কেননা সাহায্যকারী মুসলিম আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রিয়।

প্রশ্ন ▶ ০৬ নাছির প্রতিদিন এমন একটি ইবাদত পালন করে যা ইমান মজবুত করে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে। ইবাদতটি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হিসেব নেওয়া হবে। অপরদিকে, আমিন অপর একটি ইবাদত আদায় করে যা বছরে একবার আদায় করতে হয়। যা ধনী ও গরিবের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে।

ক. হাককুল ইবাদ কী? ১
খ. সাওমকে 'ঢাল' বলা হয়েছে কেন? ২
গ. নাছিরের পালনকৃত ইবাদতটির সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আমিনের পালন করা ইবাদতটি চিহ্নিত করে উক্ত ইবাদতটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও দায়িত্বই হলো হাক্কুল ইবাদ।

খ সাওমের গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম। যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে অশেষ পুণ্যের অধিকারী হয়। সাওমকে নবি করিম (সা.) ঢালের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ রোযাদার সাওম পালনের দ্বারা নিজের সকল প্রকার কুরিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, 'সাওম (রোযা) ঢালস্বরূপ।' (বুখারি ও মুসলিম)

গ নাসিরের পালনকৃত ইবাদতটি ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত সালাত হিসেবে গণ্য। যার সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

সালাত ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে সম্মিলিতভাবে সালাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে। সালাতের কারণে দৈনিক পাঁচ বার মুসলমানগণ একস্থানে মিলিত হবার সুযোগ পায়। একে অপরের খোঁজ নিতে পারে। সুখ-দুঃখে একে অপরের সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। এতে তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। এমনকি নামাজের সারিতে দাঁড়াতে গিয়ে উঁচু নিচু কোনো ভেদাভেদ থাকে না। ফলে সালাত আদায়কারীদের মধ্যে সাম্য সৃষ্টি হয়। সালাত আমাদের সময়ের গুরুত্ব ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দেয়।

সালাত নেতার অনুসরণ করতে এবং নিয়মতান্ত্রিক ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং সালাতের সামাজিক গুরুত্ব অত্যধিক। সালাত সুস্থ, সুন্দর ও মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা রাখে। অতএব আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ রেখে সালাত আদায় করে জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করব।

ঘ আমিনের পালন করা ইবাদতটি ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ জাকাত হিসেবে গণ্য। যার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামের চতুর্থ মৌলিক ইবাদত হলো জাকাত। শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে জাকাত বলে। জাকাত শুধু ধনী মুসলমানের উপর আদায় করা ফরজ। যা আমিনের কাজে পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আমিন অপর একটি ইবাদত আদায় করে যা বছরে একবার আদায় করতে হয়। যা ধনী ও গরিবের মাঝে সেতুবন্ধ তৈরি করে। এতে যাকাতের তাৎপর্য প্রকাশ পেয়েছে। যাকাতের শিক্ষা ও তাৎপর্য হলো, জাকাত সামাজিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি সমাজের মানুষের মধ্যকার সম্পদের বৈষম্য দূর করে। সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। জাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি। জাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ফলে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। সম্পদের ভারসাম্য বজায় থাকে। ধনী-গরিব বৈষম্য দূর হয়। জাকাতব্যবস্থার ফলে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়ে দরিদ্র লোকদের হাতে যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ, যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশীলদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। (সূরা আল-হাশর : আয়াত-৭)

সুতরাং বলা যায়, জাকাত প্রদান করা দরিদ্রের প্রতি ধনী লোকের কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়; বরং জাকাত হলো দরিদ্র লোকের প্রাপ্য অধিকার। অতএব প্রত্যেক সম্পদশালী মুসলিম ব্যক্তির উচিত স্বেচ্ছায় জাকাত প্রদান করা এবং অসহায় লোকদের অভাব মোচনে ভূমিকা রাখা।

প্রশ্ন ▶ ০৭ রকি সাহেব একটি পোশাক কারখানার মালিক। প্রায় দুশতাধিক কর্মচারী কারখানায় কাজ করে। তারা বিগত দুবছর ধরে বেতন-বোনাস বৃদ্ধির দাবি করে আসছে। এ ব্যাপারে তিনি কোনো কর্ণপাত করেন না। ন্যায্যদাবি পূরণ না হওয়ায় তাদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং কারখানা ভাংচুর করে। অপরদিকে, রনি সাহেব গ্রাম্য স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেন। উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে বর্তমানে সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা। ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসে একদিন চলার পথে রাস্তায় আঃ জলিল স্যারের সাথে দেখা হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি গাড়ি থেকে নেমে সালাম বিনিময় করে গাড়িতে উঠিয়ে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেন।

ক. জিহাদ কাকে বলে? ১

খ. "হজের মাধ্যমে বিশ্বভাতৃত্ব তৈরি হয়।" –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রকি সাহেবের আচরণে কার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব রনির কর্মকাণ্ডে যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা চিহ্নিত করে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জানমাল, ইলম, আমল, লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করাই হলো জিহাদ।

খ হজের মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব তৈরি হয়। প্রতিবছর বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিম একই স্থানে সমবেত হয়। হজ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "মানুষের নিকট হজের ঘোষণা করে দাও; তারা তোমার নিকট (মক্কায়) আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে আরোহণ করে। তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ২৭)

হজে এসে সবাই একই রকম পোশাক পরিধান করে আল্লাহর দরবারে নিজেকে সমর্পণ করে। সম্মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ করে বলতে থাকে লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক : হাজির হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে হাজির।

গ রকি সাহেবের আচরণে শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।

জীবন ধারণের জন্য প্রত্যেক মানুষকেই একে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। মালিক-শ্রমিকের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি সত্য। তাই তাদের মধ্যকার সম্পর্ক হওয়া উচিত পারস্পরিক সহানুভূতিপূর্ণ ও দায়িত্বশীল। রকি সাহেবের আচরণে এ বিষয়টি অনুপস্থিত।

উদ্দীপকে রকি সাহেব একটি পোশাক কারখানার মালিক। প্রায় দুশতাধিক কর্মচারি কারখানায় কাজ করে। তারা বিগত দুবছর ধরে বেতন-বোনাস বৃদ্ধির দাবি করে আসছে। এ ব্যাপারে তিনি কোনো কর্ণপাত করেন না। ন্যায্যদাবি পূরণ না হওয়ায় তাদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং কারখানা ভাংচুর করে। তার এরূপ কর্মকাণ্ডে শ্রমিকের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। অথচ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' (ইবনে মাজাহ)। হাদিস দ্বারা শ্রমিকের পাওনা যত দ্রুত সম্ভব পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা শ্রমিকরা সাধারণত গরিব ও নিঃস্ব শ্রেণির হয়ে থাকে। তারা তাদের শ্রমের মজুরি দিয়ে চাল, ডাল, তরিতরকারি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে জীবনধারণ করে। তাই তার পাওনা পেতে দেরি হলে শ্রমিক ও তার পরিবার অভুক্ত থেকে কষ্ট পাবে। ফলে শ্রমিকের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিবে এবং এ অসন্তোষ থেকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর যদি শ্রমিক তার ন্যায্য পাওনা যথাসময়ে পায়, তাহলে তার মনে আনন্দ থাকবে এবং সে উৎসাহের সাথে কাজ করবে। ফলে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

উদ্দীপকের জনাব রফিক সাহেব মুসলিম হয়েও নবি (সা.)-এর আদেশ লঙ্ঘন করেছেন। তার এ কাজ দ্বারা হাক্কুল ইবাদ বিঘ্নিত হয়েছে। শ্রমিকের পাওনা সঠিকভাবে দেওয়া উচিত। সুতরাং শ্রমিকদের পাওনা হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার। হাক্কুল ইবাদ পালনে আল্লাহ তায়ালা কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।

উদ্দীপকের জনাব রকি সাহেব মুসলিম হয়েও নবি (সা.)-এর আদেশ লঙ্ঘন করেছেন। তার এ কাজ দ্বারা হাক্কুল ইবাদ বিঘ্নিত হয়েছে। শ্রমিকের পাওনা সঠিকভাবে দেওয়া উচিত। সুতরাং শ্রমিকদের পাওনা হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার। হাক্কুল ইবাদ পালনে আল্লাহ তায়ালা কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।

অতএব, জনাব রকি সাহেবের আচরণ সংশোধন হওয়া জরুরি।

ঘ জনাব রনির কর্মকাণ্ডে ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। যিনি শিক্ষা দেন তিনি হলেন শিক্ষক। আর যে শিক্ষা গ্রহণ করে সে হলো শিক্ষার্থী। একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালান। এই প্রচেষ্টা সেসব শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সফল হয় যারা আদর্শবান মানুষ হয়। তারাই হলো ওই শিক্ষকের উত্তরসূরি। উদ্দীপকে এটিরই প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রনি সাহেব গ্রাম্য স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন। উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে বর্তমানে সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা। ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসে একদিন চলার পথে রাস্তায় আব্দুল জলিল স্যারের সাথে দেখা হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি গাড়ি থেকে নেমে সালাম বিনিময় করে গাড়িতে উঠিয়ে বাড়িতে পৌছে দেন। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। তিনিই ছাত্রের জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করে দেন। ছাত্র শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করে জীবনে উন্নতি লাভ করে। একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, শিক্ষার্থীরা তাই শিখবে। শিক্ষক হলেন আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর। যে শিক্ষক এ মহান কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারে, পরবর্তী সময়ে তার আদর্শের ধারক হিসেবে শিক্ষার্থীরা গড়ে ওঠে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, বিনয়, নম্রতা, নিয়মানুবর্তিতা, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। পিতা যেমন সর্বদা পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন, শিক্ষকও তেমনি তার ছাত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে সৎ পথ দেখান। পুত্র যেমন পিতা থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। অন্যদিকে ছাত্রও শিক্ষক থেকে জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হয়।

সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আব্দুল জলিল স্যার তাঁর ছাত্রকে যেভাবে মনেপ্রাণে শিক্ষা দিয়েছিলেন, ফলশ্রুতিতে তেমনই মূল্যায়ন পেয়েছেন। আর তাঁদের মধ্যে সুমধুর সম্পর্কের দিকটিও প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **প্রেক্ষাপট-১ :** আবরার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র। ঈদের ছুটিতে সে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে নিজের সিটে বসে বাড়িতে রওনা হয়। প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে একজন বয়স্ক মহিলা উঠার সাথে সাথে ট্রেনটি ছেড়ে দেয়। আবরার মহিলাকে তার নিজের আসনে বসতে দেয়।

প্রেক্ষাপট-২ : আরকান খাগড়াছড়ি জেলার সীমান্ত এলাকায় বসবাস করে। সীমান্তে প্রায় সময় চোরাচালান সংঘটিত হয়। সে এলাকাবাসীকে নিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আরকান মনে করে ভালো কাজের প্রতি অনুপ্রেরণা ও মন্দ কাজ প্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে না।

ক. আমানত কাকে বলে? ১

খ. "দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই"। ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রেক্ষাপট-১ এ আবরার এর কাজে আখলাকে হামিদার কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রেক্ষাপট-২ এ আরকানের কর্মকাণ্ডটি চিহ্নিতপূর্বক তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত কারও নিকট কোনো অর্থসম্পদ কিংবা কোনো তথ্য কিংবা অন্যকিছু গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়।

খ অমুসলিম সম্প্রদায়কে তাদের ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দিতে হবে। তাদের ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যাবে না। ধর্ম পালনে তাদের বাধা দেওয়া যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ অর্থ : "তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৬)

ধর্মীয় স্বাধীনতা দানের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। এ জন্য তাদের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়, অত্যাচার করা যাবে না, তাদের সম্পদ দখল করা যাবে না। বরং তাদের জান-মাল-ইজ্জত সংরক্ষণ করতে হবে।

গ প্রেক্ষাপট-১ এ আবরার এর কাজে আখলাকে হামিদার 'নারীর প্রতি সম্মানবোধ' গুণটি ফুটে উঠেছে।

ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। মহানবি (স.) তাঁর কথা ও কাজ-এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। রাসুল (স.)-এর আমলে গোটা বিশ্বে নারীদের কোনো সম্মান ও মর্যাদা ছিল না। তারা ছিল ভোগ্যপণ্যের ন্যায় এবং পুরুষদের ক্রীতদাসী বা যৌনদাসী। রাসুল (স.)-ই সর্বপ্রথম তাদের মায়ের মর্যাদা দিলেন। রাসুল (স.) ঘোষণা করলেন, 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর হকের পরেই মায়ের হক এবং মায়ের হক পিতার হকের তিনগুণ।' তিনি বাস্তবে তা করলেন। হযরত হালিমা (রা.)-কে যেভাবে তিনি সম্মান দিয়েছেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। তিনি কন্যাসন্তানকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করলেন। স্ত্রী ও দাসীদের সুনির্দিষ্ট মর্যাদা ঘোষণা করলেন। বিবাহের মাধ্যমে পবিত্র জীবনযাপনের পদ্ধতি বলে দিলেন। পুরুষ জাতিকে স্ত্রীদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করার জন্য এবং তাদের খোরপোষের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে সম্পদের উত্তরাধিকারী বানালেন এবং সম্পদে তাদের প্রাপ্য অংশ ঘোষণা করলেন। এমনিভাবে রাসুল (স.) নারীদের সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করলেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আবরার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র। ঈদের ছুটিতে সে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে নিজের সিটে বসে বাড়িতে রওনা হয়। প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে একজন বয়স্ক মহিলা উঠার সাথে সাথে ট্রেনটি ছেড়ে দেয়। আবরার মহিলাকে তার নিজের আসনে বসতে দেয়। তার এ কাজে নারী জাতিকে সম্মান দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আবরার রাসুল (সা.)-এরই অনুসরণ করেছেন।

ঘ প্রেক্ষাপট-২ এ আরকানের কর্মকাণ্ডটি আখলাকে হামিদার দেশপ্রেমের অন্তর্ভুক্ত। যার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

স্বদেশ তথা নিজ দেশ বা মাতৃভূমির প্রতি মায়া-মমতা, আকর্ষণই হলো স্বদেশপ্রেম। স্বদেশপ্রেম একটি অনুভূতির বিষয়। ব্যক্তির নিজের কাজ ও সেবার দ্বারা দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা যায়। দেশের স্বার্থে কাজ করার দ্বারা দেশপ্রেম প্রমাণিত হয়। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার কাজ করা, জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখা, দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে কাউকে সাহায্য না করা, দেশের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, দেশের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করা, দেশের মানুষকে ভালোবাসা ও তাদের জন্য কাজ ইত্যাদি দেশপ্রেমের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। উদ্দীপকের আরকান এলাকার জনগণকে সংগঠিত করে চোরাকারবারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এতে দেশের ও জনগণের স্বার্থ রক্ষা হয়েছে। কাজেই তাদের কর্মকাণ্ড স্বদেশপ্রেম হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আরকান খাগড়াছড়ি জেলার সীমান্ত এলাকায় বসবাস করে। সীমান্তে প্রায় সময় চোরাচালান সংঘটিত হয়। সে এলাকাবাসীকে নিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আরকান মনে করে ভালো কাজের প্রতি অনুপ্রেরণা ও মন্দ কাজ প্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে না। আরকান ও এলাকাবাসীর কর্মটি তাদের দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে, যা তাৎপর্যপূর্ণ। দেশপ্রেমিক ব্যক্তি দেশের সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষায় শুধু কাজ করেই ক্ষ্যান্ত হন না, তারা এর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেও পিছপা হন না। হামিদ ও রতনের বক্তব্যে এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আরকান ও এলাকাবাসীর কর্মটি স্বদেশপ্রেম হিসেবে চিহ্নিত। আর দেশপ্রেমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

প্রশ্ন ▸ ০৯ জারিন ও মারিয়ার মধ্যে ঝগড়া হয়। শিক্ষক ঘটনা জিজ্ঞাসা করলে ঝগড়ার সময় উপস্থিত মালিহা কোনো পরিবর্তন না করে প্রকৃত ঘটনা অবিকল বর্ণনা করে। এতে জারিন তার উপর অসন্তুষ্ট হয়। জারিন মালিহার অগোচরে তার নামে কুৎসা রটনা করে। এতে মালিহা কষ্ট পায়।

ক. শালীনতা কী? ১

খ. প্রতারণা বর্জন করতে হবে কেন? ২

গ. মালিহার কাজে পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জারিনের কাজটি চিহ্নিত করে এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলে।

খ প্রতারণা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি মিথ্যাচারের শামিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা মিথ্যা অপেক্ষাও জঘন্য। কেননা প্রতারণা করার দ্বারা দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। সুতরাং সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে প্রকৃত মুমিন নয়।

রাসুলুল্লাহ (স.) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (তিরমিযি)

ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-ব্যবহার ও আর্থ-সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে কোনো অবস্থাতেই প্রতারণা জায়েজ নয়।

গ মালিহার কাজে পাঠ্যবইয়ের আখলাকে হামিদার 'সত্যবাদিতা' বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

সাধারণভাবে সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলা হয়। সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ আস-সিদক। এটি মানবজীবনের একটি মহৎ বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপকে মালিহার মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যটি উৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জারিন ও মারিয়ার মধ্যে ঝগড়া হয়। শিক্ষক ঘটনা জিজ্ঞাসা করলে ঝগড়ার সময় উপস্থিত মালিহা কোনো পরিবর্তন না করে প্রকৃত ঘটনা অবিকল বর্ণনা করে। এতে জারিন তার উপর অসন্তুষ্ট হয়। মালিহা এ কাজটি সত্যবাদিতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এভাবে বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় প্রকাশ করাই হলো সিদক বা সত্যবাদিতা। অর্থাৎ কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি ছাড়া হুবহু বা অবিকল বর্ণনা করাই হলো সিদক।

সুতরাং বলা যায়, মালিহার কাজে সত্যবাদিতা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ জারিনের কাজটি আখলাকে যামিমার 'গিবত' এর অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

গিবত আরবি শব্দ; যার অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, অনুপস্থিতিতে দুর্নাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে। প্রচলিত অর্থে অনুপস্থিতিতে কারও দোষ বলাকে গিবত বলে। যা জারিনের কর্মে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জারিন মালিহার অগোচরে তার নামে কুৎসা রচনা করে। এতে মালিহা কষ্ট পায়। এ কাজকে ইসলামি শরিয়তে গিবত বলে, যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'গিবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক।' আল্লাহ গিবত করা সম্পর্কে কঠোর বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'তোমরা একে অন্যের গিবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে ভালোবাস? না, তোমরা তা অপছন্দ কর।' অর্থাৎ মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার ন্যায় জঘন্য অপরাধ হচ্ছে গিবত করা। গিবতের কারণে সমাজের মানুষের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়। সামাজিকভাবে ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদি সকলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বান্দা যখন গিবত করে তখন তার অনেক নেক আমল ধ্বংস হতে থাকে। ফলে তার পরকালীন জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী গিবতকারীর ইবাদত কবুল হয় না। এটি কবীরা গুনাহ। তাওবা ব্যতীত গিবতের গুনাহ মাফ হয় না। গিবতের অনিবার্য পরিণতি হলো জাহান্নাম।

পরিশেষে বলা যায়, গিবত একটি জঘন্য অপরাধ। আমাদের ইহকাল ও পরকালের স্বার্থে গিবত পরিহার করা উচিত।

প্রশ্ন ▸ ১০ মাসুম দ্রবণ, পরিশ্রবণ, পদার্থের তরলীকরণ, বাষ্পীকরণ, গলানো পদ্ধতির আবিষ্কারক এর গবেষণাকর্ম দেখে অবাক হয়ে যায়। উক্ত আবিষ্কারক একটি শাস্ত্রকে পরিপূর্ণতা দান করেন। আর সিয়াম সমীকরণ, ত্রিকোণমিতি, অ্যালগরিদম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেন।

ক. আস-সাবউল মুআল্লাকাত কী? ১

খ. কাকে এবং কেন হুজ্জাতুল ইসলাম বলা হয়? ২

গ. মাসুম কোন মনীষীর আবিষ্কার কর্ম দেখছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সিয়ামের পঠিত বিষয়ে মুসলিমদের অবদান তুলে ধরে ব্যাখ্যা কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১১ আজিমপুর ইউনিয়নের কাজীপাড়া ও চৌধুরীপাড়ার লোকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ প্রায়ই লেগে থাকে। সম্প্রতি ক্রিকেট খেলার হার-জিতকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত হয়। উক্ত ইউনিয়নের উদীয়মান যুবক হাসান এলাকায় শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেন। সে ইউনিয়নের কতিপয় যুবক সদস্যদের নিয়ে একটি কল্যাণ পরিষদ গঠন করেন। অন্যদিকে জামান এমন একজন খলিফার নাম উল্লেখ করেন যিনি ছিলেন শৌর্য-বীর্য, অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তার নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হয়।

ক. আইয়্যামে জাহেলিয়াত কী? ১

খ. ইসলামের ত্রাণকর্তা কাকে এবং কেন বলা হয়? ২

গ. জামান কোন খলিফার নাম উল্লেখ করেছেন? বুঝিয়ে দাও। ৩

ঘ. হাসানের কল্যাণ পরিষদ গঠনের বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? গঠিত সংঘটি সে সমাজে কীভাবে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের লোকেরা নবি ও রাসুলদের শিক্ষা ভুলে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। তাই সে যুগকে আইয়্যামে জাহিলিয়্যা বলে।

খ মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম রাষ্ট্রে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব মোকাবেলা করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন। এছাড়াও ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিয শাহাদাতবরণ করেন। এতে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিলে হযরত আবু বকর (রা.) পবিত্র কুরআনকে একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করায় তাঁকে ইসলামের 'ত্রাণকর্তা' বলা হয়।

গ জামান ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

হযরত আলি (রা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে তার চরিত্রে অসংখ্য মহৎ গুণাবলির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। হযরত আলি (রা.) শৌর্য-বীর্য ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে বিশ্বাসী ছিলেন। যাতে উদ্দীপকের আদর্শ পুরুষ হযরত আলি (রা.)-এর জীবনাদর্শের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জামান এমন একজন খলিফার নাম উল্লেখ করেন যিনি ছিলেন শৌর্য-বীর্য, অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তার নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হয়। যা হযরত আলি (রা.)-এর সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হতো। বদর ও খায়বারের যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি মহানবি (স.)-এর কাছ থেকে যুলফিকার তরবারি ও আসাদুল্লাহ উপাধি পান। জ্ঞান সাধনায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তিনি হাদিস, তাফসির আরবি সাহিত্য ও আরবি ব্যাকরণে যুগসেরা পণ্ডিত ছিলেন। হযরত আলি (রা.) সারাজীবন জ্ঞান সাধনা ও ইসলাম সমুন্নত করণে ভূমিকা পালন করায় সম্পদ উপার্জনের সময় পাননি। তিনি অনাড়ম্বর ও সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জন করতেন। তিনি মুসলিম বিশ্বের ও ইসলামের চতুর্থ খলিফা হওয়া সত্ত্বেও তার বাসায় কোনো কাজের লোক ছিল না। তার স্ত্রী হযরত ফাতেমা (রা.) নিজ হাতে জাঁতা পিষে গম গুঁড়ো করে রুটি তৈরি করতেন এবং তা সপরিবারে খেতেন। আর্থিক দুরবস্থার ফলে তারা প্রায়ই না খেয়ে থাকতেন।

পরিশেষে বলা যায়, সাহসিকতা, বীরত্ব, জ্ঞানচর্চা, আত্মসংযম ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের মতো অনেক মহৎ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন হযরত আলি (রা.)।

ঘ হাসানের কল্যাণ পরিষদ গঠনের বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসে হজরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'হিলফুল ফুযুল' নামক শান্তি সংঘ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হারবুল ফিজারের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ যুদ্ধে বহু মানুষ আহত ও নিহত হন। তাতে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে ওঠে। শান্তিকামী মানুষ হিসেবে এ অশান্তি দূর করতে তিনি যুবকদের নিয়ে হিলফুল ফুযুল গঠন করেন। যা হাসানের ক্ষেত্রেও প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আজিমপুর ইউনিয়নের কাজীপাড়া ও চৌধুরীপাড়ার লোকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ প্রায়ই লেগে থাকে। সম্প্রতি ক্রিকেট খেলার হার-জিতকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত হয়। উক্ত ইউনিয়নের উদীয়মান যুবক হাসান এলাকায় শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেন। সে ইউনিয়নের কতিপয় যুবক সদস্যদের নিয়ে একটি কল্যাণ পরিষদ গঠন করেন। উদীয়মান যুবক হাসানের এ উদ্যোগকে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিফলন হিসেবে উল্লেখ করা যায়। কেননা হিলফুল ফুযুলের উদ্দেশ্য ছিল আর্তের সেবা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে গোত্রে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখা। বর্তমান বিশ্বের জাতিসংঘসহ বিভিন্ন শান্তিসংঘ তাই অনেকাংশে হিলফুল ফুযুলের কাছে ঋণী।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় হিলফুল ফুযুলের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সিলেট বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **'কুল্লিয়াত' নামক চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা কে?**
ⓚ ইবনে সীনা ⓚ ইবনে রুশদ ⓖ আল-কিন্দি ⓖ আল-বিরুনী

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
নারায়ণগঞ্জের ওয়াহিদ রেজা মনে করেন কাশি ও হাঁপানী রোগের প্রতিকারে ফেনসিডিল পান করা আদৌ কোনো পাপ নয়। কেননা, জীবন রক্ষা করা ইসলামের-ই বিধান।

২. **জনাব ওয়াহিদ রেজার চিন্তাধারায় ইসলামে নিষিদ্ধ কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে?**
ⓚ কুফর ⓚ শিরক ⓖ নিফাক ⓖ খিয়ানত

৩. **জনাব ওয়াহিদ রেজার এ ধরনের চিন্তা মনে লালন করার ফলে মানব সমাজে–**
i. পাপাচার বৃদ্ধি পাবে
ii. অনৈতিকতার প্রসার ঘটবে
iii. বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৪. **বোখারি শরিফের হাদিস সংখ্যা কত?**
ⓚ ৬৬৬৬ ⓚ ৬২৩৭ ⓖ ৭১৭৫ ⓖ ৬০,০০০
বি.দ্র. : এখানে সঠিক সংখ্যাটি নেই। সঠিক সংখ্যা হলো ৭২৭৫।

৫. **কোনটি মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত?**
ⓚ সততা ⓚ ভ্রাতৃত্ববোধ ⓖ শালীনতা ⓖ নৈতিকতা

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
থাইল্যান্ডের সুস্থ-সবল মুসলিম নাগরিক ফাতিমা হেরতী সৌদি আরবে হজে গিয়ে সুষ্ঠুভাবে সকল বিধি-বিধান পালন করলেও জ্বরের কারণে তিনি ৯ জিলহজ আরাফা ময়দানে অবস্থান করতে পারেননি।

৬. **তিনি হজের কোন ধরনের বিধানটি পালন করতে অপারগ হন?**
ⓚ মুস্তাহাব ⓚ সুন্নাত ⓖ ওয়াজিব ⓖ ফরজ

৭. **এমতাবস্থায় তার করণীয় হলো–**
ⓚ অতিরিক্ত কুরবানী করা ⓚ বদলী হজ করা
ⓖ পুনরায় নিজে হজ করা ⓖ ওমরাহ করা

৮. **কর্মবিমুখতার অন্যতম কুফল হলো–**
i. সমাজে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি
ii. কর্মক্ষমতা লোপ পাওয়া
iii. পরনির্ভরশীলতার মানসিকতা সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৯. **ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একজন তাবেঈ ছিলেন। তার নিজস্ব বাণী, কাজ ও মৌন সম্মতিও হাদিস হিসেবে বিবেচিত। সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের হাদিসকে কী বলা হয়?**
ⓚ ফারফু হাদিস ⓚ মাওকুফ হাদিস ⓖ মাকতু হাদিস ⓖ তাকরিরী হাদিস

☐ **নিচের ডায়াগ্রামটি দেখে প্রশ্নচিহ্নিত স্থানের বিষয়টির উত্তর দাও :**

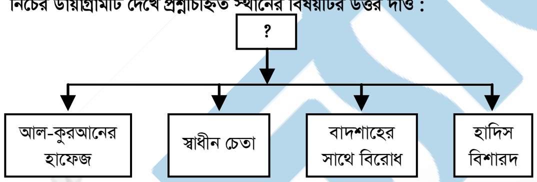

১০. **প্রশ্ন "?" চিহ্নিত স্থানের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কে?**
ⓚ ইমাম তিরমিযি (রহ.) ⓚ ইমাম নাসাঈ (রহ.)
ⓖ ইমাম মুসলিম (রহ.) ⓖ ইমাম বুখারি (রহ.)

১১. **বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনার সুফল হলো–**
i. দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়
ii. জাতি দ্বন্দ্ব-কলহ থেকে মুক্তি পায়
iii. মানুষের নৈতিক গুণাবলি বিকশিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

☐ **নিচের ডায়াগ্রামটি দেখে প্রশ্নচিহ্নিত স্থানের বিষয়টির উত্তর দাও :**

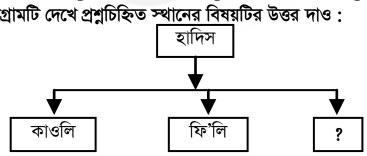

১২. **প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানের উত্তর কোনটি?**
ⓚ মারফু ⓚ মাওকুফ ⓖ তাকরিরি ⓖ কুদসি

১৩. **আরাফা ময়দানে মহানবি (সা.) এর যুগান্তকারী বিদায় হজের ভাষণে "মানব জীবন ও সম্পদ পরস্পরের নিকট পবিত্র"– ঘোষণা করায় কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?**
ⓚ আমানত রক্ষা ⓚ সদ্ব্যবহার করা
ⓖ রক্তপাত বন্ধ ⓖ সাম্য সৃষ্টি

১৪. **অফিস-আদালতে ঘুষের প্রচলনের ফলে–**
i. সমাজে মিথ্যাচার বৃদ্ধি পায়
ii. মানবিক বৈশিষ্ট্য লোপ পায়
iii. লোভ-লালসার প্রসার ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৫. **কোন ইবাদতটি মানব মনে আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি করে?**
ⓚ সালাত ⓚ সাওম ⓖ জাকাত ⓖ হজ

১৬. **ইমানের সর্বপ্রধান বিষয় কোনটি**
ⓚ তাওহিদ ⓚ রিসালাত ⓖ শরিয়াত ⓖ আখিরাত

১৭. **'জিহাদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?**
ⓚ রক্তপাত করা ⓚ তাণ্ডবলীলা ⓖ সংগ্রাম ⓖ পরিশ্রম

১৮. **রিসালাতের শিক্ষা মানুষকে–**
i. শান্তি ও শৃঙ্খলার দিকে পরিচালনা করে
ii. সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনে উৎসাহ জোগায়
iii. সৌহার্দ ও সম্প্রীতির প্রতি আকৃষ্ট করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৯. **স্বপ্নযোগে মহান আল্লাহর নিকট থেকে পাওয়া প্রত্যাদেশ মহানবি (সা.) এর ভাষায় ব্যক্ত হাদিসকে কী বলা হয়?**
ⓚ মারফু হাদিস ⓚ হাদিসে কুদসি
ⓖ তাকরিরি হাদিস ⓖ কাওলি হাদিস

২০. **'ইবাদত' মানুষকে ধাবিত করে–**
i. বিনয় প্রকাশের প্রতি
ii. আত্মার পরিশুদ্ধতার প্রতি
iii. আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জনের প্রতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২১ ও ২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :**
গয়েশপুর ইউনিয়নের নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান জনাব হোসেনের সাথে প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী জনাব মন্ডল নির্বাচনে হেরে যান। পরবর্তীতে তিনি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে জনগণের নিকট বলে বেড়ান যে, "ভোটে কারচুপি করে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি বয়স্কভাতা নিজ ইচ্ছেমাফিক বরাদ্দ দিচ্ছেন। এতে নীতিবান চেয়ারম্যানের মনে প্রচন্ড আঘাত লাগে।"

২১. **জনাব মন্ডলের প্রচারণায় ইসলামের কোন নিষিদ্ধ বিষয়টি প্রকাশ পায়?**
ⓚ ফিতনা ⓚ গিবত ⓖ মিথ্যা ⓖ হিংসা

২২. **জনাব মন্ডলের এহেন মিথ্যা প্রচারণার পরিণাম হলো–**
i. মহান আল্লাহ তার অপরাধ ক্ষমা করবেন না
ii. তিনি মৃত ভাইয়ের গোশত খেয়েছেন
iii. তিনি রাসুল (সা.) এর উম্মত বলে গণ্য হবেন না
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৩. **কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত মুসলিম উম্মতের পুণ্যবান গবেষকদের ঐক্যমতকে বলা হয়–**
ⓚ শরিয়ত ⓚ মাযহাব ⓖ ইজমা ⓖ কিয়াম

২৪. **অধীনস্ত একজন কর্মচারীর ভুল-ত্রুটি কতবার ক্ষমা করার জন্য পবিত্র ইসলাম শিক্ষা দেয়?**
ⓚ ১০ ⓚ ২০ ⓖ ৫০ ⓖ ৭০

২৫. **সিয়াম সাধনার ফলে সমাজে লোকদের মাঝে সৃষ্টি হয়–**
i. শান্তি-শৃঙ্খলা
ii. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা
iii. আত্মিক উৎকর্ষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৬. **'আস-সাবউল মুআল্লাকাত' কী?**
ⓚ গণিত শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ⓚ রসায়ন বিষয়ক গ্রন্থ
ⓖ আরবি সাহিত্যের গীতি কবিতা ⓖ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ

২৭. **কোনটি মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে?**
ⓚ নাজাফাত ⓚ আমানত ⓖ সিদক ⓖ তাকওয়া

২৮. **ওয়াদা পালন মানব সমাজে–**
i. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে
ii. আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করে
iii. নৈতিক চরিত্র গঠন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৯. **সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য কী?**
ⓚ জান্নাত লাভ ⓚ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন
ⓖ পাপমুক্তি ⓖ বিনয় প্রকাশ

৩০. **আত্মশুদ্ধির ফলে মানুষ–**
i. কু-প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকে
ii. আল্লাহর নিয়ামত যথাযথ ব্যবহার করে
iii. অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। **দৃশ্যকল্প-১ :** বাংলাদেশ সরকার জনাব আমিনকে মিশরে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। তার অন্যতম দায়িত্ব হলো বাংলাদেশ সরকারের পাঠানো বার্তা মিশর সরকারের নিকট যথাযথভাবে পৌছে দেয়া।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব 'ক' ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনায় মুখর। তিনি সুদকে হারাম মানতে রাজি নয়। তিনি মনে করেন, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সুদ অপরিহার্য। তার সম্পর্কে জানতে পেরে মসজিদের সম্মানিত ইমাম বলেন, "এ ধরনের চিন্তার কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।"

ক. ঈমান কি? ১
খ. আসমানি কিতাবে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. জনাব আমিনের দায়িত্ব আকাইদের কোন বিষয়ের সাথে তুলনীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত সম্মানিত ইমামের বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২। জনাব 'ম' বাহ্যিকভাবে মুসলিম হলেও অন্তরে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধিতা লালন করেন। একদিন তার বন্ধু একটি ছাগল ক্রয় করে এবং সেটা কোনো এক মাজারে নিয়ে পীরের নামে জবাই করে। তার কার্যক্রম সম্পর্কে জনাব 'ন' বলেন "এ ধরনের কাজের কুফল অত্যন্ত জঘন্য।"

ক. শাফআত কী? ১
খ. দুনিয়াকে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র বলা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'ম' এর চরিত্রে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ন' এর মন্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৩। জনাব আতিক ঈদের দিন জামাআতের সাথে ঈদগাহে দুই রাকাত বিশেষ সালাত আদায় করলেন। সালাতরত অবস্থায় তার মোবাইলের রিংটোন বেজে উঠলে তিনি তা বন্ধ করে দেন। সালাত শেষে তার ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল এভাবে তার সালাত শুদ্ধ হবে কি না। তখন তিনি বললেন, এ ব্যাপারে সকল আলেমের ঐকমত্য রয়েছে। আর আলেমদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয়ের উপর আমল করার বৈধতা ইসলামে রয়েছে।

ক. ফরজে কিফায়া কাকে বলে? ১
খ. "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আতিকের আদায়কৃত বিশেষ সালাত শরিয়তের বিধিবিধান সংক্রান্ত পরিভাষার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত "আলেমদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয়ের উপর আমল করার বৈধতা ইসলামে রয়েছে"– কথাটির যথার্থতা নিরূপণ কর ইসলামি শরিয়তের আলোকে। ৪

৪। জনাব তোহা নিয়মিত সালাত আদায় করেন, হালাল জীবিকার জন্য বিভিন্ন দপ্তরে চাকরির আবেদন করেন। কয়েকটি পরীক্ষায় ভাইভাতে গিয়ে বাদ পড়ায় হতাশ হয়ে পড়েন। তার বাবা বলেন আল কুরআনে উল্লেখ আছে– "নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।" তোহা সাহেব মসজিদে নামাজ শেষে ইমাম সাহেবকে নিজের কষ্টের কথা বলেন। ইমাম সাহেব তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- আপনি হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধারণ করুন। কেননা হাদিসে মুমিনের সকল কাজকে বিস্ময়কর বলা হয়েছে।

ক. সনদ কাকে বলে? ১
খ. মহানবি (সা.) হাদিস লিখতে নিষেধ করেছেন কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. জনাব তোহার বাবা কর্তৃক উল্লিখিত আল কুরআনের উদ্ধৃতিটি কোন সূরার অন্তর্গত? তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। রাফি বলল, সমাজ থেকে সুদ উচ্ছেদ করার উপায় কী? আসাদ কুরআন মাজিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলে– "ধনীদের সম্পদে দরিদ্র ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।" (সূরা আয্ যারিয়াত) এ আয়াতের বাস্তবায়ন করতে পারলেই সুদী কারবার বন্ধ হয়ে যাবে। অন্যদিকে মুসফিক বলে- মহান আল্লাহর একটি ইবাদত রয়েছে যা নির্দিষ্ট এক মাসের প্রশিক্ষণ। যার প্রতিদান আল্লাহ পাক নিজ হাতে দিবেন। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুদী কারবারসহ অনৈতিক কাজকর্মও বন্ধ হবে। এ ব্যাপারে তার শিক্ষক বললেন– "এই ইবাদতের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।"

ক. 'হাককুল্লাহ' কী? ১
খ. সালাতকে ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী বলা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. আসাদ কোন ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের মন্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৬। জনাব 'ল' একজন শিল্পপতি। তিনি তার কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের বেতন-বোনাস যথাসময়ে দেন না। তার বন্ধু বেলাল সাহেব একটি নির্দিষ্ট দেশে বিশেষ একটি ইবাদত পালনের জন্য যান। সেখানে তিনি সিরিয় মিশরিয়, মালয়েশিয়ান কয়েকজনের সাথে পরিচিত হন। তিনি তাদের সাথে মাঝে মাঝে মোবাইলে যোগাযোগ রাখেন। মাওলানা সিরাজ সাহেব বলেন, এই ইবাদতটি বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক. দ্বীনি ইলম কাকে বলে? ১
খ. হাদিসে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদকে সবচেয়ে বড় জিহাদ বলা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. জনাব 'ল' ইসলামের কোন বিষয়টি লঙ্ঘন করেছেন? তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বেলাল সাহেবের ইবাদতটি চিহ্নিত করে মাওলানা সিরাজ সাহেবের বক্তব্যের যৌক্তিকতা নির্ণয় কর। ৪

৭। কলিমুল্লাহকে তার বড় ভাই একটি কোম্পানিতে চাকরি দেয়। কিছুদিন পর সে ঐ চাকরি ছেড়ে দেয়। সে বাড়িতে অলস সময় কাটাচ্ছে এখন। তার বন্ধু মান্না জাল টাকার ব্যবসা করে। সে ভালো তেলের সাথে খারাপ তেল মিশিয়ে বিক্রি করে এবং ওজনে কম দেয়। ইমাম সাহেব তার কর্মকান্ড দেখে বলেন– "এ ধরনের কর্মকাণ্ড বর্জন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য জরুরি।"

ক. সুদ কী? ১
খ. হিংসাকে দ্বীনের ধ্বংসকারী রোগ বলা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. কলিমুল্লাহর কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমাহর যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইমাম সাহেবের মন্তব্য কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। সম্প্রতি বন্যার পানিতে ফেনি, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও কুমিল্লা জেলা প্লাবিত হয়েছে। বন্যকবলিত মানুষকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এগিয়ে এসেছে। ক, খ ও গ তিন বন্ধু। তারা বন্যকবলিত মানুষকে সাহায্য করার জন্য একটি তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেয়। লোকজন তাদেরকে বিশ্বাস করে বন্যাকবলিত মানুষের জন্য তাদের কাছে প্রচুর অর্থ প্রদান করে। তারা সেখান থেকে কিছু টাকা বন্যকবলিত মানুষের জন্য খরচ করে আর কিছু টাকা আত্মসাৎ করে। তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইমাম সাহেব বলেন, "তারা আখলাকে হামিদাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লঙ্ঘন করেছে, ইসলামে যার গুরুত্ব অপরীসীম।"

ক. শালীনতা কী? ১
খ. তাকওয়া অর্জনকারী আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মানিত কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের আচরণে আখলাকে হামিদাহর কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইমাম সাহেবের বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৯। **দৃশ্যপট-১ :** জনাব 'ফ' তার বাবার সম্পত্তি বণ্টনের সময় বলেন বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে, তাই বাবার সম্পত্তি থেকে তাদেরকে দেয়া জরুরি নয়। তার মেয়ে লেখাপড়ায় খুবই ভালো। সে একজন ডাক্তার হতে চায়। কিন্তু তার মা বলেন, মেয়েদের এতো পড়া-লেখার দরকার নেই।

দৃশ্যপট-২ : মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন তুমি তোমার হাত গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে। (সূরা বনি ইসরাইল)

ক. ফিতনা-ফাসাদ কাকে বলে? ১
খ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কেন বজায় রাখা জরুরি? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. জনাব 'ফ' ও তার স্ত্রীর মনমানসিকতা আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টির পরিপন্থি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যপট-২ এ উল্লিখিত আয়াত দ্বারা আখলাকে হামিদার যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ইসলামে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। মাওলানা ইমরান অল্প বয়সেই কুরআনে হাফেজ হন। তিনি তাফসির, হাদিস পর্যালোচনা করে ইস্তেখারার মাধ্যমে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। যা পবিত্র কুরআনের পর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের দাবিদার। তার ভাই এমদাদ সাহেব এলাকার মসজিদ নির্মাণে জমি দান করেন। বিশুদ্ধ পানির জন্য গভীর নলকূপ বসান। বন্যায় দুর্গত এলাকায় খাদ্য-বস্ত্র বিতরণ করেন। মসজিদের খতিব সাহেব বিষয়টি জানতে পেরে বলেন– "এমদাদ সাহেব একজন খলিফার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। যিনি সর্বকালের সম্পদশালী লোকদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।"

ক. কুতুবে হানাফিয়্যা কী? ১
খ. ইমাম গাযালি (রহ.) কে হুজ্জাতুল ইসলাম বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মাওলানা ইমরান সাহেবের সাথে কোন মনীষীর সাদৃশ্য রয়েছে? হাদিসশাস্ত্রে তার অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খতিব সাহেবের বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১১। জনাব হাসিব শহরে বসবাস করেন। তার শহরে হত্যা, রাহাজানি, মদ্যপান, জুয়াখেলা, সুদ ও ঘুষ প্রচলিত ব্যাপার। তার শহর সম্পর্কে জনাব আদিব বলেন, এই শহরে এমন একজন মেয়র নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন যিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফার আদর্শ ধারণ করেন।

ক. আল কানুন ফিত-তিব্ব কী? ১
খ. জাবির ইবনে হাইয়ানকে রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা কেন? ২
গ. জনাব হাসিবের শহরের সাথে আদর্শ জীবনচরিত অধ্যায়ের যে সময়ের মিল রয়েছে, তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আদিবের বক্তব্য কি তুমি সমর্থন কর। তোমার মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

উত্তরমালা (সিলেট বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	খ	২	ক	৩	ঘ	৪	গ	৫	ঘ	৬	ঘ	৭	গ	৮	ঘ	৯	গ	১০	ঘ	১১	ঘ	১২	গ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	খ
	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ঘ	২১	খ	২২	ক	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	খ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ **দৃশ্যকল্প-১ :** বাংলাদেশ সরকার জনাব আমিনকে মিশরে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। তার অন্যতম দায়িত্ব হলো বাংলাদেশ সরকারের পাঠানো বার্তা মিশর সরকারের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়া।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব 'ক' ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনায় মুখর। তিনি সুদকে হারাম মানতে রাজি নয়। তিনি মনে করেন, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সুদ অপরিহার্য। তার সম্পর্কে জানতে পেরে মসজিদের সম্মানিত ইমাম বলেন, "এ ধরনের চিন্তার কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।"

ক. ঈমান কি? ১

খ. আসমানি কিতাবে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. জনাব আমিনের দায়িত্ব আকাইদের কোন বিষয়ের সাথে তুলনীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত সম্মানিত ইমামের বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে।

খ ইমানের সাতটি মৌলিক বিষয়ের একটি হওয়ায় আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করা জরুরি।

আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণীসমষ্টি আসমানি কিতাব নামে পরিচিত। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা এসব কিতাব নাজিল করেছেন। আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন না করলে প্রকৃত মুমিন হওয়া যায় না। কেননা আসমানি কিতাবগুলোর মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ তায়ালা, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, পরকাল ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পেরেছে। কেউ যদি আসমানি কিতাবসমূহে বর্ণিত কোনো বিষয়ে অবিশ্বাস করে তবে সে প্রকৃতপক্ষে ইমানের অন্যান্য বিষয়কেও অস্বীকার করে। তাই ইমানের পরিপূর্ণতার জন্য আসমানি কিতাবে বিশ্বাস রাখতে হবে।

গ উদ্দীপকের জনাব আমিনের দায়িত্ব আকাঈদের রিসালাত বিষয়টির সাথে তুলনীয়।

নবুয়ত ও রিসালাতের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, পরিচয় ও গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞানদান করা। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের দিকে পরিচালনা করা। সর্বোপরি ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও সফলতার দিক নির্দেশনা প্রদান করা। নবুয়ত ও রিসালাতের চেতনা মানুষের মধ্যকার সমস্ত খারাপ অভ্যাস, অশ্লীলতা ও মন্দ কর্মের চর্চা দূর করে দেয়। মানুষ সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনে উৎসাহিত হয়। উত্তম চরিত্র ও নৈতিক আচার-আচরণে উদ্বুদ্ধ হয়। এভাবে নবুয়ত ও রিসালাতের শিক্ষায় মানুষ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়।

নবি-রাসুলগণ ছিলেন নিষ্পাপ। তাঁরা ছিলেন সকল সৎগুণের অধিকারী। উত্তম চরিত্রের নমুনা ছিল তাঁদের জীবনচরিত। কোনোরূপ অন্যায়, অনৈতিক ও অশ্লীল কাজকর্ম তাঁদের চরিত্রে কখনোই ছিল না। বরং সর্বাবস্থায় নীতি ও নৈতিকতার আদর্শ রক্ষা করাই ছিল তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ অর্থাৎ, 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা আল-আহযাব : আয়াত- ২১)

বস্তুত নবি-রাসুলগণ ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের জীবনী ও শিক্ষা আমাদের জন্য আদর্শ। রাসুলুল্লাহ (স) বলেন, 'আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।' (ইবনে মাজাহ)

উদ্দীপকে জনাব আমিন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বার্তা মিশর সরকারের নিকট পাঠান যা আকাইদের রিসালাত বিষয়টির সাথে তুলনায়।

ঘ ইসলামের দৃষ্টিতে জনাব 'ক'-এর মনোভাব কুফরের অন্তর্ভুক্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম সাহেবের বক্তব্য যথার্থ।

কুফর শব্দের অর্থ– অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকেই কুফর বলা হয়। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে– আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণাবলিকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা, ইমানের মৌলিক সাতটি বিষয়কে অস্বীকার করা, ইসলামের মৌলিক ইবাদতকে অস্বীকার করা, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা, ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অনুকরণ করা, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা প্রভৃতি। এগুলোর মধ্যে জনাব 'ক'-এর মানসিকতায় হারামকে হালাল মনে করার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়, যার কুফল এবং পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

জনাব 'ক' মদ, জুয়া, সুদ-ঘুষ ইত্যাদিকে অবৈধ মনে করে না। তার এরূপ মনোভাব কুফরের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে বৈধ মনে করে। তার এ মনোভাব জেনে তার এলাকার ইমাম সাহেব বলেন, এর ফলে দুনিয়াতে অনৈতিকতার প্রসার ঘটবে এবং তাকে অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে যারা কুফরি করবে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় স্থানেই তাদেরকে করুণ পরিণতি বরণ করতে হবে। কুফর মানবসমাজে পাপাচার বৃদ্ধি করে এবং অনৈতিকতার প্রসার ঘটায়। কাফিরদের কাছে দুনিয়ার জীবনই সবকিছু বলে মনে হয়। তাই তারা হালাল-হারাম, নীতি-নৈতিকতা বিবেচনা না করে যা খুশি তাই করে বেড়ায়। ফলে সমাজে মিথ্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি পাপ কাজ প্রসার লাভ করে। এ ধরনের কাজের জন্য কাফিররা জাহান্নামে অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ বলেন, 'যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৩৯)

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, জনাব 'ক'-এর মনোভাবে কুফরির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এর ফলাফল অত্যন্ত মারাত্মক। তাই এ সম্পর্কিত ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০২ জনাব 'ম' বাহ্যিকভাবে মুসলিম হলেও অন্তরে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধিতা লালন করেন। একদিন তার বন্ধু একটি ছাগল ক্রয় করে এবং সেটা কোনো এক মাজারে নিয়ে পীরের নামে জবাই করে। তার কার্যক্রম সম্পর্কে জনাব 'ন' বলেন "এ ধরনের কাজের কুফল অত্যন্ত জঘন্য।"

ক. শাফআত কী? ১
খ. দুনিয়াকে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র বলা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'ম' এর চরিত্রে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ন' এর মন্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে।

খ দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্র।

মানুষ শস্যক্ষেত্রে যেরূপ চাষাবাদ ও পরিচর্যা করে ঠিক সেরূপই ফল লাভ করে। যদি কোনো ব্যক্তি তার শস্যক্ষেত্রের পরিচর্যা না করে তবে সে ভালো ফল লাভ করে না। তদ্রূপ দুনিয়ার কাজকর্মের প্রতিদান আখিরাতে দেওয়া হবে। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে আখিরাতে মানুষ পুরস্কৃত হবে। আর মন্দ কাজ করলে শাস্তি ভোগ করবে। তাই আখিরাত তথা পরকালীন জীবনে সফলতা লাভের জন্যই বলা হয়েছে, 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।'

গ জনাব 'ম' এর চরিত্রে নিফাক প্রকাশ পেয়েছে।

নিফাক শব্দের আভিধানিক অর্থ– ভন্ডামি, কপটতা, প্রতারণা, দ্বিমুখীভাব ইত্যাদি। অন্তরে বিরোধিতা গোপন রেখে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করাই হলো নিফাক। জনাব 'ম'-এর চরিত্র এ বিষয়টিকে ধারণ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব 'ম' বাহ্যিকভাবে মুসলিম হলেও অন্তরে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধিতা লালন করেন। অর্থাৎ জনাব 'ক' অস্বীকার করে, মিথ্যা বলে এবং আমানতের খিয়ানত করে। আর এ তিনটি বৈশিষ্ট্যই মুনাফিকদের মধ্যে বিদ্যমান। মহানবি (সা.) বলেন, 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোনো কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয়, তখন তার খিয়ানত করে (সহিহ বুখারি)। এ ধরনের ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার কারণে নানা ধরনের অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। পার্থিব লোভ-লালসা ও স্বার্থ রক্ষায় তারা মানুষের সব ধরনের অকল্যাণ করতে পারে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পরকালীন জীবনে মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-১৪৫)

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, জনাব 'ম'-এর কাজটি হলো নিফাকের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ধরনের কাজের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ন'-এর মন্তব্যের যথার্থতা রয়েছে।

শিরক শব্দের অর্থ– অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়– মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। জনাব 'ম' এর বন্ধুর কাজটিতে শিরকের দিকটিই প্রকাশ পেয়েছে। যা ক্ষমার অযোগ্য পাপ।

আলোচ্য উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব 'ম' এর এক বন্ধু একটি ছাগল ক্রয় করে এবং সেটা কোনো মাজারে নিয়ে পীরের নামে জবাই করে। যা শিরকের শামীল। তার এ কার্যক্রম সম্পর্কে জনাব 'ন' বলেন এ ধরনের কাজের কুফল অত্যন্ত জঘন্য। জনাব 'ম'-এর বন্ধুর কাজে পুরোপুরি শিরক প্রকাশ পেয়েছে, যা ক্ষমার অযোগ্য পাপ। এতে ইমান চলে যাওয়ার উপক্রম দেখা দেয়। কারণ শিরকের অপরাধ যে কত জঘন্য সে সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেন– إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, এতদ্ব্যতীত যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৪৮)

উদ্দীপকে জনাব 'ম' এর বন্ধু পীরকে ভালো করার মালিক মনে করে। অথচ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ রোগমুক্ত করার ক্ষমতা রাখে না। এমর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর যখন আমি অসুস্থ হই, তিনিই আরোগ্য দান করেন।'

শিরক যে অমার্জনীয় অপরাধ শুধু তাই নয়; বরং এতে আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষের অমর্যাদাও করা হয়। মানুষকে আল্লাহ পাক তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। মানুষকে এমন সব গুণ দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা সে অন্যসব সৃষ্টিকে বশে এনে নিজের কাজে ব্যবহার করতে সক্ষম; কিন্তু মুশরিক ঐসবের সামনে মাথা নত করে। এভাবে নিজের মর্যাদাহানির জন্য সে নিজেই দায়ী। শিরকের মাধ্যমে মানবসমাজে বিবাদ ও বিভেদ সৃষ্টি হয়। বড় ছোটো-এর পার্থক্য সৃষ্টি হয়। মুশরিক নানারকম জড় পদার্থ, দেবদেবী, প্রতিমা, প্রাকৃতিক শক্তির সামনেও মাথা নত করে। এ হচ্ছে মানবতার চরম অবমাননা। যার পরিণতি জাহান্নাম। অতএব জনাব 'ন' এর মন্তব্যটি নিঃসন্দেহে পুরোপুরি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৩ জনাব আতিক ঈদের দিন জামাআতের সাথে ঈদগাহে দুই রাকাত বিশেষ সালাত আদায় করলেন। সালাতরত অবস্থায় তার মোবাইলের রিংটোন বেজে উঠলে তিনি তা বন্ধ করে দেন। সালাত শেষে তার ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল এভাবে তার সালাত শুদ্ধ হবে কি না। তখন তিনি বললেন, এ ব্যাপারে সকল আলেমের ঐকমত্য রয়েছে। আর আলেমদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয়ের উপর আমল করার বৈধতা ইসলামে রয়েছে।

ক. ফরজে কিফায়া কাকে বলে? ১
খ. "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আতিকের আদায়কৃত বিশেষ সালাত শরিয়তের বিধিবিধান সংক্রান্ত পরিভাষার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত "আলেমদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয়ের উপর আমল করার বৈধতা ইসলামে রয়েছে"– কথাটির যথার্থতা নিরূপণ কর ইসলামি শরিয়তের আলোকে। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব কাজ মুসলমানদের উপর ফরজ; কিন্তু সমাজের কতিপয় মুসলমান যদি আদায় করে ফেলে তবে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়, তাকে ফরজে কিফায়া বলে।

খ ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈমান আনা, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, জাকাত দেওয়া, হজ করা এবং রমজানের রোজা পালন করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহুমা বর্ণনা করেন যে, রাসুল (স.) বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ইসলামের উদাহরণ হচ্ছে একটি প্রসাদের মতো। আর এই পাঁচটি বিষয় হচ্ছে প্রসাদের ভিত্তি ও তার স্তম্ভের ন্যায় যার উপরে সেটি দাঁড়িয়ে থাকে।

গ জনাব আতিকের আদায়কৃত বিশেষ সালাত শরীয়তের বিধিবিধান সংক্রান্ত পরিভাষা ইজমার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইজমা আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ– একমত হওয়া, ঐক্যবন্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়– শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের পুণ্যবান মুজতাহিদগণের (গবেষকগণের) ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। উদ্দীপকে আলোচ্য সিদ্ধান্তটি এ বিষয়টিরই ইঙ্গিত দেয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আতিক সালাতরত অবস্থায় মোবাইলের রিংটোন বন্ধ করে দেন যা ইসলামের ইমামগণের ঐক্যবন্ধ সিদ্ধান্তের কারণেই পারেন।

এ বিষয়টি ইজমার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ ইসলামের নতুন কোনো সমস্যার সমাধান কুরআন, হাদিসে না পেলে মুজতাহিদগণের (গবেষকগণের) ঐকমত্যের ভিত্তিতে সে সমস্যার সমাধান করাই হলো ইজমা। এ বিষয়টি সম্পর্কে মাওলানা রহমানের মন্তব্যটি সম্পূর্ণ সঠিক। কারণ ইজমা শরিয়তের অন্যতম দলিল। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই ইজমার বিধান প্রবর্তিত। আল্লাহ বলেন, 'এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থি জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষ্যদাতা হতে পার।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-১৪৩) ঐকমত্যের ভিত্তিতে নতুন বিধান প্রবর্তন করা কোনো নতুন ঘটনা নয়; বরং রাসুলুল্লাহ (স) তাঁর সময় থেকেই এর ব্যবহার ও মতামতের আলোকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দিতেন। যেমন প্রিয়নবি (স) বলেন, 'মুসলমানগণ যা ভালো মনে করে তা আল্লাহ তায়ালার নিকটও ভালো।' (তাবারানি)

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সালাতরত অবস্থায় মোবাইলের রিংটোন বন্ধ করা ইজমা এর মাধ্যম গৃহীত। আর জনাব আতিকের সালাতরত অবস্থায় মোবাইলের রিংটোন বন্ধ করা যথার্থ।

ঘ "আলেমদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয়ের উপর আমল করার বৈধতা ইসলামে রয়েছে" কথাটির যথার্থতা ইসলামি শরীয়াতে বিশদভাবে অনুরণিত হয়েছে।

ইজমা আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ– একমত হওয়া, ঐক্যবন্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে কোনো বিষয় বা কথায় ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলে। ইসলামি পরিভাষায় শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের পুণ্যবান মুজতাহিদদের (গবেষকগণের) ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। মহানবি (স)-এর পরবর্তী সকল যুগেই ইজমা হতে পারে। তবে ইজমা কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত হওয়া আবশ্যক। রাসুলুল্লাহ (স)-এর পরবর্তী সময়ে খলিফাগণ নতুন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সর্বপ্রথম আল-কুরআনে এর সমাধান খুঁজতেন। তাতে খুঁজে না পেলে মহানবি (স)-এর হাদিসের মাধ্যমে সমাধান করতেন। আর যদি হাদিসেও সে সমস্যার সুস্পষ্ট কোনো সমাধান না পেতেন তখন তাঁরা বিশিষ্ট সাহাবিগণের মতামত নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাধান দিতেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আতিক সালাতরত অবস্থায় মোবাইলের রিংটোন বন্ধ করেন; যা দেখে তার ছেলে প্রশ্ন করেন তার সালাত শুদ্ধ হয়েছে কিনা জবাবে জনাব আতিক বলেন এ সকল ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে যাতে ইসলামি শরীয়াতের পরিভাষায় ইজমা বলে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ জনাব তোহা নিয়মিত সালাত আদায় করেন, হালাল জীবিকার জন্য বিভিন্ন দপ্তরে চাকরির আবেদন করেন। কয়েকটি পরীক্ষায় ভাইভাতে গিয়ে বাদ পড়ায় হতাশ হয়ে পড়েন। তার বাবা বলেন আল কুরআনে উল্লেখ আছে– "নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।" তোহা সাহেব মসজিদে নামাজ শেষে ইমাম সাহেবকে নিজের কষ্টের কথা বলেন। ইমাম সাহেব তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- আপনি হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধারণ করুন। কেননা হাদিসে মুমিনের সকল কাজকে বিস্ময়কর বলা হয়েছে।

ক. সনদ কাকে বলে? ১

খ. মহানবি (সা.) হাদিস লিখতে নিষেধ করেছেন কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জনাব তোহার বাবা কর্তৃক উল্লিখিত আল কুরআনের উদ্ধৃতিটি কোন সূরার অন্তর্গত? তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাদিসের রাবি পরম্পরাকে সনদ বলা হয়।

খ রাসুলুল্লাহ (স)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে সাধারণভাবে হাদিস বলা হয়। সুতরাং রাসুলুল্লাহ (স) নিজেই হাদিসের উৎপত্তি। রাসুলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় আল-কুরআন নাজিল হচ্ছিল। এ অবস্থায় মহানবি (স)-এর হাদিস লিখে রাখলে তা আল-কুরআনের বাণীর সাথে সংমিশ্রণের আশঙ্কা ছিল। তাই হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল।

গ উদ্দীপকে জনাব তোহার বাবা কর্তৃক উল্লিখিত আল কুরআনের উদ্ধৃতিটি সূরা আল ইনশিরাহ এর অন্তর্গত।

সূরা আল-ইনশিরাহ রাসুল (স)-এর মক্কায় কষ্টময় দিনগুলোতে অবতীর্ণ একটি সূরা। এ সূরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স)-এর প্রতি তাঁর নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন। যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালাই মানুষের কষ্ট-যাতনা দূর করেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে যে চেষ্টা করে আল্লাহ তার সহায় হন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানবজীবনে সুখ-দুঃখ থাকবেই। সুতরাং দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না। বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে। অবসর সময়ে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করতে হবে।

উদ্দীপকে জনাব তোহা হালাল জীবিকার জন্য বিভিন্ন দপ্তরে কয়েকটি পরীক্ষায় ভাইভাতে গিয়ে বাদ পড়ায় হতাশ হয়ে পড়েন। তখন তার

আল কুরআনের সূরা আল ইনশিরাহ এর ৫ নাম্বার আয়াতটি বাবা বলেন, "নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, তোহার বাবার উল্লিখিত আয়াতটি তোহার মনোবল দৃঢ় করবে এবং সে সফলতার দিক এগিয়ে যাবে।

ঘ উদ্দীপকে তোহার ব্যাপারে ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রিয়নবি (স) বলেন, 'মুমিনের সকল কাজ বিস্ময়কর। আর প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর এ কল্যাণ মুমিন ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারে না। যদি সে সুখ-শান্তি লাভ করে, তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি সে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয় তবে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর।' (মুসলিম)

উদ্দীপকে দেখা যায়, তোহা সাহেব মসজিদের ইমাম সাহেব কে নিজের কষ্টের কথা বলেন তখন ইমাম সাহেব তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে আপনি হতাশ না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করুন। কেননা হাদিসে মুমিনের সকল কাজকে বিস্ময়কর বলা হয়েছে। মূলত মুমিনদের কষ্ট সাময়িক। আর প্রতিটি কাজই মুমিনের ভাগ্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর এ কল্যাণ মুমিন ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে তোহা সাহেবের ব্যাপারে ইমাম সাহেবের মূল্যবান পাঠ্য বইয়ের ৯নং হাদিস অর্থাৎ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত হাদিসের আলোকে যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ রাফি বলল, সমাজ থেকে সুদ উচ্ছেদ করার উপায় কী? আসাদ কুরআন মাজিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলে– "ধনীদের সম্পদে দরিদ্র ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।" (সূরা আয্ যারিয়াত) এ আয়াতের বাস্তবায়ন করতে পারলেই সুদী কারবার বন্ধ হয়ে যাবে। অন্যদিকে মুসফিক বলে- মহান আল্লাহর একটি ইবাদত রয়েছে যা নির্দিষ্ট এক মাসের প্রশিক্ষণ। যার প্রতিদান আল্লাহ্ পাক নিজ হাতে দিবেন। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুদী কারবারসহ অনৈতিক কাজকর্মও বন্ধ হবে। এ ব্যাপারে তার শিক্ষক বললেন– "এই ইবাদতের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।"

ক. 'হাককুল্লাহ' কী? ১
খ. সালাতকে ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী বলা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. আসাদ কোন ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের মন্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল্লাহ বলে।

খ সালাতকে ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী বলা হয়েছে কারণ এটি ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং মুসলমান হওয়ার স্পষ্ট পরিচায়ক। হাদিসে রাসুল (স.) বলেন, "আমাদের ও কাফেরদের মধ্যে পার্থক্যকারী হলো সালাত। সালাত ইমানের বাস্তব প্রকাশ এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের অন্যতম বড় নিদর্শন। ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত পরিত্যাগ করা কুফরের দিকে ধাবিত করে এবং অনেক সাহাবি একে কুফর হিসেবে গণ্য করেছেন। তাই সালাত ইমানের এক জীবন্ত প্রতিফলন। যার অনুপস্থিতিতে একজন মুসলমানকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে পারে।

গ আসাদ ইসলামী শরীয়তের অন্যতম ইবাদত জাকাতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

জাকাত হলো 'নিসাব' পরিমাণ সম্পদের অধিকারী প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান বছর শেষে তার সম্পদ হিসাব করে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ৮টি খাতের মধ্যে সমুদয় সম্পত্তির ৪০ ভাগের ১ ভাগ ব্যয় করা। জাকাত ব্যয়ের অন্যতম খাত হলো গরিব শ্রেণি। সাদিকুল বছর শেষে সম্পদের একটি অংশ গরিবকে প্রদান করেছেন। এ থেকে যাকাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে রাফি সমাজ থেকে সুদ উচ্ছেদ করার উপায় জানতে চায় তখন আসাদ কুরআন মাজিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলে, "ধনিদের সম্পদে দরিদ্র ও বঞ্চিতের হক রয়েছে। এ আয়াতের বাস্তবায়ন করতে পারলেই সুদ বন্ধ করা সম্ভব। বাস্তবিক অর্থে তাই যদি জাকাতকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা যেত তাহলে দারিদ্র্য কমে যেত। আর দারিদ্র্য কমে গেলে সুদমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব হতো।

এদেশের সম্পদশালীরা যদি হিসাব করে সঠিকভাবে জাকাত দিত তাহলে বহু আগেই এদেশ হতে দারিদ্র্য দূর হতো। রাসুল (স) জাকাত ব্যবস্থা চালু করলে ইসলামি রাষ্ট্রে দরিদ্রতা দূর হয়। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (র)-এর আমলে জাকাত নেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। আমাদের দেশে অনেক ধনী লোক রয়েছেন। অথচ তারা জাকাত দেন না। আবার অনেকে লোক দেখানোর জন্য নামেমাত্র জাকাত দেন। আবার অনেকে জাকাতের জন্য লুঙ্গি বা শাড়ি প্রদান করে, যা ব্যক্তির দারিদ্র্য লাঘবে কোনো কাজে আসে না। দরিদ্রকে এমনভাবে জাকাত দেওয়া উচিত যাতে তার দরিদ্রতা দূর হয়। সেজন্য তার আত্মকর্মসংস্থান করা দরকার। যেমনটি উদ্দীপকে সাদিকুল ইসলাম গরিব জহিরের জন্য করেছেন। তিনি তাকে অটোরিকশা কিনে দিয়েছেন।

সুতরাং ধনীর তথা সম্পদশালীদের উচিত যথাযথভাবে হিসাব করে প্রতি বছর জাকাত দেওয়া। আর জাকাত হিসেবে শাড়ি-লুঙ্গি না দিয়ে এমনভাবে দেওয়া যাতে অভাবীদের অভাব ও প্রয়োজন স্থায়ীভাবে দূরীভূত হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষকের মন্তব্য সাওমের সামাজিক গুরুত্বের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে।

জনাব ছমির উদ্দিন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সাওম পালন করেছেন।

রমযান মাসে সাওম পালন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের জন্য ফরজ। এ ইবাদতের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করা যায়। আর তাকওয়া অর্জিত হলে পাপ কাজ হতে বিরত থাকা যায়। রমযান মাসেই মুমিনগণ বেশি বেশি দান-সাদকা করেন।

সাওমের সামাজিক গুরুত্ব অত্যধিক। সাওম পালনের মাধ্যমে একজন লোক ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারে। সমাজের নিরন্ন ও অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে। সাওম (রোযা) পালনকারী ব্যক্তি অন্যায়-অশ্লীল কথাবার্তা পরিহার করে চলে। হানাহানি থেকে দূরে থাকে। ফলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। অধিক সওয়াব পাওয়ার আশায় একে অপরকে সেহরি ও ইফতার করায় এবং অভাবীকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে। এতে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক বন্ধন আরও মজবুত ও শক্তিশালী হয়। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় এবং সাওমের সামাজিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আমাদের সাওম পালন করা উচিত। অতএব আমরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সাওম পালন করব।

প্রশ্ন ▶ ০৬ জনাব 'ল' একজন শিল্পপতি। তিনি তার কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের বেতন-বোনাস যথাসময়ে দেন না। তার বন্ধু বেলাল সাহেব একটি নির্দিষ্ট দেশে বিশেষ একটি ইবাদত পালনের জন্য যান। সেখানে তিনি সিরিয় মিশরিয়, মালয়েশিয়ান কয়েকজনের সাথে পরিচিত হন। তিনি তাদের সাথে মাঝে মাঝে মোবাইলে যোগাযোগ রাখেন। মাওলানা সিরাজ সাহেব বলেন, এই ইবাদতটি বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক. দ্বীনি ইলম কাকে বলে? ১

খ. হাদিসে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদকে সবচেয়ে বড় জিহাদ বলা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জনাব 'ল' ইসলামের কোন বিষয়টি লঙ্ঘন করেছেন? তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বেলাল সাহেবের ইবাদতটি চিহ্নিত করে মাওলানা সিরাজ সাহেবের বক্তব্যের যৌক্তিকতা নির্ণয় কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত কুরআন ও হাদিস সম্পর্কিত জ্ঞানকেই দ্বীনি ইলম বলা হয়।

খ ইসলাম নিজের কুপ্রবৃত্তি বা নফলের বিরুদ্ধে সংগ্রামকেই সবচেয়ে বড় জিহাদ ধরা হয়েছে। কারণ বাহ্যিক যুদ্ধে শত্রু থাকে এবং তা সীমিত সময়ে লড়াই করে শেষ করা যায়; যুদ্ধ শেষ হলে শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু নিজের অন্তরের খারাপ বাসনা ও শয়তানের প্রলোভনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সারাজীবন অব্যাহত থাকে। এই সংগ্রামে জয়লাভ করলে মানুষ আল্লাহর আদেশ পালন করতে পারে এবং বড় বড় পাপ থেকে বিরত থাকে। তাই ইসলামে এই অন্তরের সংগ্রামকেই প্রকৃত ও সর্বোত্তম জিহাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব 'ল' ইসলামের শ্রমিকের অধিকার বিষয়টি লঙ্ঘন করেছেন।

উদ্দীপকে 'ল' সাহেব তার কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের বেতন-বোনাস যথা সময়ে দেন না।

হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' (ইবনে মাজাহ)

হাদিস দ্বারা শ্রমিকের পাওনা যত দ্রুত সম্ভব পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা শ্রমিকরা সাধারণত গরিব ও নিঃস্ব শ্রেণির হয়ে থাকে। তারা তাদের শ্রমের মজুরি দিয়ে চাল, ডাল, তরিতরকারি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে জীবনধারণ করে। তাই তার পাওনা পেতে দেরি হলে শ্রমিক ও তার পরিবার অভুক্ত থেকে কষ্ট পাবে। ফলে শ্রমিকের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিবে এবং এ অসন্তোষ থেকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর যদি শ্রমিক তার ন্যায্য পাওনা যথাসময়ে পায়, তাহলে তার মনে আনন্দ থাকবে এবং সে উৎসাহের সাথে কাজ করবে। ফলে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। মুসলিম হয়েও নবি (স)-এর আদেশ লঙ্ঘন করেছেন। তার এ কাজ দ্বারা হাক্কুল ইবাদ বিঘ্নিত হয়েছে। শ্রমিকের পাওনা সঠিকভাবে দেওয়া উচিত। সুতরাং শ্রমিকদের পাওনা হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার। হাক্কুল ইবাদ পালনে আল্লাহ তায়ালা কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।

উদ্দীপকের জনাব 'ল' নবি (স.)-এর আদেশ লঙ্ঘন করেছেন। তার এ কাজ দ্বারা হাক্কুল ইবাদ বিঘ্নিত হয়েছে। শ্রমিকের পাওনা সঠিকভাবে দেওয়া উচিত।

সুতরাং শ্রমিকদের পাওনা হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার। হাক্কুল ইবাদ পালনে আল্লাহ তায়ালা কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব জনাব 'ল' এর উক্ত আচরণ সংশোধন করা অপরিহার্য।

ঘ উদ্দীপকে বেলাল সাহেব হজ ইবাদতটির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছেন। এটি ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে। হজ শুধু ঐ সমস্ত ধনী-মুসলমানের উপর ফরজ, যাদের পবিত্র মক্কায় যাতায়াত ও হজের কাজ সম্পাদনের আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য রয়েছে।

ধনসম্পদ, বর্ণ-গোত্র ও জাতীয়তার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও হজ এসব ভেদাভেদ ভুলিয়ে মুসলমানদের ঐক্যবন্ধ হতে শেখায়। হজ মুসলমানদের আদর্শিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব তৈরি করে। রাজা-প্রজা, মালিক-ভৃত্য সকলকে সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করায়। একই উদ্দেশ্যে মহান প্রভুর দরবারে উপস্থিত করে সাম্যের প্রশিক্ষণ দেয়। হজ মানুষকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দিয়ে সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে। তাই আমাদের হজ সম্পন্ন করা উচিত। কেননা রাসুল (স) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ করে সে যেন নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।' (ইবনে মাজাহ)

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে জনাব বেলাল সাহেব হজের কথা বলেছেন, যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০৭ কলিমুল্লাহকে তার বড় ভাই একটি কোম্পানিতে চাকরি দেয়। কিছুদিন পর সে ঐ চাকরি ছেড়ে দেয়। সে বাড়িতে অলস সময় কাটাচ্ছে এখন। তার বন্ধু মান্না জাল টাকার ব্যবসা করে। সে ভালো তেলের সাথে খারাপ তেল মিশিয়ে বিক্রি করে এবং ওজনে কম দেয়। ইমাম সাহেব তার কর্মকান্ড দেখে বলেন– "এ ধরনের কর্মকাণ্ড বর্জন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য জরুরি।"

ক. সুদ কী? ১

খ. হিংসাকে দ্বীনের ধ্বংসকারী রোগ বলা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. কলিমুল্লাহর কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমাহর যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইমাম সাহেবের মন্তব্য কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৮ সম্প্রতি বন্যার পানিতে ফেনি, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও কুমিল্লা জেলা প্লাবিত হয়েছে। বন্যকবলিত মানুষকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এগিয়ে এসেছে। ক, খ ও গ তিন বন্ধু। তারা বন্যকবলিত মানুষকে সাহায্য করার জন্য একটি তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেয়। লোকজন তাদেরকে বিশ্বাস করে বন্যাকবলিত মানুষের জন্য তাদের কাছে প্রচুর অর্থ প্রদান করে। তারা সেখান থেকে কিছু টাকা বন্যকবলিত মানুষের জন্য খরচ করে আর কিছু টাকা আত্মসাৎ করে। তাদের কর্মকাড সম্পর্কে ইমাম সাহেব বলেন, "তারা আখলাকে হামিদাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লঙ্ঘন করেছে, ইসলামে যার গুরুত্ব অপরীসীম।"

ক. শালীনতা কী? ১

খ. তাকওয়া অর্জনকারী আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মানিত কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের আচরণে আখলাকে হামিদাহর কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইমাম সাহেবের বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ **দৃশ্যপট-১ :** জনাব 'ফ' তার বাবার সম্পত্তি বণ্টনের সময় বলেন বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে, তাই বাবার সম্পত্তি থেকে তাদেরকে দেয়া জরুরি নয়। তার মেয়ে লেখাপড়ায় খুবই ভালো। সে একজন ডাক্তার হতে চায়। কিন্তু তার মা বলেন, মেয়েদের এতো পড়া-লেখার দরকার নেই।

দৃশ্যপট-২ : মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন তুমি তোমার হাত গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে। (সূরা বনি ইসরাইল)

ক. ফিতনা-ফাসাদ কাকে বলে? ১

খ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কেন বজায় রাখা জরুরি? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. জনাব 'ফ' ও তার স্ত্রীর মনমানসিকতা আখলাকে হামিদার কোন বিষয়টির পরিপন্থি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যপট-২ এ উল্লিখিত আয়াত দ্বারা আখলাকে হামিদার যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ইসলামে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১০ মাওলানা ইমরান অল্প বয়সেই কুরআনে হাফেজ হন। তিনি তাফসির, হাদিস পর্যালোচনা করে ইস্তেখারার মাধ্যমে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। যা পবিত্র কুরআনের পর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের দাবিদার। তার ভাই এমদাদ সাহেব এলাকার মসজিদ নির্মাণে জমি দান করেন। বিশুদ্ধ পানির জন্য গভীর নলকূপ বসান। বন্যায় দুর্গত এলাকায় খাদ্য-বস্ত্র বিতরণ করেন। মসজিদের খতিব সাহেব বিষয়টি জানতে পেরে বলেন– "এমদাদ সাহেব একজন খলিফার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। যিনি সর্বকালের সম্পদশালী লোকদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।"

ক. কুতুবে হানাফিয়্যা কী? ১

খ. ইমাম গাযালি (রহ.) কে হুজ্জাতুল ইসলাম বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. মাওলানা ইমরান সাহেবের সাথে কোন মনীষীর সাদৃশ্য রয়েছে? হাদিসশাস্ত্রে তার অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খতিব সাহেবের বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক হানাফি মাযহাবের কিতাবসমূহই হলো কুতুবে হানাফিয়্যা।

খ ইমাম গাযালি (র.)-কে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বলা হয়।

ইমাম গাযালি (র.) ছিলেন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ইসলামি চিন্তাবিদ। তিনি ইসলামি দর্শন ও সুফিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ইহইয়াউ উলুমিদ্ দ্বীন' (ধর্মীয় বিজ্ঞানের পুনর্জীবন)। প্রামাণ্য ও যুক্তিপূর্ণ দলিলের মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামি দর্শন ও শিক্ষায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' নামে অভিহিত করা হয়।

গ মাওলানা ইমরান সাহেবের সাথে ইমাম বুখারি (রহ.) এর সাদৃশ্য রয়েছে। ইসলামে তার অবদান অপরিসীম।

হাদিস শাস্ত্রে যারা স্মরণীয় অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী হলেন ইমাম বুখারি (রহ.)। তিনি স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তার এ গুণের প্রতিপলন ঘটেছে মাওলানা ইমরান সাহেবের মধ্যে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, মাওলানা ইমরান অল্প বয়সেই কুরআনে হাফেজ হন। তিনি তাফসির, হাদিস পর্যালোচনা করে ইস্তেখারার মাধ্যমে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। যা পবিত্র কুরআনের পর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের দাবিদার। যা ইমাম বুখারি (রহ.)-এর ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। তিনি হাদিস শাস্ত্রের ওপর অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন। লক্ষাধিক হাদিস সনদসহ মুখস্ত করেন। এরপর বুখারি শরিফ নামে হাদিসগ্রন্থ প্রণয়ন করে বিশ্বাব্যাপী আলোড়ন তৈরি করেন। তাঁর ইলমে হাদিসের এ গভীর জ্ঞানের কথা শুনে তৎকারীন বাদশাহ তাঁকে রাজদরবারে ডেকে পাঠান। এর উদ্দেশ্য ছিল বুখারি (রহ.)-এর কাছ থেকে হাদিস শোনা। কিন্তু ইমাম বুখারি বললেন, আমি হাদিসকে রাজদরবারে নিয়ে অপমান করতে চাই না। বাদশার প্রয়োজন হলে যেন আমার ঘরে বা মসজিদে আসে। এছাড়াও ইমাম বুখারি (রহ.) অন্য কোনো রাজা-বাদশার দরবারে গমনাগমন করেননি।

সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের মাওলানা ইমরান সাহেব ইমাম বুখারী (রহ.)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আর হাদিস জগতে তার বিশ্বখ্যাতি সর্বজন স্বীকৃত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত খতিব সাহেব তার বক্তব্যে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান (রা.)-এর আদর্শকেই ইঙ্গিত করেছেন।

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী। ব্যবসা করে তিনি অঢেল ধন-সম্পদ অর্জন করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে তার সম্পদ ব্যয় করেন। হযরত উসমান (রা.)-এর সময় মদিনার অধিবাসীদের মধ্যে একবার পানির অভাব দেখা দেয়। এ অভাব দূর করার জন্য হযরত উসমান (রা.) ১৮০০০ দিনার দিয়ে 'বীর রুমা' নামক একটি কূপ ক্রয় করে তা ওয়াকফ করে দেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি মদিনাবাসীদের মাঝে ত্রাণ হিসেবে খাবার বিতরণ করেন। জনাব এমদাদ সাহেবের কার্যক্রমে এমন উদারতা ও মানব সেবার দৃষ্টান্তই লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাওলানা ইমরান সাহেবের ভাই এমদাদ সাহেব এলাকার মসজিদ নির্মাণে জমি দান করেন। বিশুদ্ধ পানির জন্য গভীর নলকূপ বসান। বন্যায় দুর্গত এলাকায় খাদ্য-বস্ত্র বিতরণ করেন। মসজিদের খতিব সাহেব বিষয়টি জানতে পেরে বলেন, "এমদাদ সাহেব একজন খলিফার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। যিনি সর্বকালের সম্পদশালী লোকদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।" এখানে ইমাম সাহেবের কথার সাথে হজরত উসমান (রা.)-এর আদর্শের পুরোপুরি মিল পরিলক্ষিত হয়েছে। যে আদর্শ মানবতার সাথে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ছিল। যা সবার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

অতএব, নিঃসন্দেহে খতিব সাহেবের বক্তব্য যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব হাসিব শহরে বসবাস করেন। তার শহরে হত্যা, রাহাজানি, মদ্যপান, জুয়াখেলা, সুদ ও ঘুষ প্রচলিত ব্যাপার। তার শহর সম্পর্কে জনাব আদিব বলেন, এই শহরে এমন একজন মেয়র নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন যিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফার আদর্শ ধারণ করেন।

ক. আল কানুন ফিত-তিব্ব কী? ১

খ. জাবির ইবনে হাইয়ানকে রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা কেন? ২

গ. জনাব হাসিবের শহরের সাথে আদর্শ জীবনচরিত অধ্যায়ের যে সময়ের মিল রয়েছে, তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আদিবের বক্তব্য কি তুমি সমর্থন কর। তোমার মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আল কানুন-ফিত-তিব্ব' হচ্ছে ইবনে সিনা কর্তৃক রচিত চিকিৎসা বিষয়ক একটি অমর গ্রন্থ।

খ জাবির ইবনে হাইয়ান সর্বপ্রথম রসায়নশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণায় অসাধারণ অবদান রখেছেন বিধায় তাকে এ শাস্ত্রের জনক বলা হয়।

জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়ন বিজ্ঞানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, যথা– পরিস্রবণ, ভস্মীকরণ, বাষ্পীকরণ, ধাতুর শোধন ও তরলীকরণ, ইস্পাত তৈরির প্রক্রিয়া প্রভৃতি আবিষ্কার করেন। এছাড়া তিনি লোহার মরিচা রোধক বার্নিশ, চুলের কলপ, লেখার কালি, কাঁচ ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালি উদ্ভাবন করেন। এসব আবিষ্কারের ফলে রসায়নশাস্ত্র বিজ্ঞানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এ কারণে তাকে রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা হয়।

গ জনাব হাসিবের শহরের সাথে আদর্শ জীবনচরিত অধ্যায়ের আইয়্যামে জাহেলিয়া যুগের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব হাসিব শহরে বসবাস করেন। তার শহরে হত্যা, রাহাজানি, মদ্যপান, জুয়াখেলা, সুদ ও ঘুষ প্রচলিত ব্যাপার। যা জাহেলি সমাজ ব্যবস্থার নামান্তর। প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ছিল। তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে সভ্য সমাজের কোনো মিল ছিল না। বলা যায়, সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। মানুষের জানমাল, ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। নরহত্যা, রাহাজানি, খুন-খারাবি, ডাকাতি, মারামারি, কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, জুয়াখেলা, মদপান, সুদ, ব্যভিচার ছিল তখনকার প্রচলিত ব্যাপার। তৎকালীন সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। তাদেরকে সামাজিক জীব মনে করা হতো না; বরং দাসী হিসেবে বিক্রি করা হতো, ভোগবিলাসের বস্তু মনে করা হতো। তারা গোত্রে গোত্রে বিভক্ত ছিল এবং যাযাবর জীবনযাপন করত। এক কথায়, তাদের সামাজিক অবস্থা ছিল বর্বরতায় পরিপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, জনাব হাসিবের শহরের মানুষের অবস্থা প্রাক-ইসলামি যুগের আরবের সমাজ ব্যবস্থার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আদিবের বক্তব্য আমি সমর্থন করি। কেননা তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.)-এর আদর্শকে ইঙ্গিত করেছেন। যার চরিত্র ছিল মহাআদর্শের এক প্রতিচ্ছবি।

হযরত উমর (রা.) ছিলেন এমন শাসক যাঁর মধ্যে একই সাথে সরলতা ও কঠোরতার গুণ বিরাজমান। তিনি প্রজাদের প্রতি ছিলেন খুবই দয়ালু। তাদের সদাসর্বদা খোঁজখবর নিতেন, প্রজাদের খোঁজে সারা রাত তিনি মদিনার অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন। কোনো বাড়িতে ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনলে তিনি নিজের কাঁধে করে আটার বস্তা তাদের বাসায় দিয়ে আসতেন। অপরদিকে শাসনকার্য পরিচালনায় তিনি ছিলেন অনেক কঠোর। কোনো পক্ষপাতিত্বমূলক বিচার করতেন না। মদপানের অপরাধে নিজ পুত্র আবু শাহমাকে তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। উদ্দীপকে জনাব আদিব একজন মুসলিম শাসকের আদর্শের ন্যায় তার শহরে এমন একজন মেয়র নির্বাচিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। যিনি ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। অন্যায় অপরাধের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি তার আপনজনকেও ছাড় দেননি। যা হযরত উমরের শাসনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

পরিশেষে বলা যায় যে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় হযরত উমরের মতো এমন শাসক সত্যিই অত্যাবশ্যক। আর এজন্যই জনাব আদিবের বক্তব্য আমি সমর্থন করি।

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. রাহাত হজ ও জাকাতকে অর্থের অপচয় মনে করে এসব ইবাদতকে অস্বীকার করে। তার এ ধরনের বিশ্বাস কীসের অন্তর্ভুক্ত?
ক কুফর খ নিফাক গ শিরক ঘ ফিস্‌ক

২. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসকে কী বলে?
ক তাকওয়া খ আখলাক গ ইমান ঘ ইসলাম

৩. হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর উপর কতখানা সহিফা নাজিল হয়েছে?
ক ৫০ খানা খ ৩০ খানা গ ২০ খানা ঘ ১০ খানা

৪. আরিফ ইসলামের বিধানগুলো সঠিকভাবে পালন করেন। তার কাজে কী প্রকাশ পায়?
i. বিশ্বাস
ii. স্বীকৃতি
iii. প্রয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' ওয়াদা রক্ষা করে না। অন্যদিকে তার ভাই 'খ' এক পীরের কাছে গিয়ে তাকে সেজদা করে এবং তার কাছে সাহায্য চায়।

৫. 'ক' এর কর্মকাণ্ডে কী প্রকাশ পায়?
ক কুফর খ নিফাক গ ফিতনা ঘ হাসাদ

৬. 'খ' তার কর্মকাণ্ডের ফলে সে–
i. আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে
ii. সম্পদশালী হবে
iii. জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. "আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ" কোন সূরার আয়াত?
ক আন-নাহল খ আদ-দু'খান গ আল-বুরূজ ঘ বনি-ইসরাইল

৮. সিয়াম সালাত আদায় করতে গিয়ে দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে যায়। সিয়াম শরিয়তের কোন বিধান লঙ্ঘন করেছে?
ক ফরজ খ ওয়াজিব গ সুন্নাত ঘ মুস্তাহাব

৯. উপরিউক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে সিয়ামকে–
i. সালাতরত অবস্থায় মনে পড়লে সিজদাহ সাহু দিতে হবে
ii. সালাত শেষে মনে পড়লে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে
iii. স্বাভাবিকভাবে সালাত শেষ করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. হাদিসের আলোকে বৃক্ষরোপণের উদ্দেশ্য কী?
ক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি খ পরকালীন মুক্তি
গ সাওয়াব অর্জন ঘ পরিবেশ সংরক্ষণ

১১. কোন যুদ্ধে বহু সংখ্যক কুরআনের হাফিজ শাহাদাতবরণ করেন?
ক বদর যুদ্ধে খ ওহুদ যুদ্ধে
গ ইয়ামামার যুদ্ধে ঘ মুতার যুদ্ধে

১২. আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের কখনোই পরিত্যাগ করেন নাই। এটি কোন সূরার শিক্ষা–
ক সূরা-দু'হা খ সূরা আল-ইনশিরাহ
গ সূরা আত-তীন ঘ সূরা আল-মাউন

১৩. ইসলামের কোন স্তম্ভের নামে সূরা নাজিল হয়েছে?
ক সালাত খ জাকাত গ সাওম ঘ হজ

১৪. আল্লাহ তায়ালা বলেন– "সাওম আমার জন্য আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব" হাদিসটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
ক বুখারি খ মুসলিম গ ইবনে মাজাহ ঘ তিরমিযি

১৫. জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর কোনটি?
ক স্বীয় নফসের সাথে জিহাদ খ জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ
গ ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘ আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
কেউ অসুস্থ হলে জাকির সাহেব তার খোঁজ-খবর নেয় এবং মারা গেলে জানাযায় অংশগ্রহণ করে।

১৬. জাকির সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন ধরনের ইবাদত প্রকাশ পেয়েছে?
ক হাক্কুল্লাহ খ হাক্কুল ইবাদ গ জাকাত ঘ দান-খয়রাত

১৭. জাকির সাহেবের কর্মকাণ্ডের ফলে–
i. মানুষের ভালোবাসা পাবে
ii. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে
iii. পরকালে পুরস্কৃত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. "তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর" এ আয়াত দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক জামাআতে সালাত আদায় খ নামাজ কায়েম করা
গ ঐক্যবদ্ধ থাকা ঘ মসজিদে সালাত আদায় করা

১৯. "তাকওয়া" শব্দের অর্থ কী?
ক প্রশংসা করা খ বিরত থাকা
গ ওয়াদা রক্ষা করা ঘ সত্যবাদিতা

২০. "আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।" এটি কোন সূরার আয়াত?
ক আল-বাকারা খ আল-কাসাস গ আল-আরাফ ঘ আল-জুমআ

২১. মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ কী?
ক ওয়াদা পালন খ তাকওয়া গ আদল ঘ উত্তম চরিত্র

২২. "নিশ্চয়ই মুত্তাকিগণের জন্য রয়েছে সফলতা।" এটি কার বাণী
ক আল্লাহ তায়ালা খ হযরত মুহাম্মদ (সা.)
গ হযরত আলী (রা.) ঘ ইমাম বুখারী (রহ.)

২৩. ফিতনা ফাসাদের ফলে–
i. সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হয়
ii. স্বাভাবিক জীবনযাপন দুর্বিষহ পয়ে পড়ে
iii. মানসিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই" হাদিসটি দ্বারা বোঝায়–
ক একতা খ সহমর্মিতা
গ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঘ ইসলামে ভাতৃত্ব

২৫. কত খ্রীষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবুয়তপ্রাপ্ত হন?
ক ৬১০ খ্রি. খ ৬২২ খ্রি. গ ৬৩০ খ্রি. ঘ ৬৩২ খ্রি.;

২৬. কিতাবুল মানাযির কী বিষয়ক গ্রন্থ?
ক গণিত খ রসায়ন গ চক্ষুবিজ্ঞান ঘ ভূগোল

২৭. রসায়ন শাস্ত্রের জনক কে?
ক ইবনে সিনা খ ইবনে রুশদ
গ যাকারিয়া আল রাজি ঘ জাবির ইবনে হাইয়ান

২৮. হযরত উসমান (রা.) কে বলা হয়–
i. যুননুরাইন
ii. জামিউল কুরআন
iii. আসাদুল্লাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. পৌর মেয়র জনাব আফসার গভীর রাতে মানুষের দুঃখ বেদনা দেখার জন্য ঘুরে বেড়ান। উনার এরূপ কাজ ইসলামের কোন খলিফার কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক হযরত আবু বকর (রা.) খ হযরত ওমর (রা.)
গ হযরত উসমান (রা.) ঘ হযরত আলি (রা.)

৩০. ইমাম আবু হানিফা (রা.) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক বুখারা খ বসরা গ কুফা ঘ তুস

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। সিরাতুন্নবি (সা.) অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বলেন, এমন কিছু মানুষ আছে যারা অন্তরে অবাধ্যতা লুকিয়ে রাখে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। প্রধান অতিথি বলেন, আমরা আল্লাহ তাআলার পরিচয় জানতাম না, ইবাদতের নিয়ম কানুন জানতাম না। আল্লাহ তাআলার মনোনীত বান্দাদের মাধ্যমে তা জানতে পেরেছি। যার ধারা শেষ হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের মাধ্যমে।

ক. আখিরাত কাকে বলে? ১
খ. "আমি এই কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি।"– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ফুটে ওঠা বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রধান অতিথির উল্লিখিত বিষয়টি চিহ্নিত করে তার শেষোক্ত মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

২। **তথ্যচিত্র-১ :** জামিল সব সময় এক আল্লাহর উপর ভরসা করে চলে। আল্লাহ তায়ালার গুণ ও পরিচয় যথাযথভাবে জেনে তাঁর গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করে।

তথ্যচিত্র-২ : মফিজ নিজের খেয়াল খুশি মতো চলে। সুদ-ঘুষ সে বৈধ মনে করে। সে বলে, পৃথিবীর সবকিছু এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়েছে।

ক. ইমান কী? ১
খ. "ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তথ্যচিত্র-১ এ জামিলের মধ্যে ইসলামি আকিদায় ফুটে ওঠা বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মফিজের মনোভাবটি চিহ্নিত করে এ ধরনের কাজের পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। শরিয়তের উৎসের পর্যায়ক্রম :

(১ম)→ অকাট্য ও প্রামাণ্য দলিল।
(২য়)→ মহানবি (স.) এর বাণী, কর্ম, রীতিনীতি।
(৩য়)→ পুণ্যবান গবেষকদের ঐকমত্য।
(৪র্থ)→ সাদৃশ্যমূলক নীতির ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ।

ক. শানে নুযুল কী? ১
খ. পবিত্র কুরআন একত্রে নাজিল করা হয়নি কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ১ম নির্দেশিত বিষয়টি পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ৪র্থ নির্দেশিত বিষয়টি চিহ্নিত করে ইসলামি শরিয়তে বিষয়টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ফেনীর মহিপালের আসমা বেগম তার ভাঙ্গা ঘরটি মেরামতের জন্য বাঁশ সংগ্রহ করে। বাঁশ কাটার জন্য প্রতিবেশীর কাছে দা ও কুড়াল চায়। কিন্তু তার প্রতিবেশী তাকে ফিরিয়ে দেয়। অন্যদিকে বন্যার্তদের জন্য আস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন সাধারণ মানুষের সহায়তায় খাবার, পানি, ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

ক. মারফু হাদিস কাকে বলে? ১
খ. "প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ (এর ফলাফল) নিয়তের উপর নির্ভরশীল"।– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আসমার প্রতিবেশীর আচরণে কোন সূরার শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন ও সাধারণ মানুষের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদিসটি চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৪

৫। নাইম প্রতিদিন এমন একটি ইবাদত পালন করে যা ইমান মজবুত করে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে। ইবাদতটি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে। অপরদিকে আমিন অপর একটি ইবাদত আদায় করে যা বছরে একবার আদায় করতে হয়। যা ধনী ও গরিবের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে।

ক. হাক্কুল ইবাদ কী? ১
খ. সাওমকে 'ঢাল' বলা হয়েছে কেন? ২
গ. নাইমের পালনকৃত ইবাদতটির সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আমিনের পালন করা ইবাদতটি চিহ্নিত করে ইবাদতটির ধর্মীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। **তথ্য-১ :** গাজীপুরের শতাধিক পোশাক কারখানা বন্ধ করে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য দাবি মানার আহ্বান জানায়। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে জনৈক আলিম উভয় পক্ষকে ইসলামের নির্দেশনা মেনে চলার পরামর্শ দেন।

তথ্য-২ : জনাব আসলাম জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনে বিশেষ ইবাদত পালন করেছেন। ইবাদতটি সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে একটি সূরা নাজিল করেছেন।

ক. জিহাদ কী? ১
খ. ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কেমন হবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তথ্য-১ এ পাঠ্যবইয়ের ফুটে ওঠা বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব আসলামের আদায়কৃত ইবাদতটির শিক্ষা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। জারিন ও মারিয়ার মধ্যে ঝগড়া হয়। শিক্ষক ঘটনা জিজ্ঞাসা করলে ঝগড়ার সময় উপস্থিত মালিহা কোনো পরিবর্তন না করে প্রকৃত ঘটনা অবিকল বর্ণনা করে। এতে জারিন তার উপর অসন্তুষ্ট হয়। জারিন মালিহার অগোচরে তার নামে কুৎসা রটনা করে। এতে মালিহা কষ্ট পায়।

ক. শালীনতা কী? ১
খ. প্রতারণা বর্জন করতে হবে কেন? ২
গ. মালিহার কাজে পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জারিনের কাজটি চিহ্নিত করে এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। বখাটে কালু তার সঙ্গী-সাথী নিয়ে এলাকার মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। অন্যায়-অত্যাচার করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে নিজ স্বার্থ উদ্ধার করে। আর তার বন্ধু কিসমত অন্যের ভালো দেখতে পারে না। অন্যের ক্ষতি কামনা করে।

ক. কর্মবিমুখতা কী? ১
খ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কিসমতের মানসিকতায় কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কালুর কার্যক্রমে ফুটে উঠা বিষয়টি চিহ্নিত করে উহার কুফল বর্ণনা কর। ৪

৯। **অনুচ্ছেদ-১ :** অনিম মায়ের জন্য ঔষধ কিনতে বের হয়ে রাস্তায় গুলিতে মারা যায়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছেলের মৃত্যুতে শোকে ও দুঃখে চরম হতাশ হয় দরিদ্র রাহেলা বেগম। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তার পাশে দাঁড়ায় এলাকাবাসী।

অনুচ্ছেদ-২ : বন্যায় ভয়াবহ ভাঙনে ঘরবাড়ি হারায় তিস্তাপাড়ের দরিদ্র অনেক মানুষ। ব্যবসায়ী আসিফ তাদের সাহায্য করেন। তিনি তিস্তার দুই তীরে ২০০০ বনজ গাছ লাগান এবং অন্যদের গাছ লাগাতে উৎসাহিত করেন।

ক. মুস্তাহাব কী? ১
খ. তাকরিরি হাদিস বলতে কী বোঝায়? ২
গ. তথ্যচিত্র-১ এ পাঠ্যবইয়ের কোন সূরার বিষয়বস্তু ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তথ্যচিত্র-২ এ আসিফ সাহেবের কাজ সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১০। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর আজাদ সাহেব ইউনিয়নের সকল ধর্ম ও মতের লোকদের নিয়ে একটি চুক্তি প্রণয়ন করেন যাতে এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকলে মিলে দুর্বৃত্তদের প্রতিরোধ করা যায়। অন্যদিকে ওয়ার্ড মেম্বার আবুল কালাম এর ছেলের নামে চাঁদাবাজির অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি নিজে ছেলেকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

ক. আইয়্যামে জাহেলিয়াত কী? ১
খ. ইমাম বুখারি (রহ.) কে বুখারা ত্যাগ করতে হয় কেন? ২
গ. চেয়ারম্যানের কাজটি মহানবি (স.) এর মাদানি জীবনের কোন ঘটনার প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মেম্বার আবুল কালামের কাজে যে খলিফার আদর্শ ফুটে উঠেছে তা চিহ্নিত করে উক্ত খলিফার চরিত্র বর্ণনা কর। ৪

১১। মাসুদ তরলীকরণ, বাষ্পীকরণ, গলানো, দ্রবণ, পরিস্রবণ ইত্যাদি বিষয় আবিষ্কারক এর গবেষণাকর্ম দেখে অবাক হয়ে যায়। উক্ত মনীষী এ শাস্ত্রকে পরিপূর্ণতা দান করেন। সিয়াম সমীকরণ, ত্রিকোণমিতি, অ্যালগরিদম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করে।

ক. আস-সাবউল মুআল্লাকাত কী? ১
খ. ইমাম গাযালি (রহ.) কে হুজ্জাতুল ইসলাম বলা হয় কেন? ২
গ. মাসুদ কোন মনীষীর আবিষ্কার কর্ম দেখছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "সিয়ামের পঠিত বিষয়ে মুসলমানদের অনেক অবদান রয়েছে"।– মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা (দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ক	২	গ	৩	ঘ	৪	ঘ	৫	খ	৬	খ	৭	ক	৮	খ	৯	ক	১০	গ	১১	গ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	খ	২০	ক	২১	ঘ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ সিরাতুন্নবি (সা.) অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বলেন, এমন কিছু মানুষ আছে যারা অন্তরে অবাধ্যতা লুকিয়ে রাখে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। প্রধান অতিথি বলেন, আমরা আল্লাহ তাআলার পরিচয় জানতাম না, ইবাদতের নিয়ম কানুন জানতাম না। আল্লাহ তাআলার মনোনীত বান্দাদের মাধ্যমে তা জানতে পেরেছি। যার ধারা শেষ হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের মাধ্যমে।

ক. আখিরাত কাকে বলে? ১

খ. "আমি এই কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি।"– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ফুটে ওঠা বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রধান অতিথির উল্লিখিত বিষয়টি চিহ্নিত করে তার শেষোক্ত মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়।

খ 'আমি এই কিতাবে কোনোকিছুই বাদ দিইনি'– আয়াতটি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার। এ কিতাব দ্বারা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মর্যাদাবান গ্রন্থ। এটি দুনিয়ার সকল গ্রন্থ এমনকি অন্যান্য আসমানি কিতাবের তুলনায় স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর সমতুল্য আর কোনো কিতাব নেই। আল-কুরআন পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব। এ গ্রন্থ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার। সব বিষয়ের মূলনীতি এ গ্রন্থে বিদ্যমান।

গ বিশেষ অতিথির বক্তব্যে 'নিফাক' বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

নিফাক শব্দের আভিধানিক অর্থ– ভণ্ডামি, কপটতা, প্রতারণা, দ্বিমুখীভাব ইত্যাদি। অন্তরে বিরোধিতা গোপন রেখে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করাই হলো নিফাক। বিশেষ অতিথির বক্তব্য এ বিষয়টিকে ধারণ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, সিরাতুন্নবি (সা.) অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বলেন, এমন কিছু মানুষ আছে যারা অন্তরে অবাধ্যতা লুকিয়ে রাখে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্যটি মুনাফিকদের মধ্যে বিদ্যমান। এই বিশ্বাসই আল্লাহর সাথে অংশীদার করা তথা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শিরক আল্লাহর সাথে চরম জুলুম করার নামান্তর। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।' (সূরা লুকমান : আয়াত-৪) আল্লাহ তায়ালা শিরককারীদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি অপার ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াময় হওয়া সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (সূরা আন-নিসা : আয়াত-৪৮)

প্রকৃতপক্ষে শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা নিজেই শিরকের অপরাধ ক্ষমা না করার এবং তাদের জন্য জান্নাত হারাম করার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহর এ ঘোষণা মুনাফিকের বিশ্বাসকে ভয়াবহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রমাণ করে। আল্লাহ তায়ালা শিরককারীর ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করে বলেন– 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।' (সূরা আল-মায়িদা : আয়াত-৭২)

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, বিশেষ অতিথির কাজটি হলো নিফাকের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ধরনের কাজের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ঘ প্রধান অতিথির উল্লিখিত বিষয়টি 'খতমে নবুয়ত' এর অন্তর্ভুক্ত। যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি মুমিনের ইমানি দায়িত্ব।

খতমে নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস বলতে নবুয়তের পরিসমাপ্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে বোঝায়। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে এ ধারা শুরু হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। যা প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, প্রধান অতিথি বলেন, আমরা আল্লাহ তাআলার পরিচয় জানতাম না, ইবাদতের নিয়ম-কানুন জানতাম না। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত বান্দাদের মাধ্যমে তা জানতে পেরেছি। যার ধারা শেষ হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের মাধ্যমে। যা প্রধান অতিথির বক্তব্যের সাথে পুরোপুরি মিল অনুভব করা যায়। কারণ হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন শেষ নবি। তিনি খাতামুন নাবিয়্যিন। তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবি আসবেন না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'রিসালাত ও নবুয়তের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার পর আর কোনো নবি আসবে না' (জামি তিরমিযি)। একজন ইমানদার হিসেবে এ বিষয়টির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

সুতরাং কুরআন-হাদিসের আলোকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, প্রধান অতিথির বক্তব্য যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০২ **তথ্যচিত্র-১ :** জামিল সব সময় এক আল্লাহর উপর ভরসা করে চলে। আল্লাহ তায়ালার গুণ ও পরিচয় যথাযথভাবে জেনে তাঁর গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করে।

তথ্যচিত্র-২ : মফিজ নিজের খেয়াল খুশি মতো চলে। সুদ-ঘুষ সে বৈধ মনে করে। সে বলে, পৃথিবীর সবকিছু এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়েছে।

ক. ইমান কী? ১

খ. "ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তথ্যচিত্র-১ এ জামিলের মধ্যে ইসলামি আকিদায় ফুটে ওঠা বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মফিজের মনোভাবটি চিহ্নিত করে এ ধরনের কাজের পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে।

খ ইসলাম সর্বকালের, সকল অঞ্চলের সব ধরনের মানুষের জন্য পরিপূর্ণ জীবনবিধান। এটি কোনো কাল, অঞ্চল বা জাতি-গোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চলের, যেকোনো জাতির মানুষের জন্য এ জীবনবিধান কার্যকর। কেবল বর্তমান নয়, অতীত ও ভবিষ্যতের জন্যও এ বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য। এজন্য ইসলামকে সর্বজনীন ধর্ম বলা হয়।

গ তথ্যচিত্র-১ এ জামিলের মধ্যে ইসলামি আকিদার 'তাওহিদ' বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

তাওহিদ অর্থ– একত্ববাদ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়– আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলে। তাওহিদ হলো ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয়। যা জামিলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জামিল সব সময় এক আল্লাহর উপর ভরসা করে চলে। আল্লাহ তায়ালার গুণ ও পরিচয় যথাযথভাবে জেনে তাঁর গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করে। জামিলের এ মনোভাবে মহান আল্লাহর পরিচয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এবং আল্লাহর এ বক্তব্যের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। তাওহিদে বিশ্বাসী ব্যক্তি মনে করে, আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি হলেন খালিক। তিনি ব্যতীত যা কিছু আছে সবই তাঁরই সৃষ্টি বা মাখলুক। মানুষ যেমন তাঁর সৃষ্টি, তেমনি কীটপতঙ্গও তাঁর মাখলুক। বস্তুত জিন-ইনসান, আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, সাগর-মহাসাগর, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, তরুলতা, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি।

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল কিছুর লালনকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও নিয়ন্ত্রক। তিনি সকল সৃষ্টিকে এক রকম করে সৃষ্টি করেননি। এটি তাঁর পরীক্ষা। তিনি সৃষ্টিকুলকে নানাভাবে ভাগ করেছেন এবং সবকিছুকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। সুতরাং জামিলের মধ্যে তাওহিদ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

ঘ মফিজের মনোভাবটি 'কুফর' এর অন্তর্ভুক্ত। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

কুফর শব্দের অর্থ– অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকেই কুফর বলা হয়। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে– আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণাবলিকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা, ইমানের মৌলিক সাতটি বিষয়কে অস্বীকার করা, ইসলামের মৌলিক ইবাদতকে অস্বীকার করা, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা, ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অনুকরণ করা, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা প্রভৃতি। এগুলোর মধ্যে মফিজ সাহেবের মানসিকতায় হারামকে হালাল মনে করার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়, যার কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মফিজ নিজের খেয়াল খুশি মতো চলে। সুদ-ঘুষ সে বৈধ মনে করে। সে বলে, পৃথিবীর সবকিছু এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়েছে। তার এরূপ মনোভাব কুফরের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে বৈধ মনে করে। তার এমন মনোভাবের ফলে দুনিয়াতে অনৈতিকতার প্রসার ঘটবে এবং তাকে অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে যারা কুফরি করবে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় স্থানেই তাদেরকে করুণ পরিণতি বরণ করতে হবে। কুফর মানবসমাজে পাপাচার বৃদ্ধি করে এবং অনৈতিকতার প্রসার ঘটায়। কাফিরদের কাছে দুনিয়ার জীবনই সবকিছু বলে মনে হয়। তাই তারা হালাল-হারাম, নীতি-নৈতিকতা বিবেচনা না করে যা খুশি তাই করে বেড়ায়। ফলে সমাজে মিথ্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি পাপ কাজ প্রসার লাভ করে। এ ধরনের কাজের জন্য কাফিররা জাহান্নামে অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ বলেন, 'যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৩৯)

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মফিজ সাহেবের মনোভাবে কুফরির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এর কুফল ও পরিণত অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্রশ্ন ▶ ০৩ শরিয়তের উৎসের পর্যায়ক্রম :

(১ম) ➡ অকাট্য ও প্রামাণ্য দলিল।

(২য়) ➡ মহানবি (স.) এর বাণী, কর্ম, রীতিনীতি।

(৩য়) ➡ পুণ্যবান গবেষকদের ঐকমত্য।

(৪র্থ) ➡ সাদৃশ্যমূলক নীতির ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ।

ক. শানে নুযুল কী? ১

খ. পবিত্র কুরআন একত্রে নাজিল করা হয়নি কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ১ম নির্দেশিত বিষয়টি পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ৪র্থ নির্দেশিত বিষয়টি চিহ্নিত করে ইসলামি শরিয়তে বিষয়টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-কুরআনের সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণ বা পটভূমিকে 'শানে নুযুল' বলা হয়।

খ অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় আল-কুরআন একসাথে নাজিল হয়নি। এটি আল-কুরআনের বিশেষ মর্যাদার পরিচায়ক। মক্কার কাফিররা এ সম্পর্কে রাসুল (সা.)-কে প্রশ্ন করলে তার জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কাফিররা বলে, তাঁর উপর সমগ্র কুরআন একবারে অবতীর্ণ হলো না কেন? আমি এভাবেই অবতীর্ণ করেছি আপনার হৃদয়কে তার দ্বারা মজবুত করার জন্য এবং আমি তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।' (সূরা আল-ফুরকান : আয়াত-৩২)

গ উদ্দীপকের ১ম নির্দেশিত বিষয়টি দ্বারা পবিত্র কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। এটি পাঠের গুরুত্ব অত্যধিক।

শুদ্ধ ও সুন্দররূপে কুরআন তিলাওয়াত করার নিয়মকে তাজবিদ বলা হয়। অর্থাৎ আল-কুরআন পাঠ করার কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। সেগুলো অনুসরণ করে কুরআন তিলাওয়াত করা আবশ্যক।

তাজবিদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। কারণ কুরআন মজিদ ভুল তিলাওয়াত করলে গুনাহ হয়। বস্তুত আল-কুরআন সর্বোচ্চ মর্যাদা ও ফজিলতপূর্ণ গ্রন্থ। এটি ভুল পাঠ করলে এর মর্যাদা লঙ্ঘিত হয় এবং ফজিলত থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। সর্বোপরি মারাত্মক গুনাহের মধ্যে পড়তে হয়। যেমন এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন– لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنَ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' (বুখারি)। আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত অত্যন্ত বেশি। এর প্রতিটি হরফ তিলাওয়াতের মাধ্যমে নেকি পাওয়া যায়। মহানবি (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফও পাঠ করবে সে একটি নেকি লাভ করবে। আর এ নেকির পরিমাণ হলো দশ গুণ।' (তিরমিযি)

সুতরাং কুরআনের হরফ, হরকত ইত্যাদি চিনে, তাজবিদ সহকারে ও সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়। কুরআনের মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করে সে অনুযায়ী আমল করতে হয়। এতে তিলাওয়াতকারী দুনিয়া এবং আখিরাতে সফল হয় এবং গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

অতএব, পবিত্র কুরআন পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ উদ্দীপকের ৪র্থ নির্দেশিত বিষয়টি হচ্ছে ইসলামি শরিয়তের চতুর্থ উৎস 'কিয়াস'। যার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামি পরিভাষায় কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে।

ইসলামি শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতার জন্য কিয়াসের গুরুত্ব অপরিসীম। মানবজীবন বা মানবসমাজ সতত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় জগতে নতুন নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। ফলে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা, সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষিতে ইসলামের বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যা একমাত্র কিয়াসের মাধ্যমেই সম্ভব। ইসলামের সর্বজনীন জীবন বিধান হিসেবে স্বীকৃতির জন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী কিয়াসের মহান পদ্ধতির ব্যবস্থা রেখেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন– فَاعْتَبِرُوْا يَا أُوْلِى الْأَبْصَارِ

অর্থাৎ, 'অতএব, হে চক্ষুষ্মানগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর' (সূরা আল-হাশর : আয়াত-২)। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের চিন্তা ও গবেষণা করে শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর মুসলিমদের চিন্তা ও গবেষণার এই পদ্ধতিই হলো কিয়াস। কিয়াস ইসলামি আইনকে গতিশীলতা দিয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বায়নের নতুন নতুন বিষয়ের বিধান দেওয়া সম্ভব হয়। এভাবে কুরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে কিয়াস বা গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং কিয়াসের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৪ ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ফেনীর মহিপালের আসমা বেগম তার ভাঙ্গা ঘরটি মেরামতের জন্য বাঁশ সংগ্রহ করে। বাঁশ কাটার জন্য প্রতিবেশীর কাছে দা ও কুড়াল চায়। কিন্তু তার প্রতিবেশী তাকে ফিরিয়ে দেয়। অন্যদিকে বন্যার্তদের জন্য আস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন সাধারণ মানুষের সহায়তায় খাবার, পানি, ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

ক. মারফু হাদিস কাকে বলে? ১

খ. "প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ (এর ফলাফল) নিয়তের উপর নির্ভরশীল"।– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আসমার প্রতিবেশীর আচরণে কোন সূরার শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন ও সাধারণ মানুষের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদিসটি চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হাদিসের সনদ রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফু হাদিস বলে।

খ আল্লাহ তায়ালা পরকালে মানুষের সকল কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। সেদিন তিনি মানুষের সকল কাজের নিয়ত বা উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। মানুষ যদি সৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে তার পুরস্কার লাভ করবে। নেক নিয়তে কাজ করে ব্যর্থ হলেও সে তার জন্য পুরস্কার পাবে। আর যদি মন্দ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে শাস্তি ভোগ করবে। এমনকি খারাপ উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে কিংবা ভালো কাজ করলেও তাতে কোনো সাওয়াব হয় না। বরং নিয়ত সঠিক না হওয়ায় সে ভালো কাজও মন্দ হিসেবে পরিগণিত হয়।

গ আসমা বেগমের প্রতিবেশীর আচরণে সূরা আল-মাউন এর শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে।

সূরা আল মাউন আল কুরআনের ১০৭তম সূরা। এ সূরায় সালাতের প্রতি উদাসীন না হওয়া, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, গৃহস্থালির উপকরণ অন্যদের দান করা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসমা বেগমের প্রতিবেশীর মধ্যে এ শিক্ষার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ফেনীর মহিপালের আসমা বেগম তার ভাঙ্গা ঘরটি মেরামতের জন্য বাঁশ সংগ্রহ করে। বাঁশ কাটার জন্য প্রতিবেশীর কাছে দা ও কুড়াল চায়। কিন্তু তার প্রতিবেশী তাকে ফিরিয়ে দেয়। যাতে সূরা আল মাউন এর শিক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হয়। আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা আল-মাউনে আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো– বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ; ইয়াতিম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। ইয়াতিম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে; কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। আর ব্যক্তিগত বা গৃহস্থালির ছোটখাটো কোনো জিনিস কেউ ধার চাইলে তা দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কার্পণ্য করা মোটেও সমীচীন নয়। এসব বিষয়গুলোর প্রতি প্রত্যেক মুসলিমের সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। নতুবা তাদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

সুতরাং আসমা বেগমের প্রতিবেশীর আচরণে সূরা আল-মাউন এর শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে।

ঘ আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন ও সাধারণ মানুষের কাজের সাথে পাঠ্যবইয়ের ৭নং হাদিস তথা পরোপকার সম্পর্কিত হাদিসের সাদৃশ্য রয়েছে।

হাদিসটি হলো–

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهٖ ـ

অর্থাৎ, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের উপর অত্যাচার করে না, তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করে না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।' (বুখারি ও মুসলিম)

এ হাদিসে রাসুল (স.) এক মুসলমানের সঙ্গে অপর মুসলমানের সম্পর্ক কী এবং একের প্রতি অপরের কর্তব্য কী তা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং মুসলমানদের উচিত বিপদে আপদে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং শত্রুর আক্রমণ ও নির্যাতন থেকে পরস্পরকে রক্ষা করা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বন্যার্তদের জন্য আস্ সুন্নাহ ফাউন্ডেশন সাধারণ মানুষের সহায়তায় খাবার, পানি, ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এ কাজের মাধ্যমে (আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন) উক্ত হাদিসের শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছে।

অতএব, কোনো মুসলমানকে কোনো ধরনের অত্যাচার করা যাবে না এবং সে যতই অপরাধ করুক না কেন তাকে কোনো অবস্থাতেই শত্রুর হাতে সোপর্দ করা যাবে না। নিজ ভাইয়ের বিপদের সময় অপর ভাই যেমন সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তেমনি এক মুসলমান ভাইও অপর মুসলমান ভাইয়ের বিপদাপদ দূর করতে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে। এ মর্মে রাসুল (স.) ইরশাদ করেন– 'আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে।' (মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে অপর মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসা একান্ত কর্তব্য। কেননা সাহায্যকারী মুসলিম আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রিয়।

প্রশ্ন ▶ ০৫ নাইম প্রতিদিন এমন একটি ইবাদত পালন করে যা ইমান মজবুত করে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে। ইবাদতটি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে। অপরদিকে আমিন অপর একটি ইবাদত আদায় করে যা বছরে একবার আদায় করতে হয়। যা ধনী ও গরিবের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে।

ক. হাক্কুল ইবাদ কী? ১

খ. সাওমকে 'ঢাল' বলা হয়েছে কেন? ২

গ. নাইমের পালনকৃত ইবাদতটির সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আমিনের পালন করা ইবাদতটি চিহ্নিত করে ইবাদতটির ধর্মীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বান্দার সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল ইবাদ বলে।

খ সাওমের গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম। যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে অশেষ পুণ্যের অধিকারী হয়। সাওমকে নবি করিম (সা.) ঢালের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ রোযাদার সাওম পালনের দ্বারা নিজের সকল প্রকার কুরিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, 'সাওম (রোযা) ঢালস্বরূপ।' (বুখারি ও মুসলিম)

গ নাইমের পালনকৃত ইবাদতটি ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত সালাত হিসেবে গণ্য। যার সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

সালাত ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে সম্মিলিতভাবে সালাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে। সালাতের কারণে দৈনিক পাঁচ বার মুসলমানগণ একস্থানে মিলিত হবার সুযোগ পায়। একে অপরের খোঁজ নিতে পারে। সুখ-দুঃখে একে অপরের সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। এতে তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। এমনকি নামাজের সারিতে দাঁড়াতে গিয়ে উঁচু নিচু কোনো ভেদাভেদ থাকে না। ফলে সালাত আদায়কারীদের মধ্যে সাম্য সৃষ্টি হয়। সালাত আমাদের সময়ের গুরুত্ব ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দেয়।

সালাত নেতার অনুসরণ করতে এবং নিয়মতান্ত্রিক ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং সালাতের সামাজিক গুরুত্ব অত্যধিক। সালাত সুস্থ, সুন্দর ও মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা রাখে। অতএব আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ রেখে সালাত আদায় করে জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করব।

ঘ আমিনের পালন করা ইবাদতটি ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ জাকাত হিসেবে গণ্য। যার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামের চতুর্থ মৌলিক ইবাদত হলো জাকাত। শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে জাকাত বলে। জাকাত শুধু ধনী মুসলমানের উপর আদায় করা ফরজ। যা আমিনের কাজে পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আমিন অপর একটি ইবাদত আদায় করে যা বছরে একবার আদায় করতে হয়। যা ধনী ও গরিবের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে। এতে যাকাতের তাৎপর্য প্রকাশ পেয়েছে। যাকাতের শিক্ষা ও তাৎপর্য হলো, জাকাত সামাজিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি সমাজের মানুষের মধ্যকার সম্পদের বৈষম্য দূর করে। সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। জাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি। জাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ফলে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। সম্পদের ভারসাম্য বজায় থাকে। ধনী-গরিব বৈষম্য দূর হয়। জাকাত ব্যবস্থার ফলে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়ে দরিদ্র লোকদের হাতে যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ, যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশীলদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। (সূরা আল-হাশর : আয়াত-৭)

সুতরাং বলা যায়, জাকাত প্রদান করা দরিদ্রের প্রতি ধনী লোকের কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়; বরং জাকাত হলো দরিদ্র লোকের প্রাপ্য অধিকার। অতএব প্রত্যেক সম্পদশালী মুসলিম ব্যক্তির উচিত স্বেচ্ছায় জাকাত প্রদান করা এবং অসহায় লোকদের অভাব মোচনে ভূমিকা রাখা।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **তথ্য-১ :** গাজীপুরের শতাধিক পোশাক কারখানা বন্ধ করে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য দাবি মানার আহ্বান জানায়। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে জনৈক আলিম উভয় পক্ষকে ইসলামের নির্দেশনা মেনে চলার পরামর্শ দেন।

তথ্য-২ : জনাব আসলাম জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনে বিশেষ ইবাদত পালন করেছেন। ইবাদতটি সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে একটি সূরা নাজিল করেছেন।

ক. জিহাদ কী? ১

খ. ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কেমন হবে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তথ্য-১ এ পাঠ্যবইয়ের ফুটে ওঠা বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব আসলামের আদায়কৃত ইবাদতটির শিক্ষা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জানমাল, ইলম, আমল, লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করাই হলো জিহাদ।

খ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক। এটি পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ন্যায়। পিতা যেমন সর্বদা পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে কল্যাণের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন; শিক্ষকও তেমনি তাঁর ছাত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে সৎপথ দেখান। পুত্র ও পিতার মাঝে যেমন উত্তরাধিকারের সম্পর্ক আছে, ছাত্র-শিক্ষকের মাঝেও তেমন জ্ঞানের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান। পুত্র যেমন পিতা থেকে প্রাপ্ত সম্পদের পরিচর্যা করে বড় সম্পদশালী হতে পারে, শিক্ষার্থীও তেমনি শিক্ষক থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সমৃদ্ধ করে বড় জ্ঞানী হতে পারে।

গ তথ্য-১ এ পাঠ্যবইয়ের ফুটে উঠা বিষয়টি 'মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক'-এর অন্তর্ভুক্ত।

জীবন ধারণের জন্য প্রত্যেক মানুষকেই একে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। মালিক-শ্রমিকের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি সত্য। তাই তাদের মধ্যকার সম্পর্ক হওয়া উচিত পারস্পরিক সহানুভূতিপূর্ণ ও দায়িত্বশীল। উদ্দীপকে মালিক শ্রেণির পক্ষে এ বিষয়টি অনুপস্থিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, গাজীপুরের শতাধিক পোশাক কারখানা বন্ধ করে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য দাবি মানার আহ্বান জানায়। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে জনৈক আলিম উভয় পক্ষকে ইসলামের নির্দেশনা মেনে চলার পরামর্শ দেন। মালিক শ্রেণির এরূপ কর্মকাণ্ডে শ্রমিকের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' (ইবনে মাজাহ)। হাদিস দ্বারা শ্রমিকের পাওনা যত দ্রুত সম্ভব পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা শ্রমিকরা সাধারণত গরিব ও নিঃস্ব শ্রেণির হয়ে থাকে। তারা তাদের শ্রমের মজুরি দিয়ে চাল, ডাল, তরিতরকারি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে জীবনধারণ করে। তাই তার পাওনা পেতে দেরি হলে শ্রমিক ও তার পরিবার অভুক্ত থেকে কষ্ট পাবে। ফলে শ্রমিকের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিবে এবং এ অসন্তোষ থেকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর যদি শ্রমিক তার ন্যায্য পাওনা যথাসময়ে পায়, তাহলে তার মনে আনন্দ থাকবে এবং সে উৎসাহের সাথে কাজ করবে। ফলে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। উদ্দীপকের মালিক পক্ষ মুসলিম হয়েও নবি (সা.)-এর আদেশ লঙ্ঘন করেছেন। তার এ কাজ দ্বারা হাক্কুল ইবাদ বিঘ্নিত হয়েছে। শ্রমিকের পাওনা সঠিকভাবে দেওয়া উচিত। সুতরাং শ্রমিকদের পাওনা হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার। হাক্কুল ইবাদ পালনে আল্লাহ তায়ালা কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব মালিক পক্ষের উক্ত আচরণ সংশোধন হওয়া অপরিহার্য।

ঘ জনাব আসলামের আদায়কৃত ইবাদতটি হলো ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ। যার শিক্ষা ও তাৎপর্য অপরিসীম।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে। হজ শুধু ঐ সমস্ত ধনী-মুসলমানের উপর ফরজ, যাদের পবিত্র মক্কায় যাতায়াত ও হজের কাজ সম্পাদনের আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য রয়েছে। যা আসলাম সাহেব আদায় করেছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আসলাম জিলহজ মাসে নির্ধারিত দিনে বিশেষ ইবাদত পালন করেছেন। ইবাদতটি সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে একটি সুরা নাযিল করেছেন। যা হজ পালনের নামান্তর। ধনসম্পদ, বর্ণ-গোত্র ও জাতীয়তার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও হজ এসব ভেদাভেদ ভুলিয়ে মুসলমানদের ঐক্যবন্ধ হতে শেখায়। হজ মুসলমানদের আদর্শিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব তৈরি করে। রাজা-প্রজা, মালিক-ভৃত্য সকলকে সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করায়। একই উদ্দেশ্যে মহান প্রভুর দরবারে উপস্থিত করে সাম্যের প্রশিক্ষণ দেয়। হজ মানুষকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দিয়ে সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে। তাই আমাদের হজ সম্পন্ন করা উচিত। কেননা রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ করে সে যেন নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।' (ইবনে মাজাহ)

অতএব, হজের শিক্ষা ও তাৎপর্য নিঃসন্দেহে ব্যাপক গুরুত্বের দাবিদার।

প্রশ্ন ▶ ০৭ জারিন ও মারিয়ার মধ্যে ঝগড়া হয়। শিক্ষক ঘটনা জিজ্ঞাসা করলে ঝগড়ার সময় উপস্থিত মালিহা কোনো পরিবর্তন না করে প্রকৃত ঘটনা অবিকল বর্ণনা করে। এতে জারিন তার উপর অসন্তুষ্ট হয়। জারিন মালিহার অগোচরে তার নামে কুৎসা রটনা করে। এতে মালিহা কষ্ট পায়।

ক. শালীনতা কী? ১

খ. প্রতারণা বর্জন করতে হবে কেন? ২

গ. মালিহার কাজে পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জারিনের কাজটি চিহ্নিত করে এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলে।

খ প্রতারণা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি মিথ্যাচারের শামিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা মিথ্যা অপেক্ষাও জঘন্য। কেননা প্রতারণা করার দ্বারা দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। সুতরাং সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে প্রকৃত মুমিন নয়।

রাসুলুল্লাহ (স.) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (তিরমিযি)

ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-ব্যবহার ও আর্থ-সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে কোনো অবস্থাতেই প্রতারণা জায়েজ নয়।

গ মালিহার কাজে পাঠ্যবইয়ের আখলাকে হামিদার 'সত্যবাদিতা' বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

সাধারণভাবে সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলা হয়। সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ আস-সিদক। এটি মানবজীবনের একটি মহৎ বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপকে মালিহার মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যটি উৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জারিন ও মারিয়ার মধ্যে ঝগড়া হয়। শিক্ষক ঘটনা জিজ্ঞাসা করলে ঝগড়ার সময় উপস্থিত মালিহা কোনো পরিবর্তন না করে প্রকৃত ঘটনা অবিকল বর্ণনা করে। এতে জারিন তার উপর অসন্তুষ্ট হয়। তার এ কাজটি সত্যবাদিতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এভাবে বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় প্রকাশ করাই হলো সিদক বা সত্যবাদিতা। অর্থাৎ কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি ছাড়া হুবহু বা অবিকল বর্ণনা করাই হলো সিদক।

সুতরাং বলা যায়, মালিহার কাজে সত্যবাদিতা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ জারিনের কাজটি আখলাকে যামিমার 'গিবত' এর অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

গিবত আরবি শব্দ; যার অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, অনুপস্থিতিতে দুর্নাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে। প্রচলিত অর্থে অনুপস্থিতিতে কারও দোষ বলাকে গিবত বলে। যা জারিনের কর্মে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জারিন মালিহার অগোচরে তার নামে কুৎসা রচনা করে। এতে মালিহা কষ্ট পায়। এ কাজকে ইসলামি শরিয়তে গিবত বলে, যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'গিবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক।' আল্লাহ গিবত করা সম্পর্কে কঠোর বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'তোমরা একে অন্যের গিবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে ভালোবাস? না, তোমরা তা অপছন্দ কর।' অর্থাৎ মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার ন্যায় জঘন্য অপরাধ হচ্ছে গিবত করা। গিবতের কারণে সমাজের মানুষের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়। সামাজিকভাবে ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদি সকলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বান্দা যখন গিবত করে তখন তার অনেক নেক আমল ধ্বংস হতে থাকে। ফলে তার পরকালীন জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী গিবতকারীর ইবাদত কবুল হয় না। এটি কবীরা গুনাহ। তাওবা ব্যতীত গিবতের গুনাহ মাফ হয় না। গিবতের অনিবার্য পরিণতি হলো জাহান্নাম।

পরিশেষে বলা যায়, গিবত একটি জঘন্য অপরাধ। আমাদের ইহকাল ও পরকালের স্বার্থে গিবত পরিহার করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ০৮ বখাটে কালু তার সঙ্গী-সাথী নিয়ে এলাকার মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। অন্যায়-অত্যাচার করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে নিজ স্বার্থ উদ্ধার করে। আর তার বন্ধু কিসমত অন্যের ভালো দেখতে পারে না। অন্যের ক্ষতি কামনা করে।

ক. কর্মবিমুখতা কী? ১

খ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কিসমতের মানসিকতায় কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কালুর কার্যক্রমে ফুটে উঠা বিষয়টি চিহ্নিত করে উহার কুফল বর্ণনা কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজ না করে অলস বা বেকার বসে থাকাই কর্মবিমুখতা।

খ অমুসলিম সম্প্রদায়কে তাদের ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দিতে হবে। তাদের ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা যাবে না। ধর্ম পালনে তাদের বাধা দেওয়া যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ

অর্থ : "তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।" (সূরা আল-কাফিরুন, আয়াত-৬)

অন্য আয়াতে এসেছে, لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

অর্থ : "দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৬)

ধর্মীয় স্বাধীনতা দানের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। এজন্য তাদের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়, অত্যাচার করা যাবে না, তাদের সম্পদ দখল করা যাবে না। বরং তাদের জান-মাল-ইজ্জত সংরক্ষণ করতে হবে।

গ কিসমতের মানসিকতায় আখলাকে যামিমার হিংসা বিষয়টি ফুটে উঠেছে। এ ধরনের অভ্যাস মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়।

হিংসা আখলাকে যামিমার অন্যতম নিকৃষ্ট দিক। হিংসা-বিদ্বেষ হচ্ছে অন্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা, নিজেকে বড়ো মনে করা, অন্যকে ঘৃণা, শত্রুতাবশত অন্যের ক্ষত কামনা করা, অন্যের উন্নতি, সুখ সহ্য করতে না পারা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় অন্যের সুখ-সম্পদ, শান্তি-সাফল্য, ধ্বংস হওয়া ও নিজে এর মালিক হওয়ার কামনাকে হিংসা বলে। উদ্দীপকে কিসমতের মানসিকতায় হিংসার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কিসমত অন্যের ভালো দেখতে পারে না। অন্যের ক্ষতি কামনা করে। যা হিংসা এর নামান্তর। হিংসা-বিদ্বেষ মানব চরিত্রের অত্যন্ত নিন্দনীয় অভ্যাস। যা মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। হিংসুক কখনই সচ্চরিত্রবান হতে পারে না। কেননা গর্ব, অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, শত্রুতা, অন্যের অনিষ্ট কামনা ইত্যাদি হিংসার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হিংসুক ব্যক্তির মধ্যে এসব অভ্যাস গড়ে ওঠে। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে (পুড়িয়ে দেয়), হিংসাও তেমনি মানুষের সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে (নষ্ট করে দেয়)।' (আবু দাউদ)

সুতরাং বলা যায়, কিসমতের মানসিকতায় হিংসার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ কালুর কার্যক্রমে ফুটে উঠা বিষয়টি আখলাকে যামিমার 'ফিতনা-ফাসাদ'-এর অন্তর্ভুক্ত। যার কুফল বা পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

ফিতনা-ফাসাদ হলো সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার বিপরীতে অরাজক ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। মানবসমাজে ভয়-ভীতি, অত্যাচার-অনাচার ইত্যাদির মাধ্যমে নানা বিপর্যয় সৃষ্টি করা যায়। ইসলামে এরূপ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার কোনো স্থান নেই। যে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। বস্তুত ফিতনা-ফাসাদ অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। এর দ্বারা সমাজে সকল প্রকার অন্যায়-অত্যাচারের দরজা খুলে যায়। অরাজক পরিস্থিতিতে অসৎ মানুষেরা সব ধরনের পাপ কাজের সুযোগ পায়। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।'

(সূরা আল-বাকারা : আয়াত-১৯১)

উদ্দীপকে দেখা যায়, বকাটে কালু তার সঙ্গী-সাথী নিয়ে এলাকার মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। অন্যায় অত্যাচার করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে নিজ স্বার্থ উদ্ধার করে। যা ফিতনা-ফাসাদের শামিল। তার এরূপ কাজের কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। ফিতনা-ফাসাদ সমাজে অনৈতিকতার জন্ম দেয়। নিন্দনীয় চরিত্র চর্চার প্রসার ঘটায়। এক কথায়, ফিতনা-ফাসাদের ফলে সমাজে ও দেশে অরাজকতা দেখা দেয়। শান্তি ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং বলা যায়, সমাজে ও দেশে বখাটে কালুর কাজের অর্থাৎ ফিতনা-ফাসাদের কুফল অনেক।

প্রশ্ন ▸ ০৯ **অনুচ্ছেদ-১ :** অনিম মায়ের জন্য ঔষধ কিনতে বের হয়ে রাস্তায় গুলিতে মারা যায়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছেলের মৃত্যুতে শোকে ও দুঃখে চরম হতাশ হয় দরিদ্র রাহেলা বেগম। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তার পাশে দাঁড়ায় এলাকাবাসী।

অনুচ্ছেদ-২ : বন্যায় ভয়াবহ ভাঙনে ঘরবাড়ি হারায় তিস্তাপাড়ের দরিদ্র অনেক মানুষ। ব্যবসায়ী আসিফ তাদের সাহায্য করেন। তিনি তিস্তার দুই তীরে ২০০০ বনজ গাছ লাগান এবং অন্যদের গাছ লাগাতে উৎসাহিত করেন।

ক. মুস্তাহাব কী? ১

খ. তাকরিরি হাদিস বলতে কী বোঝায়? ২

গ. তথ্যচিত্র-১ এ পাঠ্যবইয়ের কোন সূরার বিষয়বস্তু ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তথ্যচিত্র-২ এ আসিফ সাহেবের কাজ সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত ব্যতীত অতিরিক্ত সবধরনের ইবাদত ও ভালো কাজই মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য। এ মুস্তাহাবকে নফল বা মানদুবও বলা হয়।

খ তাকরিরি অর্থ মৌনসম্মতি। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর অনুমোদনসূচক হাদিসই হলো তাকরিরি হাদিস। অর্থাৎ সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সামনে কোনো কথা বলেছেন কিংবা কোনো কাজ করেছেন; কিন্তু রাসুলুল্লাহ (স.) তা নিজে করেননি এবং তাতে বাধাও দেননি; বরং মৌনতা অবলম্বন করে সম্মতি বা অনুমোদন দিয়েছেন। এরূপ অবস্থা বা বিষয়ের বর্ণনা যে হাদিসে এসেছে সে হাদিসকে তাকরিরি বা সম্মতিসূচক হাদিস বলা হয়।

গ তথ্য-১ এ পাঠ্যবইয়ের সূরা আল-ইনশিরার বিষয়বস্তু ফুটে উঠেছে।

সূরা আল-ইনশিরাহ মাক্কি সূরাসমূহের অন্যতম। এর আয়াত সংখ্যা ৮টি। এটি কুরআনের ৯৪তম সূরা। এ সূরায় মহান আল্লাহ দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদের সময় ধৈর্যধারণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। যা অনিমের পরিবারের সাথে সামঞ্জস্য।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অনিম মায়ের জন্য ঔষধ কিনতে বের হয়ে রাস্তায় গুলিতে মারা যায়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছেলের মৃত্যুতে শোকে ও দুঃখে চরম হতাশ হয় রাহেলা বেগম। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তার পাশে দাঁড়ায় এলাকাবাসী। তারা বলেন– জীবন কখনো চিরসুখের হয় না; বরং সুখ-দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন। তাই দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না; বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে। সেই সাথে সময়কে কাজে লাগিয়ে নিজের করণীয় কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, সুখ-দুঃখ মেনে নিয়েই জীবনকে এগিয়ে নিতে হবে। হতাশ হয়ে বসে থাকা চলবে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। তাই সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

ঘ তথ্যচিত্র : ২-এ আসিফ সাহেবের কাজটি পাঠ্যবইয়ের ৪নং হাদিস তথা বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিসের অন্তর্ভুক্ত।

বৃক্ষরোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি পাই। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচ্ছলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অতুলনীয়। মহানবি (সা.) বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বন্যায় ভয়াবহ ভাঙনে ঘরবাড়ি হারায় তিস্তাপাড়ের দরিদ্র অনেক মানুষ। ব্যবসায়ী আসিফ সাহেব তাদের সাহায্য করেন। তিনি তিস্তার দুই তীরে ২০০০ বনজ গাছ লাগান এবং অন্যদের গাছ লাগাতে উৎসাহিত করেন। এতে মূলত তিনি মহানবি (সা.)-এর হাদিসের উপর আমল করেছেন। তার এ কাজটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। ফলে তিনি নিজের অজান্তেই অনেক সাওয়াব লাভ করবেন। যেমন মহানবি (সা.) বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهٗ بِهٖ صَدَقَةٌ ـ

অর্থাৎ, 'কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, হাদিসের আলোকে জনাব আসিফ সাহেবের কাজটি সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর আজাদ সাহেব ইউনিয়নের সকল ধর্ম ও মতের লোকদের নিয়ে একটি চুক্তি প্রণয়ন করেন যাতে এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকলে মিলে দুর্বৃত্তদের প্রতিরোধ করা যায়। অন্যদিকে ওয়ার্ড মেম্বার আবুল কালাম এর ছেলের নামে চাঁদাবাজির অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি নিজে ছেলেকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

ক. আইয়্যামে জাহেলিয়াত কী? ১

খ. ইমাম বুখারি (রহ.) কে বুখারা ত্যাগ করতে হয় কেন? ২

গ. চেয়ারম্যানের কাজটি মহানবি (স.) এর মাদানি জীবনের কোন ঘটনার প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মেম্বার আবুল কালামের কাজে যে খলিফার আদর্শ ফুটে উঠেছে তা চিহ্নিত করে উক্ত খলিফার চরিত্র বর্ণনা কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের লোকেরা নবি ও রাসুলদের শিক্ষা ভুলে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। তাই সে যুগকে আইয়্যামে জাহিলিয়্যা বলে।

খ ইমাম বুখারি (র.) হাদিসের সম্মান রক্ষার্থে বুখারা ত্যাগ করেন। দীর্ঘ সাধনা শেষে ইমাম বুখারি (র.) যখন তাঁর জন্মভূমি বুখারায় আসলেন, তখন তৎকালীন বাদশাহ খালিদ ইবনে আহমাদ তাঁকে হাদিস শোনার জন্য রাজদরবারে ডেকে পাঠান। ইমাম বুখারি (র.) এমতাবস্থায় বললেন, 'আমি হাদিসকে রাজদরবারে নিয়ে অপমান করতে চাই না। তার প্রয়োজন হলে সে আমার ঘরে বা মসজিদে আসুক।' বাদশাহর সাথে বিরোধের জের ধরে তাঁকে বুখারা ত্যাগ করতে হয়।

গ চেয়ারম্যানের কাজটি মহানবি (সা.)-এর মাদানী জীবনের 'মদিনা সনদ' প্রণয়নের প্রতিচ্ছবি।

মদিনা ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকজনের আবাস। হিজরতের পর হযরত মুহাম্মাদ (স.) এ সকল জাতিকে এক করে সেখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামে 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত। উদ্দীপকেও এ বিষয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে। মদিনা সনদে মোট ৪৭টি ধারা ছিল। তার মধ্যে প্রধান প্রধান ধারাগুলো হলো– ১. সনদে স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায় সমান অধিকার ভোগ করবে। মহানবি (স.) হবেন প্রজাতন্ত্রের প্রধান। মুসলমান ও অমুসলমান সবাই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। ২. কেউ কুরাইশ বা বহিঃশত্রুর সাথে মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না। ৩. কেউ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে সবাই মিলিতভাবে প্রতিহত করবে। এক্ষেত্রে ব্যয়ভার বহন করবে স্ব-স্ব গোত্র। ৪. কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তির অপরাধ বলে গণ্য হবে, গোষ্ঠীর অপরাধ বলে গণ্য হবে না। ৫. মদিনা নগরীকে পবিত্র নগরী ঘোষণা করা হলো। ৬. রক্তপাত, হত্যা, ব্যভিচার এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হলো। ৭. ইহুদিদের মিত্ররা সমান স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগ করবে। ৮. মহানবির অনুমতি ছাড়া কোনো গোত্র কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না। ৯. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে মহানবি (স.) তা সমাধান করবেন। সনদের ধারা ভঙ্গকারীর উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হবে।

মানব ইতিহাসে মদিনা সনদ হলো সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। যার মাধ্যমে ইসলাম ও মহানবি (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে।

ঘ মেম্বার আবুল কালামের কাজে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.)-এর আদর্শ ফুটে উঠেছে। বিশ্ব ইতিহাসে যার চরিত্র অনন্য এক প্রতিচ্ছবি।

হযরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি ছিলেন শিক্ষিত, মার্জিত ও সচ্চরিত্রের অধিকারী। যুবক বয়সে তিনি নামকরা কুস্তিগির, সাহসী যোদ্ধা, কবি ও সুবক্তা ছিলেন।

হযরত উমর (রা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল অনন্য। তিনি ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের এক মূর্তপ্রতীক। আইনের চোখে তিনি ধনী-গরিব, উঁচু-নীচু, আপন-পরের মধ্যে ভেদাভেদ করতেন না। তিনি সত্য ও অসত্যের বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ থাকতেন। তিনি জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য রাতের অন্ধকারে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা নিয়ে তিনি তাঁবুতে দিয়ে এসেছেন। স্বীয় স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে প্রসব বেদনায় কাতর এক বেদুইনের স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য তার ঘরে নিয়ে যান।

পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মানবদরদি হজরত উমর (রা.) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। পৃথিবীর রাজা-বাদশাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন প্রজাবৎসল শাসক আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন ▶ ১১ মাসুদ তরলীকরণ, বাষ্পীকরণ, গলানো, দ্রবণ, পরিস্রবণ ইত্যাদি বিষয় আবিষ্কারক এর গবেষণাকর্ম দেখে অবাক হয়ে যায়। উক্ত মনীষী এ শাস্ত্রকে পরিপূর্ণতা দান করেন। সিয়াম সমীকরণ, ত্রিকোণমিতি, অ্যালগরিদম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করে।

ক. আস-সাবউল মুআল্লাকাত কী? ১

খ. ইমাম গাযালি (রহ.) কে হুজ্জাতুল ইসলাম বলা হয় কেন? ২

গ. মাসুদ কোন মনীষীর আবিষ্কার কর্ম দেখছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "সিয়ামের পঠিত বিষয়ে মুসলমানদের অনেক অবদান রয়েছে"।– মূল্যায়ন কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. আল কিয়াস ইসলামি শরিয়তের কততম উৎস?
ⓚ প্রথম ⓚ দ্বিতীয় ⓖ তৃতীয় ⓖ চতুর্থ

২. কোনটি মক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য?
ক ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিয়ম খ বিচার ব্যবস্থা
গ রিসালাতের আহ্বান ঘ ইবাদতের রীতিনীতি

৩. সুন্নত কয় প্রকার?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৪. নাঈমুল ইসলাম আসর সালাত আদায় করেন। তবে তিনি 'রুকু করার পরে সোজা হয়ে দাঁড়াননি'। এতে তার কোন কাজটি বাদ পড়েছে?
ক মুস্তাহাব খ ওয়াজিব
গ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ঘ ফরজে কিফায়াহ

৫. ফাবিহা একজন গৃহকর্মী। তিনি গুরুর গোশত ভালোভাবে ধুয়ে পাত্রে রাখার পরে দেখেন কিছুটা লালচে পানি জমেছে। এই গোশত খাওয়া কী হবে?
ক হালাল খ সুন্নত গ মুবাহ ঘ মুস্তাহাব

৬. মহানবি (সা.) বলেন, "সালাম দিতে হয় কথা শুরুর পূর্বে"–উপরিউক্ত হাদিসটি কোন প্রকারের?
ক তাকরিরি খ কুদসি গ ফিলি ঘ কাওলি

৭. আরমান একজন ভিক্ষুক। আজান হলে তিনি ভিক্ষা করার জন্য মসজিদে যান। সালাতের ইকামত হলে তিনি জামায়াতে দাঁড়িয়ে যান। কখনো কখনও ওজু ছাড়াও দাঁড়িয়ে যান। আরমানের ইবাদত পালনে কোন হাদিসের শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়?
ক ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা খ ব্যবসায়ে সততা
গ দানশীলতা ঘ নিয়তের বিশুদ্ধতা

৮. সমস্ত পাপের জননী হিসেবে স্বীকৃত হলো–
ক কুফর খ শিরক গ নিফাক ঘ মিথ্যাচার

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আবদুল কাদির সাহেব ইন্তেকাল করলে এলাকার দুইশত মানুষের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জন মানুষ জানাযাহ পড়েন। অপরদিকে তার ছোটো ভাই জিসান স্থানীয় বাজারে নিয়মিত জুয়া খেলে এবং অবৈধ পণ্যেরও ব্যবসায় করে।

৯. জনাব আবদুল কাদিরের এলাকায় পঞ্চাশজন মানুষ কোন কাজটি করেছেন?
ক ফরজে আইন খ ফরজে কিফায়াহ
গ সুন্নতে যায়িদাহ ঘ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ

১০. জিসানের কর্মকাণ্ডের ফলে–
i. সমাজে বৈষম্য দেখা দিবে ii. সে দেউলিয়া হয়ে যাবে
iii. সে পরকালে জাহান্নামী হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. মনির হোসেন, কবির মিয়াকে দশ হাজার টাকা এই শর্তে ঋণ দিল যে, এক বছর পরে তাকে দুই হাজার টাকা বৃদ্ধি করে মোট বারো হাজার টাকা ফেরত দিতে হবে। মনির সাহেবের বাড়তি দুই হাজার টাকা নিচের কোন্‌টির শামিল?
ক ঘুষ খ সুদ গ প্রতারণা ঘ ফিতনা

১২. ফিতনা কেন হত্যার চেয়েও জঘন্য?
ক ফিতনাকারীর আত্মসম্মান লোপ পায় খ পরস্পর সহযোগিতা বিনষ্ট হয়
গ সকল অত্যাচারের দরজা খুলে দেয়
ঘ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতো অপরাধ সংঘটিত হয়

১৩. কেন হজরত আলি (রা.) কে আসাদুল্লাহ বলা হয়েছে?
ক দিওয়ানে আলি কাব্য রচনার জন্য খ অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের কারণে
গ হুদায়বিয়ার সন্ধি পত্র স্বহস্তে লেখার জন্য
ঘ বীরত্বের সাথে যুদ্ধজয়ের কারণে

১৪. 'আল কানুন ফিত-তিব্ব' কার রচনা?
ক ইবনে সিনা খ ইবনে রুশদ গ আল বিরুনি ঘ আলরাযি

১৫. জাকাত কেন ধনীর দয়া নয়?
ক জাকাতে ধনীর অন্তর পবিত্র হয়
খ আল্লাহ গরিবের প্রাপ্য ধনীর হাতে রেখেছেন
গ জাকাতের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায়
ঘ জাকাতের বিনিময়ে বরকত পাওয়া যায়

১৬. আয-যিকর অর্থ কী?
ক প্রজ্ঞা খ উপদেশ গ গ্রন্থ ঘ সত্য

১৭. আকাইদ শব্দের অর্থ কী?
ক শান্তির পথ খ একত্ববাদ গ বিশ্বাস মালা ঘ আত্মসমর্পণ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়ার পদ্ধতি একই নিয়মে চলে আসছে। এ অবস্থা দেখে জাফর সাহেব বিশ্বাস করেন, মহাবিশ্ব কখনোই ধ্বংস হবে না।

১৮. জাফর সাহেব আখিরাতের কোন বিষয়টিকে অস্বীকারন করেন?
ক কিয়ামত খ হাশর গ মিযান ঘ সিরাত

১৯. জাফর সাহেবের ধারণার ফলে তার জীবনে–
i. হতাশা নেমে আসবে ii. অনৈতিক কাজের প্রসার হবে
iii. পরকালে জাহান্নাম ভোগ করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. "যার কাছে আমি একটি শব্দও শিখেছি; আমি তার দাস"–উক্তিটি কার?
ক হজরত আলি (রা.) খ হজরত উসমান (রা.)
গ হজরত উমর (রা.) ঘ হজরত আবু বকর (রা.)

২১. কবরের অপর নাম কী?
ক হাশর খ আখিরাত গ কিয়ামত ঘ বারযাখ

২২. জাকাত হলো ইসলামের–
ক শান্তি চুক্তি খ সেতুবন্ধন গ আর্থিক শক্তি ঘ বড়ো ইবাদত

২৩. মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে কেন?
i. তারা মুসলমানদের গোপন তথ্য শত্রুদের জানিয়ে দেয়
ii. তারা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে
iii. তাদের কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক, পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ন্যায় কেন?
ক একই প্রতিষ্ঠানে অবস্থানের কারণে
খ বারবার দেখা সাক্ষাতের কারণে
গ মায়ামমতার কারণে
ঘ ছাত্ররা শিক্ষকের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী বলে

২৫. "যার মধ্যে আমানতদারি নেই, হাদিস অনুসারে তার কী নেই? "
ক আকিদা খ ইয়াকিন গ ইবাদত ঘ ইমান

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
হামিদা, যামিমা ও নামিমা তিনজন প্রতিবেশী। হামিদা বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় বোরখা পড়েছেন এবং দৃষ্টি নিম্নগামী রেখেছেন। অপরদিকে যামিমা তার পাঁচ হাজার টাকা নামিমার নিকট জমা রেখেছেন। কিন্তু নামিমা অনুমতি ছাড়াই দুই হাজার টাকা খরচ করেছেন। ফলে, চাওয়ামাত্র তা ফেরত দিতে পারেননি।

২৬. হামিদার কাজটি কীসের শামিল?
ক নারীর প্রতি সম্মানবোধ খ সত্যবাদিতা
গ শালীনতা ঘ আমানতদারি

২৭. নামিমার কাজের ফলে সে–
i. মানুষের আস্থা হারাবে ii. আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে
iii. মুনাফিক হিসেবে চিহ্নিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. হাক্কুল ইবাদ কেন গুরুত্বপূর্ণ?
ক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার জন্য
খ সামাজিক জীবনে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়
গ মহানবি (সা.) এর নৈকট্যলাভ করা যায়
ঘ অন্তরের শুদ্ধতা অর্জিত হয়

২৯. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (রহ.) কোন গ্রন্থটি সংকলন করেন?
ক জামি তিরমিযি খ সুনানে নাসাই
গ সহিহ আল বুখারি ঘ সহিহ মুসলিম

৩০. 'আল গাস্‌সু' শব্দের অর্থ কী?
ক হিংসা খ আমানত গ প্রতারণা ঘ গিবত

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৫

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 1 1

সময়- ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান- ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। মোর্শেদ সাহেব একজন স্বল্প বেতনের চাকুরীজীবী। তার একমাত্র সন্তান সাহেদ হার্টের রোগে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার জন্য আত্মীয় স্বজনের কাছে সাহায্যের হাত বাড়ান। তাতে ব্যর্থ হলে মোর্শেদ সাহেব হতাশ হয়ে পড়েন। তার স্ত্রী-নার্গিস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া যাবেনা। নার্গিস বেগম চিড়িয়াখানায় চাকুরী করেন। মানব সেবার পাশাপাশি তিনি জীবজন্তুকে ভালবাসেন। একদিন তিনি অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পথে একটি আহত পাখি দেখতে পান। পাখিটিকে বাড়ীতে নিয়ে এসে স্বযত্নে সুস্থ করে তোলেন। নার্গিস বেগমের বাবা রিফাত সাহেব তার কাজের প্রশংসা করে বলেন "তুমি আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করবে"।

ক. হাদিসে কুদসি কী? ১

খ. ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মোর্শেদ সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নার্গিস বেগমের কাজটি সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে চিহ্নিত করে তার সম্পর্কে বাবা রিফাত সাহেবের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২। জনাব 'ক' টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানে ইবাদত সম্পর্কিত আলোচনায় বললেন, ইসলামে এমন একটি এবাদত রয়েছে যার প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতে দান করবেন এবং তার অতীত জীবনের পাপ ক্ষমা করেন দিবেন। একজন শ্রোতার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ইসলামে এমন আরও একটি ইবাদত রয়েছে, যার নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের মালিকগণের উপর ফরজ করা হয়েছে। এ ইবাদতটি যথাযথভাবে আদায় করা হলে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অসহায় গরিব মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

ক. হাক্কুল ইবাদ কাকে বলে? ১

খ. "শিক্ষা" মানুষকে কীভাবে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' এর আলোচনায় কোন ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শ্রোতার প্রশ্নের উত্তরে জনাব 'ক' যে ইবাদতের কথা বলেছেন তা চিহ্নিত করে এর শিক্ষা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। রুবিনা খাতুন একজন স্কুল শিক্ষিকা। তার ব্যাংকে দুইলক্ষ টাকা এবং ছয়লক্ষ টাকার স্বর্ণের অলংকার আছে। বছর শেষে তিনি অসহায় গরিবদের মাঝে ১৫ হাজার টাকা বিতরণ করেন। অপরদিকে রুবিনার ছেলে রাশেদ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে কিন্তু কষ্টকর ভেবে এমন একটি ফরজ ইবাদত পালনে অবহেলা করে সেটা রমজান মাসের সাথে সম্পৃক্ত। বিষয়টি জানতে পেরে তার বাবা বলেন, এ মাসের ইবাদত পালন করা অত্যাবশ্যক। এ মাধ্যমে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়।

ক. ইজমা কী? ১

খ. হাক্কুল ইবাদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রুবিনা খাতুন এর ইবাদতটি কি সঠিক হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাশেদের অবহেলা করা ইবাদতটি চিহ্নিত করে তার বাবার ব্যক্তব্যটি যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। শ্রেণি শিক্ষক শ্রেণিতে মহামানবদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তৎকালীন আরবের সবচেয়ে সৎ, বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মানুষটিও নবুয়ত লাভের পর চরমভাবে নির্যাতিত ও উপহাসের পাত্র হতে থাকেন। একপর্যায়ে তাঁর চরম উদ্বিগ্নতা ও হতাশা বাড়লে মহান আল্লাহ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে একটি সূরা নাজিল করেন। অপরদিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মি. ফারুক ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের সাথে ভালো আচরণ করেন এবং অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য প্রদানে উৎসাহ প্রদান করেন।

ক. ইজমা কী? ১

খ. "বালাদুল আমীন" বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শ্রেণি শিক্ষকের আলোচিত সূরাটির শিক্ষা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. ফারুকের কর্মকাণ্ডে কোন সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। মি. 'ক' একজন নামাজী ব্যক্তি। তিনি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ মেনে চলার ব্যাপারে দ্বিধা করেন না। কিন্তু আল্লাহর আইন দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা মেনে নিতে পারেন না। অথচ আল্লাহর আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও পরিশ্রম করা ফরজ। অপরদিকে মি. 'খ' আরবি নির্দিষ্ট মাসে নির্দিষ্ট ইবাদত পালন করার জন্য দেশের বাইরে যাবেন। তিনি নির্দিষ্ট সময় সেখানে অবস্থান করবেন। ইবাদতসমূহ শেষ করে দেশে ফিরবেন।

ক. ইবাদত কাকে বলে? ১

খ. জাকাতকে কেন ইসলামের সেতুবন্ধন বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. 'ক' এর মনোভাবে ইসলামের কোন বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে? এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. 'খ' এর ইবাদতটি চিহ্নিত করে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। জনাব 'ক' একজন কাপড় ব্যবসায়ী। কোনো কারণে গুদামসহ দোকানে আগুন লেগে সমস্ত দোকানের কাপড় পুড়ে যাওয়ায় তিনি অসহায় হয়ে পড়েন। অভাব অনটনের সংসারে তিনি দোকানের মেরামত ও পুনরায় চালু করার জন্য তার ভাই জনাব 'খ' এর কাছে দুই লক্ষ টাকা ধার চাইলে বছরান্তে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার শর্তে তাকে ধার দেন। জনাব 'খ' এর মেয়ে 'গ' অশালীন পোশাক পরে কোচিং সেন্টারে যাওয়া আসা করে। পথে কিছু বখাটে যুবক তাকে দেখে আপত্তিকর অঙ্গ ভঙ্গি করে। 'গ' কোচিং থেকে ফিরে এসে দাদা 'ঘ' কে বিষয়টি জানালে তিনি পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। "তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলি যুগের মতো নিজেকে প্রদর্শন করে বেড়াবেনা"।

ক. সত্যবাদিতা কী? ১

খ. "ইসলামে কর্মবিমুখতার সুযোগ নেই" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'খ' এর মধ্যে আখলাকে যামিমাহ এর কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'গ' এর আচরণ চিহ্নিতপূর্বক তার দাদার উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব তোরাব আলী ও তার বন্ধু সজিব রাতের অন্ধকারে এলাকার জনগণের অবস্থা দেখার জন্য ঘুরতে বের হন। জনাব তোরাব আলী একরাতে একটি বাড়ী থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। সেখানে গিয়ে দেখতে পান যে, একজন অসুস্থ মানুষ অর্থের অভাবে চিকিৎসা করতে পারতেছে না এবং রোগ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তখন তিনি পরিষদ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে এসে তাকে দেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। অপরদিকে তার বন্ধু সজিবের এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে বাড়ি-ঘর ও রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে নিজের অর্থ দিয়ে তা মেরামতের ব্যবস্থা করেন এবং জনগণকে সাহায্য সহযোগিতা করেন।

ক. মদিনার সনদ কী? ১

খ. হযরত আবু বকর (রা.) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব তোরাব আলীর কর্মকাণ্ডে কোন খলিফার আদর্শের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সজিব এর কর্মকাণ্ডের দ্বারা কোন খলিফার মানব সেবার সাদৃশ্য পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। শেখ পাড়া গ্রামে যুবকেরা প্রায়ই মারামারি ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হত। তারা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করত। এ অবস্থা দেখে সালেহীন গ্রামের যুবকদেরকে ডেকে সমবেত করে ও বলে, এভাবে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করা সমীচীন নয়। বরং আমরা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সকলে মিলে একটি ক্লাব তৈরি করি। একথা শুনে সকলে ঐক্যমত পোষণ করে শান্তি ক্লাব তৈরি করে। অপরদিকে তাদের গ্রামে ফরহাদের বাসায় একটি ইয়াতিম মেয়ে কাজ করে। ফরহাদ মেয়েটিকে নিজের সন্তানের মতো আদর করে এবং নিজেরা যা খায় ও পরে, তাকেও তা খেতে দেয় ও পরতে দেয়। তার সাথে পরিবারের কেউই খারাপ ব্যবহার করে না।

ক. আত্মশুদ্ধি কী? ১

খ. হযরত আলি (রা.) কে "আসাদুল্লাহ" বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সালেহীনের কর্মকাণ্ড মহানবি (সা.) এঁর জীবনের কোন মহৎ উদ্যোগটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফরহাদ ও তার পরিবারের আচরণে মহানবি (সা.) এঁর কোন ভাষণের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। রায়হান একজন সৎ ব্যবসায়ী। তার সংসারে অনটন লেগেই থাকে। রায়হানের স্ত্রী মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে অতিরিক্ত আয়ের জন্য তাকে মিথ্যা বলতে ওজনে কম দিতে এবং দ্রব্যে ভেজাল মেশাতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু রায়হান তাকে বুঝিয়ে বলে, মানুষকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। অপরদিকে শরিফুল বিদেশ থেকে গ্রামের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে বন্যা কবলিত মানুষের দুর্দশা দেখে ব্যথিত হন। তিনি উক্ত এলাকার একটি দরিদ্র পরিবারকে তার বাড়ীতে নিয়ে এসে আশ্রয় দেন এবং তাদেরকে পুনর্বাসিত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক. মতন কী? ১

খ. "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রায়হানের স্ত্রীর মনোভাবে আখলাকে যামিমার কোন্ বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শরিফুলের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন্ গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। জনাব রিয়াসাত মহান আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করেন। মাঝে মধ্যে সালাত ও সাওম পালন করেন। তবে তিনি মনে করেন, মানুষের কর্মফল তার কর্মের উপর নির্ভরশীল। যে যেমন- কাজ করবে সে তেমন ফল পাবে। তার বন্ধু জনাব আনাস নিজের কর্মস্থলে কর্মব্যস্ত একজন মানুষ। তিনি কাজের ব্যস্ততার মাঝে নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করেন। তিনি মনে করেন, এতে দোষের কিছু নেই।

ক. কিয়াস কী? ১

খ. ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মুনাফিকরা ক্ষতিকর কেন? ২

গ. জনাব রিয়াসাতের ধারণা ইমামের কোন বিশ্বাসের পরিপন্থি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব আনাসের বিশ্বাস চিহ্নিতপূর্বক এ ক্ষতিকর দিকগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। জনাব 'ক' একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি অফিসের কাজকর্ম করতে গিয়ে লোকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেন। তার স্ত্রী তাকে এসমস্ত টাকা নিতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, এ টাকা বৈধ। কারণ আমি দ্রুত তাদের কাজ করে দেই। তার স্ত্রীর কোনো সন্তানাদি না থাকায় সে মাজারে গিয়ে পীর বাবার কাছে সন্তান চাইল। তার স্বামী বলল, পীর বাবার সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তুমিতো আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারতে। আমাদের সবকিছুই তাঁর হাতে।

ক. ইসলাম কী? ১

খ. নবি-রাসুল প্রেরণের কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্ত্রীর কর্মটি চিহ্নিতপূর্বক তার স্বামীর মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা (ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ঘ	২	গ	৩	ক	৪	খ	৫	ক	৬	ঘ	৭	ঘ	৮	ঘ	৯	খ	১০	গ	১১	খ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	খ
	১৬	খ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	ক	২১	ঘ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ মোর্শেদ সাহেব একজন স্পল্প বেতনের চাকুরীজীবী। তার একমাত্র সন্তান সাহেদ হার্টের রোগে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার জন্য আত্মীয় স্বজনের কাছে সাহায্যের হাত বাড়ান। তাতে ব্যর্থ হলে মোর্শেদ সাহেব হতাশ হয়ে পড়েন। তার স্ত্রী-নার্গিস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া যাবেনা। নার্গিস বেগম চিড়িয়াখানায় চাকুরী করেন। মানব সেবার পাশাপাশি তিনি জীবজন্তুকে ভালবাসেন। একদিন তিনি অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পথে একটি আহত পাখি দেখতে পান। পাখিটিকে বাড়ীতে নিয়ে এসে স্বযত্নে সুস্থ করে তোলেন। নার্গিস বেগমের বাবা রিফাত সাহেব তার কাজের প্রশংসা করে বলেন "তুমি আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করবে"।

ক. হাদিসে কুদসি কী? ১

খ. ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মোর্শেদ সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নার্গিস বেগমের কাজটি সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে চিহ্নিত করে তার সম্পর্কে বাবা রিফাত সাহেবের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

[**বি.দ্র.ঃ** রাজশাহী বোর্ড-২০২৫ এর ৩নং উত্তর দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ▶ ০২ জনাব 'ক' টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানে ইবাদত সম্পর্কিত আলোচনায় বললেন, ইসলামে এমন একটি এবাদত রয়েছে যার প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতে দান করবেন এবং তার অতীত জীবনের পাপ ক্ষমা করেন দিবেন। একজন শ্রোতার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ইসলামে এমন আরও একটি ইবাদত রয়েছে, যার নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের মালিকগণের উপর ফরজ করা হয়েছে। এ ইবাদতটি যথাযথভাবে আদায় করা হলে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অসহায় গরিব মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

ক. হাক্কুল ইবাদ কাকে বলে? ১

খ. "শিক্ষা" মানুষকে কীভাবে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' এর আলোচনায় কোন ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শ্রোতার প্রশ্নের উত্তরে জনাব 'ক' যে ইবাদতের কথা বলেছেন তা চিহ্নিত করে এর শিক্ষা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বান্দার সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল ইবাদ বলে।

খ ইসলামি শিক্ষা মানুষকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ইত্যাদি থেকে মুক্ত করে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি মানুষের শরীর, মন ও আত্মার সমন্বিত বিকাশ। শিক্ষা মানবহৃদয়কে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে। শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ সৎ, চরিত্রবান, খোদাভীরু, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। এজন্যই বলা হয়েছে, শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে।

গ জনাব 'ক'-এর আলোচনায় ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ এবং অন্যতম ইবাদত 'সাওম' এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার গুরুত্ব অপরিসীম।

সাওম শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। ইসলামি পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা হলো সাওম। এটি ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত। জনাব 'ক' এর কাজে এ ইবাদতটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব 'ক' টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানে ইবাদত সম্পর্কিত আলোচনায় বললেন, ইসলামে এমন একটি ইবাদত রয়েছে যার প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা নিজহাতে দান করবেন এবং তার অতীত জীবনের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। এ কাজের মাধ্যমে তিনি সাওম পালন করেছেন। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পানাহার থেকে বিরত থেকেছেন। আর মানব সমাজে সাওমের সামাজিক শিক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সিয়াম সাধনার ফলে সমাজের লোকদের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। সাওম পালন করে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকার ফলে, সে অন্য আরেকজন অনাহারীর ক্ষুধার জ্বালা সহজে বুঝতে পারে। ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা যে কীরূপ পীড়াদায়ক হতে পারে তা সে উপলব্ধি করতে পারে। এতে অসহায় নিরন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত হয়। রাসুল (সা.) বলেন, 'এ মাস সহানুভূতির মাস।' (ইবনে খুযায়মা)

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সমাজের অসহায় ও দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও সহমর্মিতা সৃষ্টিতে সাওমের গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ঘ শ্রোতার প্রশ্নের উত্তরে জনাব 'ক' যে ইবাদতের কথা বলেছেন তা ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ 'জাকাত' হিসেবে গণ্য। এর শিক্ষা ও তাৎপর্য অপরিসীম।

ইসলামের চতুর্থ মৌলিক ইবাদত হলো জাকাত। শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে জাকাত বলে। জাকাত শুধু ধনী মুসলমানের উপর আদায় করা ফরজ। যা 'ক'-এর বক্তব্যে পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইসলামে এমন আরো একটি ইবাদত রয়েছে, যার নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের মালিকগণের উপর ফরজ করা হয়েছে। এ ইবাদতটি যথাযথভাবে আদায় করা হলে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অসহায় গরীব মানুষদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। এতে যাকাতের তাৎপর্য প্রকাশ পেয়েছে। যাকাতের শিক্ষা ও তাৎপর্য হলো, জাকাত সামাজিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি সমাজের মানুষের মধ্যকার সম্পদের বৈষম্য দূর করে। সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। জাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি। জাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ফলে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। সম্পদের ভারসাম্য বজায় থাকে। ধনী-গরিব বৈষম্য দূর হয়। জাকাতব্যবস্থার ফলে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়ে দরিদ্র লোকদের হাতে যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ। অর্থাৎ, যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশীলদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। (সূরা আল-হাশর : আয়াত-৭)

সুতরাং বলা যায়, জাকাত প্রদান করা দরিদ্রের প্রতি ধনী লোকের কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়; বরং জাকাত হলো দরিদ্র লোকের প্রাপ্য অধিকার। অতএব প্রত্যেক সম্পদশালী মুসলিম ব্যক্তির উচিত স্বেচ্ছায় জাকাত প্রদান করা এবং অসহায় লোকদের অভাব মোচনে ভূমিকা রাখা।

প্রশ্ন ▸ ০৩ রুবিনা খাতুন একজন স্কুল শিক্ষিকা। তার ব্যাংকে দুইলক্ষ টাকা এবং ছয়লক্ষ টাকার স্বর্ণের অলংকার আছে। বছর শেষে তিনি অসহায় গরিবদের মাঝে ১৫ হাজার টাকা বিতরণ করেন। অপরদিকে রুবিনার ছেলে রাশেদ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে কিন্তু কষ্টকর ভেবে এমন একটি ফরজ ইবাদত পালনে অবহেলা করে সেটা রমজান মাসের সাথে সম্পৃক্ত। বিষয়টি জানতে পেরে তার বাবা বলেন, এ মাসের ইবাদত পালন করা অত্যাবশ্যক। এ মাধ্যমে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়।

ক. ইজমা কী? ১
খ. হাক্কুল ইবাদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রুবিনা খাতুন এর ইবাদতটি কি সঠিক হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাশেদের অবহেলা করা ইবাদতটি চিহ্নিত করে তার বাবার ব্যক্তব্যটি যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

[বি.দ্র.ঃ রাজশাহী বোর্ড-২০২৫ এর ৫নং উত্তর দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ▸ ০৪ শ্রেণি শিক্ষক শ্রেণিতে মহামানবদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তৎকালীন আরবের সবচেয়ে সৎ, বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মানুষটিও নবুয়ত লাভের পর চরমভাবে নির্যাতিত ও উপহাসের পাত্র হতে থাকেন। একপর্যায়ে তাঁর চরম উদ্বিগ্নতা ও হতাশা বাড়লে মহান আল্লাহ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে একটি সূরা নাজিল করেন। অপরদিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মি. ফারুক ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের সাথে ভালো আচরণ করেন এবং অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য প্রদানে উৎসাহ প্রদান করেন।

ক. ইজমা কী? ১
খ. "বালাদুল আমীন" বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শ্রেণি শিক্ষকের আলোচিত সূরাটির শিক্ষা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. ফারুকের কর্মকাণ্ডে কোন সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের পুণ্যবান মুজতাহিদগণের (গবেষক) ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়।

খ সূরা আত-ত্বীনের তৃতীয় আয়াতে নিরাপদ নগরীর শপথ করা হয়েছে। আর এটা হলো মক্কা নগরী। এ নগরীতে মহানবি (স.) জন্মগ্রহণ করেন। এতে পবিত্র বায়তুল্লাহ বা কাবা শরিফ অবস্থিত, সেখানে রক্তপাত ও মারামারি নিষিদ্ধ।

গ শ্রেণি শিক্ষকের আলোচনায় সূরা আদ-দুহা এর শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

সূরা আদ-দুহা আল-কুরআনের ৯৩ম সূরা। এ সূরায় আল্লাহ তায়ালা মহানবি (সা.)-কে প্রদত্ত নানা নিয়ামতের কথা বর্ণনা করেন। আবার এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করারও নির্দেশ দেন। উদ্দীপকেও এ সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শ্রেণি শিক্ষক শ্রেণিতে মহামানবদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তৎকালীন আরবের সবচেয়ে সৎ, বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মানুষটিও নবুয়ত লাভের পর চরমভাবে নির্যাতিত ও উপহাসের পাত্র হতে থাকেন। এক পর্যায়ে তাঁর চরম উদ্বিগ্নতা ও হতাশা বাড়লে মহান আল্লাহ তাকে শান্তনা দিয়ে একটি সূরা নাযিল করেন। যা সূরা আদ-দুহার আলোকে যথার্থ। কেননা সূরা আদ-দুহা থেকেই আমরা এ শিক্ষা পেয়ে থাকি। এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদেরকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন, তাদের কল্যাণময় জীবন দান করেন। এছাড়াও বহু নিয়ামত দান করেন। তাই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিত গরিব, দুঃখী, ইয়াতিম ও ভিক্ষুকদের যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা করা। অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর না হওয়া, তাদের গালমন্দ কিংবা মারধর না করা এবং তাদের ধমক না দেওয়া; বরং তাদের সাথে সদাচরণ করা।

পরিশেষে বলা যায়, শ্রেণি শিক্ষকের আলোচনায় সূরা আদ-দুহার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। আর আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত এ সূরার শিক্ষাগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা।

ঘ মি. ফারুকের কর্মকাণ্ডে সূরা আল-মাউন এর শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

সূরা আল-মাউন আমাদের যেসব শিক্ষা দেয় তন্মধ্যে অন্যতম কয়েকটি শিক্ষা হলো– ১. ইয়াতিম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে; ২. ইয়াতিম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে; ৩. বিচার দিবস বা হাশরের দিনকে স্বীকার করতে হবে। যা মি. ফারুকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মি. ফারুক ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের সাথে ভালো আচরণ করেন এবং অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য প্রদানে উৎসাহ প্রদান করেন। কেননা সাহায্যকারী মুসলিম মহান আল্লাহর নিকট প্রিয়। মহান আল্লাহ সাহায্যকারী ব্যক্তিকে পরকালে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন। মি. ফারুক সূরা মাউন থেকে শিক্ষা নিয়ে উপরিউক্ত কাজগুলো করেন।

সুতরাং মি. ফারুকের মধ্যে সূরা মাউনের শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ মি. 'ক' একজন নামাজী ব্যক্তি। তিনি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ মেনে চলার ব্যাপারে দ্বিধা করেন না। কিন্তু আল্লাহর আইন দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা মেনে নিতে পারেন না। অথচ আল্লাহর আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও পরিশ্রম করা ফরজ। অপরদিকে মি. 'খ' আরবি নির্দিষ্ট মাসে নির্দিষ্ট ইবাদত পালন করার জন্য দেশের বাইরে যাবেন। তিনি নির্দিষ্ট সময় সেখানে অবস্তান করবেন। ইবাদতসমূহ শেষ করে দেশে ফিরবেন।

ক. ইবাদত কাকে বলে? ১

খ. জাকাতকে কেন ইসলামের সেতুবন্ধন বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. 'ক' এর মনোভাবে ইসলামের কোন বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে? এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. 'খ' এর ইবাদতটি চিহ্নিত করে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৬ জনাব 'ক' একজন কাপড় ব্যবসায়ী। কোনো কারণে গুদামসহ দোকানে আগুন লেগে সমস্ত দোকানের কাপড় পুড়ে যাওয়ায় তিনি অসহায় হয়ে পড়েন। অভাব অনটনের সংসারে তিনি দোকানের মেরামত ও পুনরায় চালু করার জন্য তার ভাই জনাব 'খ' এর কাছে দুই লক্ষ টাকা ধার চাইলে বছরান্তে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার শর্তে তাকে ধার দেন। জনাব 'খ' এর মেয়ে 'গ' অশালীন পোশাক পরে কোচিং সেন্টারে যাওয়া আসা করে। পথে কিছু বখাটে যুবক তাকে দেখে আপত্তিকর অঙ্গ ভঙ্গি করে। 'গ' কোচিং থেকে ফিরে এসে দাদা 'ঘ' কে বিষয়টি জানালে তিনি পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। "তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলি যুগের মতো নিজেকে প্রদর্শন করে বেড়াবেনা"।

ক. সত্যবাদিতা কী? ১

খ. "ইসলামে কর্মবিমুখতার সুযোগ নেই" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'খ' এর মধ্যে আখলাকে যামিমাহ এর কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'গ' এর আচরণ চিহ্নিতপূর্বক তার দাদার উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

[**বি.দ্র.**ঃ রাজশাহী বোর্ড-২০২৫ এর ৯নং উত্তর দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ▶ ০৭ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব তোরাব আলী ও তার বন্ধু সজিব রাতের অন্ধকারে এলাকার জনগণের অবস্থা দেখার জন্য ঘুরতে বের হন। জনাব তোরাব আলী একরাতে একটি বাড়ী থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। সেখানে গিয়ে দেখতে পান যে, একজন অসুস্থ মানুষ অর্থের অভাবে চিকিৎসা করতে পারতেছে না এবং রোগ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তখন তিনি পরিষদ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে এসে তাকে দেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। অপরদিকে তার বন্ধু সজিবের এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে বাড়ি-ঘর ও রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হরে নিজের অর্থ দিয়ে তা মেরামতের ব্যবস্থা করেন এবং জনগণকে সাহায্য সহযোগিতা করেন।

ক. মদিনার সনদ কী? ১

খ. হযরত আবু বকর (রা.) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব তোরাব আলীর কর্মকাণ্ডে কোন খলিফার আদর্শের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সজিব এর কর্মকাণ্ডের দ্বারা কোন খলিফার মানব সেবার সাদৃশ্য পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

[**বি.দ্র.**ঃ রাজশাহী বোর্ড-২০২৫ এর ১০নং উত্তর দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ▶ ০৮ শেখ পাড়া গ্রামে যুবকেরা প্রায়ই মারামারি ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হত। তারা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করত। এ অবস্থা দেখে সালেহীন গ্রামের যুবকদেরকে ডেকে সমবেত করে ও বলে, এভাবে সমাজে শান্তি-শৃঙ্কালা নষ্ট করা সমীচীন নয়। বরং আমরা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খরা বজায় রাখার জন্য সকলে মিলে একটি ক্লাব তৈরি করি। একথা শুনে সকলে ঐক্যমত পোষণ করে শান্তি ক্লাব তৈরি করে। অপরদিকে তাদের গ্রামে ফরহাদের বাসায় একটি ইয়াতিম মেয়ে কাজ করে। ফরহাদ মেয়েটিকে নিজের সন্তানের মতো আদর করে এবং নিজেরা যা খায় ও পরে, তাকেও তা খেতে দেয় ও পরতে দেয়। তার সাথে পরিবারের কেউই খারাপ ব্যবহার করে না।

ক. আত্মশুদ্ধি কী? ১

খ. হযরত আলি (রা.) কে "আসাদুল্লাহ" বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সালেহীনের কর্মকাণ্ড মহানবি (সা.) এঁর জীবনের কোন মহৎ উদ্যোগটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফরহাদ ও তার পরিবারের আচরণে মহানবি (সা.) এঁর কোন ভাষণের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

[**বি.দ্র.**ঃ রাজশাহী বোর্ড-২০২৫ এর ১১নং উত্তর দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ▶ ০৯ রায়হান একজন সৎ ব্যবসায়ী। তার সংসারে অনটন লেগেই থাকে। রায়হানের স্ত্রী মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে অতিরিক্ত আয়ের জন্য তাকে মিথ্যা বলতে ওজনে কম দিতে এবং দ্রব্যে ভেজাল মেশাতে উদ্‌বুদ্ধ করে। কিন্তু রায়হান তাকে বুঝিয়ে বলে, মানুষকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। অপরদিকে শরিফুল বিদেশ থেকে গ্রামের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে বন্যা কবলিত মানুষের দুর্দশা দেখে ব্যথিত হন। তিনি উক্ত এলাকার একটি দরিদ্র পরিবারকে তার বাড়ীতে নিয়ে এসে আশ্রয় দেন এবং তাদেরকে পুনর্বাসিত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক. মতন কী? ১

খ. "ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রায়হানের স্ত্রীর মনোভাবে আখলাকে যামিমার কোন্ বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শরিফুলের কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদার কোন্ গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাদিসের মূল বক্তব্যকে মতন বলা হয়।

খ রাজশাহী বোর্ড-২০২৫ এর ৮ (খ) নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ রাজশাহী বোর্ড-২০২৫ এর ৮ (গ) নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ রাজশাহী বোর্ড-২০২৫ এর ৮ (ঘ) নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব রিয়াসাত মহান আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করেন। মাঝে মধ্যে সালাত ও সাওম পালন করেন। তবে তিনি মনে করেন, মানুষের কর্মফল তার কর্মের উপর নির্ভরশীল। যে যেমন– কাজ করবে সে তেমন ফল পাবে। তার বন্ধু জনাব আনাস নিজের কর্মস্থলে কর্মব্যস্ত একজন মানুষ। তিনি কাজের ব্যস্ততার মাঝে নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করেন। তিনি মনে করেন, এতে দোষের কিছু নেই।

ক. কিয়াস কী? ১

খ. ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মুনাফিকরা ক্ষতিকর কেন? ২

গ. জনাব রিয়াসাতের ধারণা ইমামের কোন বিশ্বাসের পরিপন্থি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব আনাসের বিশ্বাস চিহ্নিতপূর্বক এ ক্ষতিকর দিকগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি পরিভাষায় কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে।

খ মুসলমানদের সাথে মিশে ইসলামের শত্রুদের সাহায্য করার কারণে মুনাফিকরা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর।

মুনাফিকরা দু'মুখী নীতিবিশিষ্ট। তারা মুসলমানদের সাথেও মিশে আবার কাফিরদের সাথেও মিশে। কাফির-মুশরিকদের সাথে মিশে মুসলমানদের গোপন তথ্য ও দুর্বলতার কথা শত্রুদের জানিয়ে দেয়। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে থেকেও আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হয়। এ কারণে মুনাফিকরা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর।

গ জনাব রিয়াসাতের ধারণা ইমানের অন্যতম বিষয় 'তকদির' এর বিশ্বাসের পরিপন্থি।

তকদির অর্থ হলো– নির্ধারিত পরিমাণ, ভাগ্য বা নিয়তি। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জীবনের ভালোমন্দ নির্ধারণ করেন এমন বিশ্বাসের নাম হলো তকদিরের বিশ্বাস। এটি ইমানের ৭টি বিষয়ের একটি। রিয়াসাতের মধ্যে এ বিশ্বাস অনুপস্থিত।

রিয়াসাত মনে করেন, মানুষের কর্মফল তার কর্মের উপর নির্ভরশীল। যে যেমন কাজ করবে সে তেমন ফল পাবে। তার এ বিশ্বাস সঠিক নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা মানুষের তকদিরের নিয়ন্ত্রক। তিনিই তকদিরের ভালোমন্দ নির্ধারণকারী। মানুষ যা চায় তাই সে করতে পারে না। বরং মানুষ শুধু তার কাজের জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে। এরপর ফলাফলের জন্য আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করবে। যদি চেষ্টা করার পরও কোনো কিছু না পায় তবে হতাশ হবে না। আর যদি পেয়ে যায় তবুও খুশিতে আত্মহারা হবে না; বরং ধৈর্য ধারণ করবে ও শোকর আদায় করবে। মোটকথা, তকদিরের ভালোমন্দ নির্ধারণ করা আল্লাহ ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এমন বিশ্বাসই হলো তকদিরে বিশ্বাস। জনাব রিয়াসাতের ধারণা এ বিশ্বাসকে লালন করে না।

ঘ উদ্দীপকে জনাব আনাসের বিশ্বাস কুফরকে নির্দেশ করে, যা মানবজীবনে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে।

কুফর শব্দের অর্থ হলো– অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, ঢেকে রাখা, গোপন করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অবাধ্য হওয়া ইত্যাদি। কুফর হলো ইমানের বিপরীত দিক। জনাব আনাসের মধ্যে এ দিকটি বিদ্যমান।

জনাব আনাস নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করেন। তিনি মনে করেন এতে দোষের কিছু নাই। তার এ মানসিকতা কুফরের নামান্তর। কারণ আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটিরও প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয়। যেমন : হারামকে হালাল মনে করা। আমরা জানি নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ হারাম। জনাব আনাস একে হালাল মনে করে গ্রহণ করে কুফরি করেছে। এ ধরনের কাজ মানুষের মধ্যে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়। কাফির ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করার কারণে নির্দ্বিধায় তাঁর বিধি-নিষেধও অমান্য করতে পারে। কাফির ব্যক্তি পরকালে অবিশ্বাস করার কারণে সব ধরনের পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে সমাজে পাপ কাজ বৃদ্ধি পায়। সমাজ অনৈতিকতায় ডুবে যায়। এতে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলো অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৩৯)

সুতরাং বলা যায় যে, জনাব আনাসের বিশ্বাস কুফরির পর্যায়ভুক্ত। আর এটি মানুষের জীবনে মন্দ প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন ▸ ১১ জনাব 'ক' একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি অফিসের কাজকর্ম করতে গিয়ে লোকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেন। তার স্ত্রী তাকে এসমস্ত টাকা নিতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, এ টাকা বৈধ। কারণ আমি দ্রুত তাদের কাজ করে দেই। তার স্ত্রীর কোনো সন্তানাদি না থাকায় সে মাজারে গিয়ে পীর বাবার কাছে সন্তান চাইল। তার স্বামী বলল, পীর বাবার সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তুমিতো আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারতে। আমাদের সবকিছুই তাঁর হাতে।

ক. ইসলাম কী? ১

খ. নবি-রাসুল প্রেরণের কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্ত্রীর কর্মটি চিহ্নিতপূর্বক তার স্বামীর মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলাম হলো মহান আল্লাহর মনোনীত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

খ নবি-রাসুল প্রেরণের অন্যতম কারণ হলো মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরা।

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এর উদ্দেশ্য বা কারণ— মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া, আল্লাহর ইবাদত ও ধর্মীয় নানা বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া, পরকাল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া ইত্যাদি।

গ জনাব 'ক'-এর কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমার 'সুদ' বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

সুদ ফারসি শব্দ। এর আরবি প্রতিশব্দ রিবা (اَلـرِّبٰـوا)। কাউকে প্রদত্ত ঋণের মূল পরিমাণের উপর অতিরিক্ত আদায় করাকে রিবা (اَلـرِّبٰـوا) বা সুদ বলা হয়। ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতা থেকে মূলধনের অতিরিক্ত কোনো লাভ নেওয়াই হলো সুদ। যেমন কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ১০০ টাকা এ শর্তে ঋণ দিল যে গ্রহীতা ১১০ টাকা পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে ১০০ টাকার অতিরিক্ত ১০ টাকা হলো সুদ। কেননা এর কোনো বিনিময় মূল্য নেই। জনাব 'ক'-এর কর্মকাণ্ডে অনুরূপ অবস্থা বিদ্যমান।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব 'ক' একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, তিনি অফিসের কাজকর্ম করতে গিয়ে লোকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেন। তার স্ত্রী তাকে এসমস্ত টাকা নিতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, এ টাকা বৈধ। কারণ আমি দ্রুত তাদের কাজ করে দেই। এটা নিতান্তই সুদ হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামে সুদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড হারাম। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 'আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন' (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২৭৫)। মহান আল্লাহ ও রাসুল (সা.) সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীকে অভিসম্পাত করেছেন। কেননা এটা সর্বাবস্থায় দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর। এর শেষ পরিণাম হলো ধ্বংস।

ঘ শিরক অর্থ— অংশীদার সাব্যস্ত করা। মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তার সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলে।

উদ্দীপকে 'ক' তার স্ত্রীকে মন্তব্য করে যা বলেছে তা যথার্থ। কেননা মহান আল্লাহ হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যাকে ইচ্ছা সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা দেন না। মহান আল্লাহর গুণ ও ক্ষমতায় আর কোনো অংশীদার নেই। আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই। তাই আল্লাহ না চাইলে কোনো পীর বাবার ক্ষমতা নেই কাউকে সন্তান দেওয়ার। আর এ কারণেই মহান আল্লাহর কাছেই সবকিছু চাইতে হবে। তাঁর হাতেই আমাদের ভালোমন্দ, চাওয়া-পাওয়ার সবকিছু রয়েছে। আর এ কথাই উদ্দীপকে 'ক' তার স্ত্রীকে বলতে চেয়েছেন।

অতএব বলা যায়, মহান আল্লাহ সকল ক্ষমতার মালিক। তাঁর হাতেই মানুষের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত। তাই কোনো পীর বাবার কাছে না গিয়ে মহান আল্লাহর কাছেই ফিরে আসতে হবে এবং যা কিছু তাঁর কাছেই চাইতে হবে।